Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-04-2026 04:20 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ২২ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ।৬ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৪৯ সংখ্যা।। ১৫ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

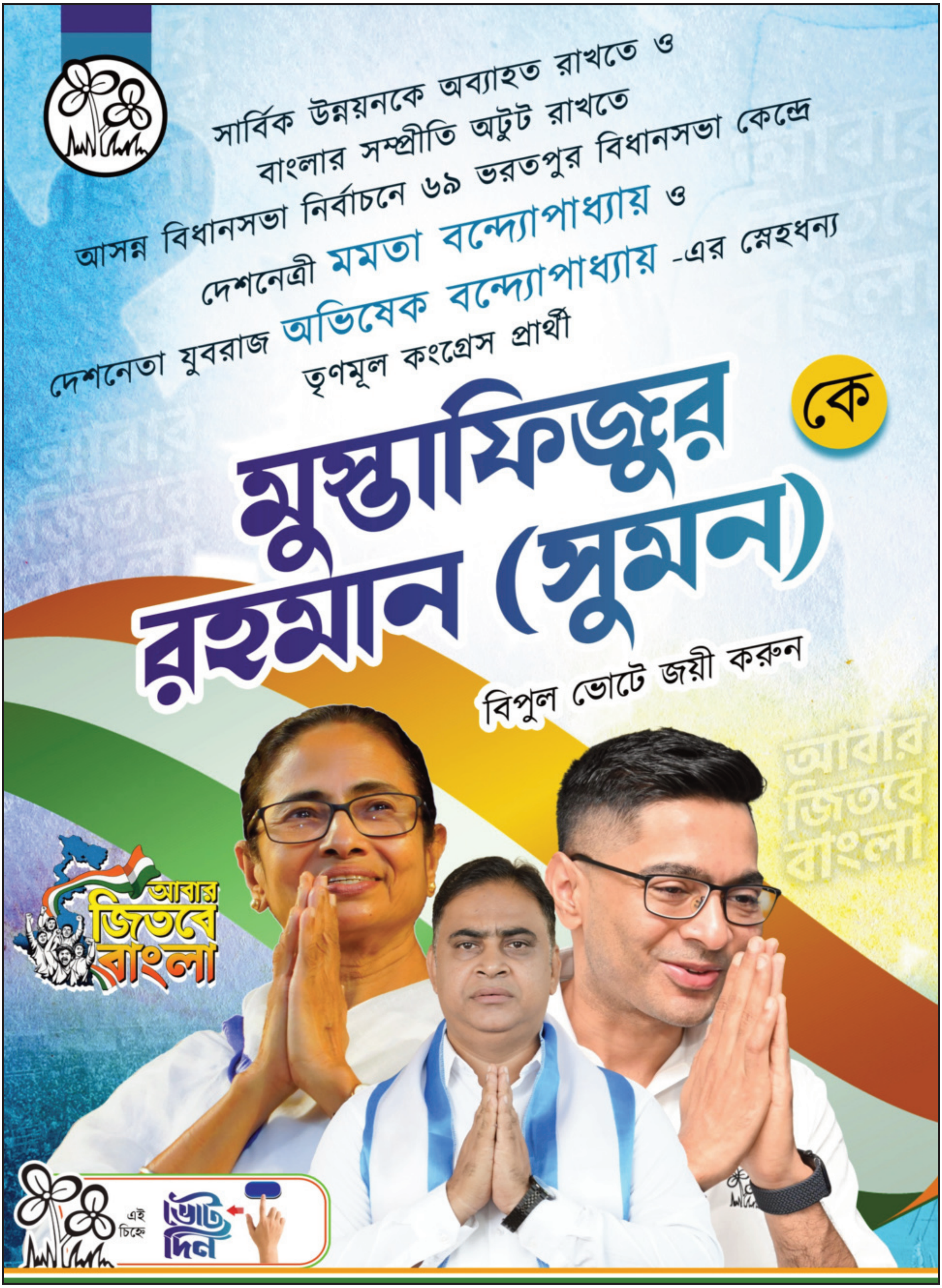

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২২ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ।৬ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৪৯ সংখ্যা।। ১৫ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

এবার 'গণতান্ত্রিক বদলা' চান মমতা

নয়া জামানা ডেস্কঃ দীর্ঘ ১৫ বছর আগেকার সেই বহুল চর্চিত স্লোগান বদলে গেল এক ঝটকায়। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়েছিল, 'বদলা নয়, বদল চাই'। কিন্তু ২০২৬-এর নির্বাচনী আবহে মুর্শিদাবাদের মাটি থেকে একেবারে উল্টো সুর শোনা গেল তাঁর গলায়। শমসেরগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জের জোড়া সভা থেকে মমতা স্পষ্ট বার্তা দিলেন, 'এ বার বদলা হবে।' তবে সেই বদলা গণতান্ত্রিক পথে, ইভিএম-এর মাধ্যমে। আসন্ন নির্বাচনকে 'দুরন্ত খেলা' হিসেবে অভিহিত করে দলীয় কর্মীদের ভোটবাক্স 'মায়ের মতো' আগলানোর নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে আক্রমণ শানিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ইভিএম বিকল করার নাম করে 'চিপ' ঢুকিয়ে কারচুপি করতে পারে গেরুয়া শিবির। তাই ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং গণনার আগে পর্যন্ত সতর্ক নজরদারির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা। মুর্শিদাবাদের নির্বাচনী জনসভায় দাঁড়িয়ে মমতার আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে বহু মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'শুধু মুর্শিদাবাদের মানুষের ভোটাধিকারই কাটছে না। আমার নিজের কেন্দ্রেও, যেখানে আমি নিজে প্রার্থী, সেখানেও ৪০ হাজার মানুষের নাম বাদ দিয়েছে।' এই বঞ্চনার জবাব দিতেই মমতা স্লোগান তুলেছেন, 'অনেকের নাম বাদ দিয়েছে। অনেক মানুষ মারা গিয়েছেন। এ বার বদলা নেওয়ার পালা। তাই এই খেলার নাম 'দুরন্ত খেলা'।' তাঁর দাবি, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি। মমতার যুক্তি, যাঁদের আজ অনুপ্রবেশকারী বলে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের ভোটেই লোকসভায় জিতেছে বিজেপি। তাই সেই জয়ও প্রশ্নাতীত নয়। ইভিএম নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়ে মমতা বলেন, 'ইভিএম খারাপ করে দিলে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তাতে আর ভোট করতে দেবেন না। সারানোর নাম করে 'চিপ' ঢুকিয়ে দেবে। ওরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। ভোটের পর ভোটবাক্সকে মায়ের মতো পাহারা দেবেন।' কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর কড়া নির্দেশ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুথ ছেড়ে বেরনো চলবে না। বিজেপিকে 'ভয়ঙ্কর অত্যাচারী' ও 'কৌরবের দল' হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি নিজেদের 'পাণ্ডবের দল' বলে দাবি করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'বাঘ-সিংহকে বিশ্বাস করতে পারেন। বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না।' সাধারণ মানুষকে

সতর্ক করে তিনি জানান, তাঁর নাম করে কেউ অ্যাকাউন্ট নম্বর চাইলে যেন দেওয়া না হয়, কারণ বিজেপি ছদ্মবেশে মানুষের সম্পদ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। দলের অন্দরের বিদ্রোহ এবং বিক্ষুব্ধ নেতাদের নিয়েও কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন মমতা। বিশেষ করে ফরাক্কার বিদায়ী বিধায়ক মনিরুল ইসলামের প্রসঙ্গ তুলে তিনি রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেন। টিকিট না পেয়ে মনিরুল কংগ্রেসের হয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ নেত্রী বলেন, 'ফরাক্কার বিধায়ককে বলছি, শুনেছি, তিনি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আমি তাঁকে বলছি, প্রত্যাহার করে নিতে। না করলে আমি জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও সাংসদ খলিলুর রহমানকে বলছি, দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করতে।' মমতা স্পষ্ট করে দেন, মানুষের জন্য কাজ করলে তবেই দল টিকিট দেয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে বয়সের কারণে প্রার্থী বদল হতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। যদিও মনিরুল জানিয়েছেন, তিনি কারও হুমকির কাছে মাথানত করবেন না এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাবেন। গত সপ্তাহে ভবানীপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রোড শো ঘিরে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা নিয়েও সরব হন মমতা। শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন যাত্রায় তাঁর বাড়ির সামনে হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। মমতা বলেন, 'ভবানীপুরে আমার বাড়ির সামনে হামলা হয়। এমনকি, আমার পোস্টারে থুতু দেওয়া হয়েছিল। জুতো দেখানো হয় অভিষেকের বাড়ির দিকে। স্থানীয় লোকজনই এর প্রতিবাদ করেছেন। এর পিছনে কোনও রাজনীতি নেই।' তাঁর দাবি, বাইরে থেকে ভাড়াটে লোক এনে এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'ভবানীপুরে কাল কেন্দ্রীয় বাহিনী অসভ্যতা করেছে। আপত্তিকর ভাবে 'চেক' করা হয়েছে এক মহিলাকে।' পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে বিরোধীদের পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মমতা দাবি করেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো থেকেই উল্টে দেড় কোটি মানুষ বাংলায় কাজ করতে এসেছেন। অথচ এখান থেকে বাইরে গেলে বাঙালিদের অপমানিত হতে হয়। দিল্লি থেকে আসা নেতাদের 'বসন্তের কোকিল' বলে বিদ্রুপ করেন তিনি। নিজেকে 'গণতন্ত্রের যোদ্ধা' হিসেবে তুলে ধরে তিনি মা-বোনেদের তাঁর লড়াইয়ের প্রধান সহযোদ্ধা বলে সম্বোধন করেন। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের প্রাক্কালে আক্রমণাত্মক মেজাজে মমতা বুঝিয়ে দিলেন, এবার তাঁর লড়াই স্রেফ জয়ের জন্য নয়, বরং 'গণতান্ত্রিক বদলা' নেওয়ার জন্য। আর সেই লড়াইয়ের চাবিকাঠি হিসেবে ইভিএম পাহারায় বিন্দুমাত্র খামতি রাখতে চাইছেন না তিনি।

এবার বাংলায় ভোট হবে নির্ভয়ে, কমিশনের ওপর পূর্ণ আস্থা মোদীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ তৃণমূলের 'পাপের' হিসাব এবার কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের রাসমেলা ময়দান থেকে রবিবার তিনি স্পষ্ট জানালেন, বঙ্গে এবার ভোট হবে পুরোপুরি নিরপেক্ষ এবং নির্ভয়ে। নির্বাচন কমিশনের উপর 'পূর্ণ আস্থা' প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী, 'নির্বাচন কমিশনের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এ বার বাংলায় নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। এ বার নির্ভয়ে ভোট হবে। আর এ বার পরিবর্তনের জন্যও ভোট হবে।' বিধানসভা ভোটের আবহে যখন শাসকদল তৃণমূল কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তখন মোদীর এই দরাজ সার্টিফিকেট রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই ভোট আসলে মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই।

রবিবার কোচবিহারের সভা থেকে কার্যত দুর্নীতির প্রশ্নে তৃণমূলকে তুলোধোনা করেন মোদী। তাঁর দাবি, শাসকদলের সিন্ডিকেট রাজের কারণেই বাংলার উন্নয়ন থমকে গিয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে রেশন; দুর্নীতির জাল যে বহুদূর বিস্তৃত, তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি হুঙ্কার দেন, 'ভোটের পর তৃণমূলের সব পাপের হিসাব হবে, বেছে বেছে হিসাব করা হবে।' প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, তৃণমূলের মন্ত্রী-বিধায়করা এই লুটপাটের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাংলার যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছেন। মালদহের কালিয়াচকের উদাহরণ টেনে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকেও কাঠগড়ায় তোলেন। বিচারকদের হেনস্থার প্রসঙ্গ তুলে মোদী প্রশ্ন করেন, যেখানে বিচারকরাই নিরাপদ নন, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হতে পারে! এই পরিস্থিতিকে তিনি 'মহাজঙ্গলরাজ' বলে কটাক্ষ করেন। বিজেপির পাখির চোখ এবার বাংলার নারীশক্তি। মোদী এদিন সরাসরি 'মা-বোনেদের' মন জয়ের চেষ্টা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের খতিয়ান দিয়ে তিনি দাবি করেন, বিজেপি সরকারই মহিলাদের স্বনির্ভরতার পথ দেখাচ্ছে। তিন কোটি মহিলাকে 'লাখপতি' করার লক্ষ্যমাত্রা এবং লোকসভা-বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের আইন চালুর কৃতিত্বও নিজের ঝুলিতে টেনেছেন তিনি। মোদীর সাফ কথা, মহিলাদের 'ফার্স্ট চয়েস' এখন বিজেপি। পালটা অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাস বদলে যাওয়ার ইস্যু তুলে তিনি দাবি করেন, ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতেই তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিচ্ছে এবং এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে। এর ফলে সীমান্ত এলাকার সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। বক্তৃতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোদী চেষ্টা করেছেন বাঙালির আবেগকে ছুঁতে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় তিনি বলেন, 'বাংলায় এখন একটাই আওয়াজ, পাল্টানো দরকার।' এমনকি তৃণমূলের ইস্তাহার নিয়ে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি তিনি। তাঁর মতে, ইস্তাহার শব্দ ব্যবহার করে বাংলার নিজস্ব পরিচয় বদলে দিচ্ছে তৃণমূল। যদিও তৃণমূল পাল্টা জবাব দিয়েছে দ্রুত। তাদের দাবি, বিজেপিও তো আগে 'ইশতেহার' শব্দ ব্যবহার করেছে, এখন হঠাৎ এই সমালোচনা ভিত্তিহীন। গত ১৪ মার্চ ব্রিগেডের সভার প্রসঙ্গ টেনে মোদী এদিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, তৃণমূলের সিন্ডিকেট এখন ভয়ে কাঁপছে। তারা এবার বাংলা থেকে পালাবে। সব মিলিয়ে, কোচবিহারের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, এবারের লড়াইটা তিনি এক ইঞ্চিও জমি না ছেড়ে লড়তে প্রস্তুত। মোদীর এই কড়া বার্তার পর কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে শাসক-বিরোধীর রাজনৈতিক চাপানউতর যে আরও বাড়বে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে রবিবারের সভাতেই। প্রধানমন্ত্রীর এই আত্মবিশ্বাসী সুর রাজ্যের শাসকদলের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বৃত্ত। এখন দেখার, ব্যালট বাক্সে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন কতটা পড়ে। ছবি পিটিআই।

তীব্র আক্রমণ অভিষেকের

জার্সি বদলে বামেরা এখন রাম, উল্টো রথে বিদায় নেবে বিজেপি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রথে চড়ে এলেও শেষরক্ষা হবে না, বাংলা থেকে বিদায় নিতে হবে উল্টোরথে চেপেই। বিধানসভা নির্বাচনের উত্তপ্ত আবহে ঠিক এই ভাষাতেই বিজেপিকে বিঁধলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের রায়নার জনসভা থেকে একদিকে যেমন বাঙালির আবেগে শান দিলেন, তেমনই বিজেপি ও বামেদের এক আসনে বসিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, বহিরাগতরা ভোটের পরে উধাও হয়ে যাবে, কিন্তু মানুষের পাশে থাকবে তৃণমূলই। রায়নার মঞ্চ থেকে অভিষেক রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, 'রথে চেপে এসেছে এবং উল্টোরথে চেপে বিদায় নেবে।' তাঁর নিশানায় ছিল বিজেপির সুসজ্জিত প্রচারগাড়ি ও দিল্লির নেতাদের আনাগোনা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নাম না করে তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভোটের আগে এই ১৫ দিন যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে কাটাচ্ছেন, ৪ মে-র পরের দিনই তাঁরা এখান থেকে উধাও হয়ে যাবেন। পরের ভোট না আসা পর্যন্ত তাঁদের আর দেখাই পাওয়া যাবে না।' অভিষেকের দাবি, বিজেপি এসেছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে, কিন্তু বাংলার সম্প্রীতির কাছে তারা পরাস্ত হবে। তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতার বক্তব্যে উঠে আসে বাম জমানার প্রসঙ্গও। বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানেই সিপিএমের হার্মাদরাজ ফিরিয়ে আনা বলে তিনি ভোটারদের সতর্ক করেন। হিজলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদাহরণ টেনে অভিষেক বলেন, 'আমার মনে পড়ছে, সিপিএম-এর সেই নিপীড়ন ও অত্যাচারের কথা। সেই একই গুন্ডারা এখন শুধু তাদের জার্সি বদলে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে এবং ওরা এখন আবার সেই একই অন্ধকার দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে চায়।' তাঁর মতে, এসআইআর বা জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজেপি আসলে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার হরণ করতে চাইছে। উন্নয়ন ও বাঙালির আত্মসম্মানকেও হাতিয়ার করেছেন অভিষেক।

রায়নার বাসিন্দাদের হিমঘর ও দমকলকেন্দ্রের দাবি মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি আমাদের উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিতে ওদের হারানোর কথা দিচ্ছি, না হলে আমি আপনাদের আর মুখ দেখাব না।' বিজেপির রিপোর্ট কার্ড দাবি করে তাঁর কটাক্ষ, ধর্ম নিয়ে নয়, লড়াই হোক কাজের নিরিখে। অভিষেক বলেন, 'বিজেপি নেতাদের কাছে আমার অনুরোধ, ধর্মের ভিত্তিতে লড়াই করবেন না। আপনারা যদি লড়াই করতে চান, তবে মানুষের জন্য করা কাজের ভিত্তিতে লড়াই করুন।' বাঙালি সংস্কৃতি ও মনীষীদের অবমাননার অভিযোগ তুলে অভিষেকের তোপ, বিজেপি এসেছে বাংলা ও বাঙালির খাদ্যাভ্যাসকে খাটো করতে। সমাজমাধ্যমে তাঁর কড়া বার্তা, 'ওরা আমাদের মনীষীদের নিয়ে উপহাস করতে, আমাদের ভাষাকে অপমান করতে, আমাদের সংস্কৃতিকে খাটো করতে এবং আমাদের খাবারকে নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাতে এসেছে। ওরা চরম ঔদ্ধত্য নিয়ে এসেছে। কিন্তু মাথা নিচু করে, বশ্যতা স্বীকার করে ফিরে যাবে।' অভিষেকের সাফ কথা, লড়াইটা কেবল তৃণমূলের জয়ের নয়, মানুষের অধিকার রক্ষার। তৃণমূল হারলে অধিকার যাবে, জিতলে সুরক্ষিত থাকবে বাংলা।

প্রধানমন্ত্রীর সভায় নেই বাংলার 'পোস্টারবয়',নিশানায় অমিতাভ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের দামামা বাজার পর বাংলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম নির্বাচনী সভা। আর সেই হাইভোল্টেজ মঞ্চেই গরহাজির রাজ্য রাজনীতির অন্যতম 'পোস্টারবয়' শুভেন্দু অধিকারী। রবিবাসরীয় কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রীর সভায় বিরোধী দলনেতার এই অনুপস্থিতি ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বঙ্গ বিজেপির অন্দরের খবর, রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তীর দফতর থেকে 'আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ' না পাওয়ার কারণেই দূরত্ব বজায় রেখেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। প্রধানমন্ত্রীর সভামঞ্চে তাঁর নামে আসন নির্দিষ্ট থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেখানে শুভেন্দুর দেখা মেলেনি।

দলের প্রথা অনুযায়ী, বাংলায় বিজেপির অন্যতম প্রধান মুখ শুভেন্দু অধিকারী। নিয়ম বলছে, অবিজেপি শাসিত রাজ্যে সভার পোস্টার বা মঞ্চে রাজ্য সভাপতির সঙ্গে বিরোধী দলনেতার উপস্থিতি ও ছবি থাকা বাধ্যতামূলক। রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং শমীক ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকলেও দেখা যায়নি শুভেন্দুকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলের অন্দরে অমিতাভ চক্রবর্তীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ উঠেছে, সংগঠন সম্পাদকের 'গাফিলতি'র কারণেই এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

বিজেপি সূত্রের দাবি, এই ধরনের বড় কর্মসূচিতে শীর্ষ নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্ব থাকে সংগঠন সম্পাদকের দফতরের ওপর। শুভেন্দুর কাছে সেই আমন্ত্রণ পৌঁছয়নি বলেই খবর। শুভেন্দু নিজে অবশ্য এই বিষয়ে রা কাড়েননি। রবিবার তিনি নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র নন্দীগ্রামেই প্রচার এবং জনসংযোগ সেরেছেন। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তও এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে নারাজ। বিজেপির অন্দরে অমিতাভ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সমন্বয়ের অভাবের অভিযোগ এই প্রথম নয়। এর আগে মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় নেতা নিতিন নবীনের বৈঠকেও সুকান্ত মজুমদার এবং শান্তনু ঠাকুরের কাছে আমন্ত্রণ না পৌঁছনোর অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি আলিপুরদুয়ারের প্রার্থী মনোজ টিগ্গাকেও দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের খবর এত দেরিতে দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর পক্ষে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। মোদীর প্রথম সভাতেই শুভেন্দুর গরহাজিরা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। বিরোধীরা একে গোষ্ঠীকন্দল বললেও, বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে।

বাংলার ভোটে আসছে বিহার-ইউপি-র পুলিশ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে নিরাপত্তার কড়াকড়ি তুঙ্গে তুলতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, আসন্ন নির্বাচনে বুথ সামলাতে ভিন্ রাজ্য থেকে প্রায় ৩০ হাজার পুলিশকর্মী নিয়ে আসা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। জানা গিয়েছে, আগামী ১৩ এপ্রিল থেকেই এই বিশেষ বাহিনী রাজ্যে প্রবেশ শুরু করবে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলি থেকেই সবচেয়ে বড় পুলিশি বহর আসার কথা রয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, বিধানসভা ভোটে সব মিলিয়ে মোট ২,৪০০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। যার মধ্যে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রুটমার্চ এবং টহলদারির কাজ শুরু করে দিয়েছে। শান্তি রক্ষায় কেন্দ্রীয় জওয়ানেরা সক্রিয় থাকলেও বাড়তি সুরক্ষাবলয় হিসেবে দুই দফায় মোট ৩৪৮ কোম্পানি ভিন্ রাজ্যের পুলিশ আসছে। প্রতিটি কোম্পানিতে আধিকারিক ও কর্মী মিলিয়ে থাকছেন অন্তত ৭২ জন সদস্য। আগামী ১৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ৪৮ কোম্পানি পুলিশ রাজ্যে পা রাখবে। সেই তালিকায় থাকছে অসমের ২৫ কোম্পানি, হরিয়ানার ১৫ কোম্পানি এবং উত্তরাখণ্ডের ৮ কোম্পানি বাহিনী। তবে আসল তোড়জোড় শুরু হবে ১৭ এপ্রিল থেকে। ওইদিন একযোগে ৩০০ কোম্পানি ভিন্ রাজ্যের পুলিশ রাজ্যে ঢুকে পড়বে। এদের মধ্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ; প্রতিটি রাজ্য থেকেই আসছে ৪০ কোম্পানি করে পুলিশ। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড থেকে ২৮ এবং ছত্তীসগঢ় থেকে ২৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে।বিজেপি এবং অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে মিশিয়েই এই পুলিশ বাহিনী বাছাই করেছে কমিশন।

রাহুলের বিচার চাই ঃ মঙ্গল থেকে কর্মবিরতিতে শিল্পীরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শুটিং ফ্লোরে নিরাপত্তার অভাব আর সহ্য করা হবে না। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং কর্মস্থলের সুরক্ষার দাবিতে সরব হল গোটা টলিপাড়া। মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হতে চলেছে সমস্ত সিরিয়াল ও চলচ্চিত্রের শুটিং। টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োয় অভিনেতা ও কলাকুশলীদের যৌথ সংগঠনের মহাবৈঠকের পর এই চরম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। টলিউডের ইতিহাসে এই কর্মবিরতি এক নজিরবিহীন প্রতিবাদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। শনিবার অভিনেতা রাহুলের প্রয়াণের পর থেকেই টলিপাড়ার অন্দরে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি ফুটছিল। শিল্পী থেকে টেকনিশিয়ান; প্রত্যেকের মনে একটাই প্রশ্ন ছিল, কেন এই অকালমৃত্যু? রবিবার সন্ধ্যায় সেই ক্ষোভই একজোট হয়ে আছড়ে পড়ল সংগঠনের টেবিলে। আর্টিস্ট ফোরামের তরফে শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'গতকাল আমরা রিজেন্ট পার্ক থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলাম আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে। আমরা রাহুলের পরিবারের পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব।' তাঁর কথায় স্পষ্ট, কেবল শোক নয়, এবার লড়াই শুরু হল বাঁচার অধিকারের দাবিতে। আর্টিস্ট ফোরামের ৪০০০ সদস্য এবং ফেডারেশনের ৭০০০ টেকনিশিয়ান একযোগে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, এই লড়াই আসলে জীবন রক্ষার লড়াই। শিল্পীরা জানাচ্ছেন, শুটিংয়ের প্রয়োজনে তাঁদের নদী, পাহাড় বা গভীর জঙ্গলে যেতে হয়। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও ন্যূনতম সুরক্ষা নেই। শান্তিলালবাবুর কথায়, 'নিরাপত্তার জন্য এবং আমাদের সকলের জীবন রক্ষার জন্য এই লড়াই শুরু হল। আমাদের নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে।

৬
৬ এপ্রিল ২০২৬

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

বঙ্গবিজয়ের কর্মযজ্ঞ

আচ্ছা, আপনারা কে ক'জন রোহিঙ্গা দেখেছেন? শুনি এরা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গিজগিজ করছে; সারা বিশ্বে এদের যা অনুমিত জনসংখ্যা, তারও বেশি। হাজার হলেও এরা বিদেশি, সহজেই শনাক্ত হওয়া উচিত। এদের ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রামের ভাষার কিছু মিল আছে, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে দুর্বোধ্য হওয়ার কথা। কোন ম্যাজিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ অদৃশ্য হয়ে আছে? থাকে কোথায়, করে কী?২০১৭-য় রোহিঙ্গারা মায়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। আজও এদের প্রধান আশ্রয়স্থল চট্টগ্রাম অঞ্চলের ত্রাণশিবির। ভারতে এরা খ্যাতিলাভ করল বছর দুই আগে; ঠিক যখন কেন্দ্রীয় সরকার তথা শাসক দল বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হচ্ছে। বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ তো পুরনো কাসুন্দি, রোহিঙ্গা যোগে তার ঝাঁঝ ফেরানো গেল।অনুপ্রবেশ নিয়ে চর্চা এখন তুঙ্গে। গত স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর লাল কেল্লার ভাষণে তার উল্লেখ ছিল। তাঁর অনুগামী নিনাদবাহিনীর এটা আজ 'থিম সং', প্রধান আলোচ্য; শুধু বাংলায় নয়, সর্বত্র।ভোটগামী রাজ্যগুলির মধ্যে কেরল বা পুদুচেরিতে অনুপ্রবেশের সমস্যা নেই। তামিলনাড়ুতে ছিল শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের সময়, তার পাট মিটেছে। বাকি রইল অসম, ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গ। তিন রাজ্যেই অবাঞ্ছিত আগন্তুকেরা এক জাতির, এক ভাষাভাষী। উপরন্তু তাদের বড় অংশ এক বিরাগভাজন ধর্মাবলম্বী। এই রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশতত্ত্ব তাই ভোটের সহজলব্ধ হাতিয়ার।অন্যান্য রাজ্যবাসীও এই তত্ত্বের উপভোক্তা। বাঙালি ঘুসপেটিয়ার জুজু খাড়া করে দেশময় এক বিধ্বংসী বিদ্বেষ উস্কে দেওয়া হয়েছে, যার মাদকতায় মানুষকে একত্রিত করা যায়, রাজনৈতিক সুবিধা লোটা যায়। যূপকাষ্ঠে পোরা হয়েছে তাবৎ বঙ্গভাষীকে। কে পুবের কে পশ্চিমের, কে হিন্দু কে মুসলিম, অত সূক্ষ্ম বিচারে কে যাবে? সব বাঙালিই হয়ে উঠেছে সন্দেহ আর অপরত্বের শিকার, যদিও আক্রোশের কোপটা স্বভাবতই বেশি পড়ছে গরিব পরিযায়ী কর্মীদের উপর।অনুপ্রবেশ অবশ্যই ঘটেছে, দীর্ঘ দিন ধরে। প্রশ্ন হল, সংখ্যাটা কত? ২০২১-এ নির্ধারিত জনগণনা আজও শুরু হয়নি। গত বছর সংসদে পেশ করা তথ্য অনুসারে, ২০১৪ থেকে গত বারো বছরে বাংলাদেশ সীমান্তে ৮,৬৩২টি অনুপ্রবেশ আটকানো গেছে, বারো বছরে মোট ২১৪০৭ জন গ্রেফতার হয়েছে। কত জন ঢুকেছে, সেই সংখ্যা সত্যিই জনবিন্যাস পাল্টে দিতে পারে কি না, তার যথাযোগ্য সমীক্ষা হয়নি। ফলে ভীতি আর গুজবের রাজপথ খোলা।সামাজিক অনাচারের পিছনে কোনও-না-কোনও অজ্ঞতা কাজ করে। জনতাকে খেপিয়ে তুলতে নেতারা সেই অজ্ঞতাকে কাজে লাগান, লালন করেন। বাংলা ভাষা নিয়ে অনীহা ও অজ্ঞতা ভারত জুড়ে বর্তমান, যেমন অন্যান্যের ভাষা ও জীবন সম্বন্ধে বাঙালিদের মধ্যে। বহু লোকের ধারণা, বাংলা একান্ত ভাবে বাংলাদেশের ভাষা। শাসক দলের এক তাবড় নেতা অবিশ্বাস্য ভাবে সমাজমাধ্যমে লিখ লেন, পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভাষাই নেই, আছে কতক উপভাষা মাত্র। পড়ে আমরা শিক্ষিত বাঙালিরা বরাবরের মতো কিছু হাসাহাসি, মাতৃভাষার কিছু গুণকীর্তন কিছু পোশাকি আলোচনা করলাম। ভেবে দেখলাম না, এই ভুলের চাষ থেকে কী বিপুল রাজনৈতিক ফসল দলবিশেষের গোলাঘরে উঠল। তার সঙ্গে অবশ্যই যোগ হল মুসলিমবিদ্বেষ। কায়েম হল এই সর্বনাশা বিশ্বাস যে বঙ্গভাষী মাত্রেই বাংলাদেশি মুসলমান, ভারতে ঘুসপেটিয়া। শুধু ভিনরাজ্যবাসী কেন, এই অপতথ্যে যেটুকু সত্যের মিশেল আছে; সত্যিই তো সীমানা পেরিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটে; তার দোহাই পেড়ে আমরা উচ্চবর্গীয় হিন্দু বাঙালিরাও নিরুপদ্রব জীবন, রাজভক্তি, এবং অবশ্যই নিজেদের চোরা মুসলমান-বিদ্বেষ অক্ষুণ্ণ রাখলাম।চৈতন্য হল না তখনও, যখন দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলা বলার 'অপরাধ'-এ কিছু লোকের প্রাণ গেল, অসংখ্য মানুষ অত্যাচারিত হলেন এক দিকে সেই রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন, অপর দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বাহিনীর হাতে। ভয়ে রুটি-রুজি ছেড়ে পালিয়ে এলেন আরও বেশি লোক। তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় কিছু বাংলাদেশি ছিলেন, হয়তো রোহিঙ্গাও; কিন্তু যে কয়েকটা সংখ্যা পাওয়া যায়, তাতে স্পষ্ট যে অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গবাসী ভারতীয় নাগরিক। আর হ্যাঁ, একটা বড় অংশ মুসলমান।একটা প্রত্যুত্তর প্রায়ই শোনা যায় রাজ্যের আর্থিক হাল এত খারাপ না হলে এই লোকগুলি ভিনরাজ্যে যেতেই হত না। কথাটা আংশিক সত্য কিন্তু এ প্রসঙ্গে অবান্তর। ভারতের যে-কোনও নাগরিকের দেশের যে-কোনও প্রান্তে বসবাস ও জীবিকা অর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।সেই অধিকার ভূলুণ্ঠিত করে দেশ জুড়ে পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকদের যারপরনাই হেনস্থা ও অপমান করা হয়েছে। তাঁরা নাগরিকত্বের নানা শংসাপত্র দাখিল করেছেন, কর্তৃপক্ষ সেগুলির তোয়াক্কা করেননি। স্থানীয় দুর্বৃত্তের দল বসতি থেকে উচ্ছেদ করেছে, বাড়িওয়ালা ও নিয়োগকর্তাদের শাসিয়েছে বাঙালিদের ঠাঁই না-দিতে। চূড়ান্ত পর্যায়ে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিস্ময়কর নির্দেশবলে বাংলাদেশি সাব্যস্ত করে রাতারাতি সীমানার ওপারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে; দেশবাসী নির্বিকার থেকেছে।

লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি মুসলিম খেদাও অভিযানের হাতিয়ার

লিখেছেন সুমন কল্যাণ মৌলিক

আজ যারা বৈধ ভোটারদের আন্দোলনে দেশদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছেন তারা কিন্তু লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির অসঙ্গতি নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলছেন না। তারা যদি সত্যি গণতান্ত্রিক মূলবোধে বিশ্বাসী হতেন তাহলে অবশ্যই প্রশ্নগুলো তুলতেন। প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যাবে না বরং তার সামনে ট্রাইবুনালের গাজর ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। আজ পর্যন্ত কিভাবে ট্রাইবুনাল কাজ করবে, এত কম সময়ের মধ্যে কিভাবে শুনানী সম্ভব -- এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায় নি। কাগুজে ডিগ্রিধারী,ফেসবুকে অগ্নিবর্ষী, মধ্যবিত্ত বাবুদের ভীষণ লজ্জা হয়েছে। কারণ মালদহ জেলার মোথাবাড়ীতে মানুষ বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্বেও বাস্তবে ভোটাধিকার হারানো এবং নাগরিকত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করছিলেন।বাবুরা যেহেতু এখন লজ্জার মধ্যে আছেন তাই জিজ্ঞেস করা যাচ্ছে না যে কখ ন থেকে ধরণা,অবরোধ, ধর্মঘট ভারতীয় সংবিধানে বেআইনি বলে চিহ্নিত হল! আর যখন মানুষের সব আশা হারিয়ে যায়, লজিক্যাল ডিসক্রেপিন্সি, অ্যাডযুডিকেশন, ট্রাইবুনাল ইত্যাদি হাজার প্যাঁচপয়জারের ফাঁসে হাজার হাজার মানুষ দিশেহারা,যখন সমস্ত ভোটবাজ দল এই অন্যায়ের প্রতীকি প্রতিবাদ করে গণতন্ত্রের মহান উৎসব সফল করতে জানপ্রাণ কবুল করে তখন ক্ষোভের আগুনে ফেটে পড়া ছাড়া আর কি থাকতে পারে এক অসহায় নাগরিকের কাছে! আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে বলে যারা ভীষণ রকম চিন্তিত তাদের লজ্জা কোথায় থাকে যখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলে এবছর ভোট দিতে না পারলেও ভোটাধিকার যাবে না! আদালত যখন দিল্লির শাসকদের ভাষায় এ রাজ্যের মানুষদের রাজনৈতিক মেরুকরণের দায়ে অভিযুক্ত করে তখন কোথায় থাকে বাবুদের গণতান্ত্রিক বিবেক! কেন বাংলাতেই লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি(যৌক্তিক অসঙ্গতি) চালু হল তার উত্তর চাওয়ার দায় আজ বাবুদের নেই! নির্বাচন কমিশনের অস্বচ্ছ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজকর্মের আপাতগ্রাহ্য প্রমাণ পেয়ে যখন সর্বোচ্চ আদালত মুখ আর মুখে াশের গল্পটা বজায় রাখতে বিচারবিভাগের হাতে ৬০ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তখন তো বাবুদের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ফেটে পড়তে দেখি না! বাবুরা ত্রিকালদর্শী তাই তারা জমায়েতের ছবি দেখে তার পেছনে লুকিয়ে থাকা জেহাদি চক্রান্তের ছবি দেখতে পান কিন্তু কেন বুথের পর বুথ ধরে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ হয়ে যাচ্ছে, তার রহস্য উদ্ধারের কোন দায় তাদের নেই।আজ একথা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে পশ্চিমবঙ্গে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হল একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (পড়ুন মুসলমান) মানুষদের গণ হারে বাদ দেওয়া। এস আই আরের প্রথম পর্বে যখন দেখা গেল মুসলমান অধ্যুষিত মালদা ও মুর্শিদাবাদের| বিভিন্ন বিধানসভার কেন্দ্রগুলোতে আনম্যাপড ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কম এবং এক কোটি রোহিঙ্গার গল্প নিছকই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক প্রচার তখন কৌশল বদল করে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নামে হাজার হাজার ভোটারকে বিচারাধীন ভোটার হিসাবে দেগে দেওয়া হল। তাদের বক্তব্য পেশের কোন সুযোগ না দিয়ে,ন্যায় বিচারের সাধারণ শর্তগুলোকে পদদলিত করে এবং কোন কারণ না দর্শিয়ে রায় ঘোষণা হয়ে গেল।অথচ আজ পর্যন্ত লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির কোন গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা কমিশন উপস্থিত করতে পারে নি।এই আগ্রাসী কার্যকলাপের পরিধি এতটাই বিস্তৃত যে আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি,সরকারি অফিসার,নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক থেকে আম আদমি কেউ এর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না।কেন আমরা গণহারে নাম ছাটাইয়ের অভিযোগ তুলছি তার স্বপক্ষে দিস্তে দিস্তে নথি দেওয়া যায়।সাম্প্রতিক বিক্ষোভের কেন্দ্র মোথাবাড়িতে বিচারাধীন ছিলেন ৭৯, ৬৮৩।এর মধ্যে ৭৪ নম্বর বুথে ৫৭৭ জনের নাম তালিকায় ছিল।এর মধ্যে একজন হলেন তৃনমূল প্রার্থী নজরুল ইসলাম।সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে দেখা গেছে ঐ নজরুল ইসলাম বাদে বাকি সমস্ত নাম বাদ পড়ে গেছে।ঐ বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫১ নম্বর বুথে ৭০৪ জন বিচারাধীন মুসলিম ভোটারের মধ্যে বাদ গেছেন ৫৫৫ জন।পাশের বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৭৮২ জনের মধ্যে বাদ গেছেন ৭৬০ জন।মালদার সুজাপুরে বিচারাধীন ১,৩৪,৫২১ (৫২.৫০)।সাপ্লিমেন্টারী লিস্টের হিসাব অনুযায়ী বাদ যাবেন ৩০,০০০ ভোটার। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে বিচারাধীন ১,১৫, ০৮৭ (৪৫.৯০শতাংশ),বাদ পড়তে চলেছেন ৩০,০০০। লালগোলা বিধানসভা কেন্দ্র (মুর্শিদাবাদ) বিভিন্ন বুথে মুসলিম বিচারাধীন ভোটারদের নাম বাদের গড় ৯০শতাংশ।ঐ জেলারই বহু আলোচিত সামসেরগঞ্জের ৯৭, ৯৮ ,৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩ ও ১০৪ নম্বর বুথে বিচারাধীন ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার শতকরা হার যথাক্রমে ৯৩.৮শতাংশ, ৯৩.৫শতাংশ, ৯৪.৪শতাংশ, ৯৪.২শতাংশ, ৯৭.৪শতাংশ, ৯৪.৭শতাংশ, ৯৭.৪শতাংশ, ৯৮. ২ শতাংশ। এই সমস্ত তথ্য এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী।আজ যারা বৈধ ভোটারদের আন্দোলনে দেশদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছেন তারা কিন্তু লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির অসঙ্গতি নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলছেন না। তারা যদি সত্যি গণতান্ত্রিক মূলবোধে বিশ্বাসী হতেন তাহলে অবশ্যই নিচের প্রশ্নগুলো তুলতেন

কমিশন বলেছিল ২০০২ সালের ভিত্তিবর্ষের সাথে ম্যাপিং থাকলে তার নাম বাদ যাবে না। তাহলে হাজার হাজার মানুষের নাম বাদ যাচ্ছে কেন?

একই পরিবারের মা/ বাবার নাম ভোটার তালিকায় আছে অথচ ছেলে/ মেয়ের নাম বাদ গেল কেন?

একই পরিবারের পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনজনের নাম ভোটার তালিকায় আছে অথচ দুজন বাদ, কেন?

২০০২ সাল থেকে পাসপোর্ট আছে এমন লোকের নাম বাদ কেন?

মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট জমা দেওয়া সত্বেও কেন তালিকায় নাম থাকবে না?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যাবে না বরং তার সামনে ট্রাইবুনালের গাজর ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। আজ পর্যন্ত কিভাবে ট্রাইবুনাল কাজ করবে,এত কম সময়ের মধ্যে কিভাবে শুনানী সম্ভব -- এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যায় নি।পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে অহরহ বিজ্ঞাপিত এদেশে নাগরিকদের উপর একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের এইরকম নির্যাতন আগে কখনো এদেশের মানুষ দেখে নি।

আজ মোথাবাড়ি সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার রক্ষার আন্দোলনে পথে নেমেছে।এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে অনিবার্য ছিল।কোন রাজনৈতিক দল (ডান বা বাম) আগে ভোটার পরে ভোট-- এই লক্ষ্যে তাদের আন্দোলন পরিচালিত করে নি।অধিকার হারানো মানুষ দেখেছে ৬০ লক্ষ মানুষকে বিচারাধীন রেখে যখন রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেল তখন এক মুহূর্ত দেরি না করে সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিল। বিজেপির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা পূরণ করতে দলদাস নির্বাচন কমিশন সক্রিয় কিন্তু যারা বিজেপির বিরোধী তাদের বিরোধিতা নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল।আজ যদি বিজেপি বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল বৈধ ভোটারদের তালিকায় ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে ছবিটা অন্য রকম হতে পারত।আজ নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশের নীরবতা ও কমিশনের কাজকর্মের প্রতি প্রশ্নহীন সমর্থন নাম বাদ পড়া মানুষগুলোকে অসহায় করে তুলেছে।হিটলারের নাৎসী জমানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে জার্মানির বৌদ্ধিক সমাজের নীরব সমর্থন ছিল।সেই সমর্থনের পরিণতি কি হয়েছিল তা সবার জানা।আজকের ভারত সেই একই সংকটকালে উপনীত। সৌ ঃ সহমন।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-04-2026 04:20 Page 4

লক্ষ্মীর ভান্ডার নেই বাম ইস্তাহারে
তুরুপের তাস সেই স্থায়ী চাকরী

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রকাশিত হল বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার। প্রত্যাশামতোই তৃণমূলের 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর পাল্টা কোনও সরাসরি মাসিক অনুদান প্রকল্পের পথে হাঁটেনি আলিমুদ্দিন। বরং বামেদের মূল হাতিয়ার এখ ন কর্মসংস্থান। ফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতায় এলে প্রতিটি পরিবার পিছু অন্তত একজনের স্থায়ী চাকরির সংস্থান করবে সরকার। সেই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা বেকার ভাতার নাম বদলে বরাদ্দ বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে বামেদের এই ভোট-দলিলে।

প্রতিবেদনের শুরুতেই বলে রাখা ভালো, এবারের নির্বাচনে বামেদের ইস্তাহারে নারী নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লক্ষ্মীর ভান্ডারের ধাঁচে নগদ বিলি করে মহিলা ভোট টানার চিরাচরিত কৌশলের বদলে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার দিশা দেখ াতে চাইছে বামফ্রন্ট। ইস্তাহারে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যে ২০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা হবে। আরজি কর থেকে তমান্না; রাজ্যের সমস্ত নির্যাতিতা যাতে বিচার পান, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলায় পুলিশের একটি নিজস্ব ও স্বশাসিত বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে বামেদের। বেকারদের জন্য বামেদের তুরুপের তাস 'নেতাজি সুভাষ যুবসেবক প্রকল্প'। বর্তমানে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকারদের জন্য রাজ্য সরকার মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা দিচ্ছে। বামেরা ক্ষমতায় এলে সেই নাম বদলে মাসিক ২০০০ টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে এই টাকা কেবল সমাজসেবা, উৎপাদনমুখী বা উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত যুবকদেরই দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে 'কর্মভূমি পোর্টাল'। পাশাপাশি সরকারি শূন্যপদ পূরণ এবং প্রত্যেক নিবন্ধিত বেকারকে অন্তত দু'টি চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার কথা বলেছে ফ্রন্ট। নিয়োগে স্বচ্ছতা আনাই এখন বামেদের বড় চ্যালেঞ্জ। শিল্প ও কৃষির মেলবন্ধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এই ইস্তাহারে। বন্ধ কারখানা এবং তালাবন্ধ চা-বাগান খোলার পাশাপাশি রাজ্যে ভারী ও মাঝারি শিল্প ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বিনিয়োগের উদ্যোগ নেবে বামফ্রন্ট। ১০০ দিনের কাজের পরিধি বাড়িয়ে গ্রামে ২০০ দিন এবং শহরে ১২০ দিন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার কথা রয়েছে এই ইস্তাহারে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতেও বড়সড় সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছে বামেরা। ইস্তাহার অনুযায়ী, রাজ্য বাজেটের ২০ শতাংশ ব্যয় করা হবে কেবল শিক্ষার উন্নতির জন্য। স্নাতক স্তর পর্যন্ত টিউশন ফি মকুবের পাশাপাশি স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাসরুম এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে সরকার আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করবে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য 'স্বাস্থ্য সেবা' প্রকল্পের পাশাপাশি দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মাসিক ৬০০০ টাকা বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। সামাজিক সুরক্ষা বলয় আরও মজবুত করতে চায় তারা।ভোটের বাজারে যেখানে বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যও এখন 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর অনুকরণে প্রকল্প চালাচ্ছে, সেখ ানে দাঁড়িয়ে বামেদের এই 'স্থায়ী কাজ' ও 'শিল্পায়ন'-এর ডাক কতটা জনমোহিনী হয়, সেটাই এখন দেখার। এককথায়, নগদ অনুদান বনাম স্থায়ী রুটিরুজির লড়াইকেই সামনে আনল এবারের বাম ইস্তাহার। গত কয়েক বছরে রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামো যেভাবে ভেঙে পড়েছে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে বামেদের এই ইস্তাহার একটি বড় দিশা হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।আগামী দিনে এই ইস্তাহারকে হাতিয়ার করেই গ্রাম থেকে শহর; সর্বত্র প্রচারে নামবে বাম কর্মীরা। কর্মসংস্থান এবং স্বচ্ছ নিয়োগের যে হাহাকার রাজ্যে তৈরি হয়েছে, তাকেই ভোটের ময়দানে ক্যাপিটালাইজ করতে চাইছে আলিমুদ্দিন। মানুষের হাতে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেওয়ার বদলে তাঁদের স্বাবলম্বী করার যে বার্তা বামেরা দিচ্ছে, তার ফল ইভিএমে কতটা প্রতিফলিত হয়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

রাজ্য রাজনীতির এই নতুন সমীকরণে বামেদের প্রত্যাবর্তন ঘটে কি না, তার উত্তর দেবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। তবে এদিনের ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বামেদের আত্মবিশ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণমূল এবং বিজেপি; উভয় পক্ষকেই কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছে তারা। একুশের নির্বাচনের পর থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়া বাম শিবির এই ইস্তাহারের মাধ্যমেই ফের একবার মূল ধারার রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে চাইছে। প্রতিটি লাইনে ছিল পরিবর্তনের ডাক। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির যে লম্বা ফিরিস্তি তারা দিয়েছে, তা সাধারণ মানুষের মনে কতটা রেখ াপাত করে, এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। শিল্প ও বাণিজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনাই এখন বামেদের প্রধান লক্ষ্য।

বঙ্গ ভোটে পদ্মের তারকা প্রচারক

মোদি-শাহের সঙ্গেই প্রচারে সাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও হেমা-কঙ্গনা

নয়া জামানা, কলকাতা বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে জয় পেতে এবার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজেপি। দিল্লির নেতাদের 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' নিয়ে তৃণমূলের কটাক্ষের মাঝেই ৪০ জন তারকা প্রচারকের হাইভোল্টেজ তালিকা প্রকাশ করল গেরুয়া শিবির। লক্ষ্য একটাই; ছাব্বিশের ভোটে বাংলার মসনদ দখল। এই তালিকায় একদিকে যেমন রয়েছেন খোদ নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ, তেমনই রয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ থেকে কঙ্গনা রানাউতের মতো একঝাঁক মহাতারকা। রাজনৈতিক মহলের মতে, সাংগঠনিক দুর্বলতা ঢাকতে এবং 'ডু অর ডাই' লড়াইয়ে জিততেই ভিনরাজ্যের সেনাপতিদের ওপর এতটা ভরসা করছে পদ্মশিবির। রবিবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত এই তালিকায় প্রত্যাশিতভাবেই শীর্ষে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভোট ঘোষণার পর থেকেই তাঁরা বাংলায় আনাগোনা শুরু করেছেন। তালিকায় নাম রয়েছে নীতীন নবীন, রাজনাথ সিং, নীতীন গডকড়ি এবং জেপি নাড্ডার।

এছাড়াও দিল্লি থেকে আসছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, রেখা গুপ্তা, দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ, শিবরাজ সিং চৌহান ও অশ্বিনী বৈষ্ণব। স্মৃতি ইরানি, অনুরাগ ঠাকুর, অন্নপূর্ণা দেবী ও অর্জুন মুন্ডাও থাকছেন এই হাইপ্রোফাইল তালিকায়। বিজেপির এই তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি বাংলার ভোট ময়দানে নামানো হচ্ছে।

ওড়িশার মোহনচরণ মাঝি থেকে ত্রিপুরার মাণিক সাহা; বাদ যাননি কেউ। থাকছেন বাবুলাল মারান্ডি, সম্রাট চৌধুরী, ভূপেন্দ্র যাদব, সুনীল বনশাল, বিপ্লবকুমার দেব এবং অমিত মালব্যও। গ্ল্যামারের ঝিলিক দিতে থাকছেন কঙ্গনা রানাউত, হেমা মালিনী, মনোজ তিওয়ারি ও মিঠুন চক্রবর্তী। খেলার মাঠ থেকে প্রচারের পিচে দেখা যাবে লিয়েন্ডার পেজকেও। বাংলা থেকে অবশ্য শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী ও শান্তনু ঠাকুরের মতো পরিচিত মুখ দের ওপর ভরসা রাখা হয়েছে। তালিকায় আছেন রাজু বিস্তা, জয়ন্তকুমার রায় ও বিজন গোস্বামীও।

তবে ভিনরাজ্যের নেতাদের এই ভিড় নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধী শিবির। তাঁদের দাবি, বাংলায় সংগঠনের কঙ্কালসার অবস্থা ঢাকতেই এই আয়োজন। যদিও বিজেপি মনে করছে, হেভিওয়েটদের উপস্থিতিতেই আসবে সাফল্য। এই বিশাল বাহিনী আদৌ পদ্ম ফোটাতে পারবে কি না, তার উত্তর মিলবে আগামী ৪ মে।

পলাতক সোনা পাপ্পুর খোঁজে ইডি, কমিশনের কোপে কসবার ওসি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বালিগঞ্জের ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বাড়িতে তল্লাশির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কড়া পদক্ষেপ করল ইডি ও নির্বাচন কমিশন। গত বুধবার সাতসকালে বালিগঞ্জের ফার্ন রোডের বাড়িতে হানা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, নগদ ২ কোটি টাকা এবং একাধিক দামী গাড়ির হদিস পান কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা। সেই তল্লাশির সূত্র ধরেই আগামী সপ্তাহে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে সোনা পাপ্পুকে। অন্যদিকে, সক্রিয় অপরাধীদের তালিকায় এই ব্যবসায়ীর নাম না থাকায় নির্বাচন কমিশনের কোপে পড়লেন কসবা থানার ওসি। দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগে তাঁকে সাসপেন্ড করল কমিশন। গত বুধবার ইডি যখন তাঁর বাড়িতে ঢোকে, তখন সেখানে ছিলেন না পাপ্পু। ইডি সূত্রের দাবি, তল্লাশিতে প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকার পাশাপাশি মেলা সম্পত্তির নথি থেকে স্পষ্ট যে কসবা ও বালিগঞ্জ এলাকায় বিশাল সিন্ডিকেট রাজ চালাতেন এই ব্যবসায়ী। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও হুমকির একাধিক এফআইআর রয়েছে। সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষেও নাম জড়িয়েছিল তাঁর। গোলপার্কের সেই ঘটনায় পুলিশ তাঁকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। ইডি মনে করছে, এই বিপুল সম্পত্তির উৎস সন্ধানে তাঁকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা প্রয়োজন। যদিও তিনি আদৌ হাজিরা দেবেন কি না, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। ভোটের মুখে সোনা পাপ্পুকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। বিরোধীদের দাবি, দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস কুমার এবং এক মেয়র পারিষদের 'ঘনিষ্ঠ' হলেন এই পাপ্পু। তৃণমূলের একাংশ এই দাবি অস্বীকার করলেও ঘটনাচক্রে জমি সংক্রান্ত মামলায় দেবাশিস কুমারকেও আগে তলব করেছিল ইডি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, দক্ষিণ কলকাতার অপরাধ জগতের এক বড় নাম এই সোনা পাপ্পু। পাপ্পুর এই বাড়বাড়ন্ত নিয়ে এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। নিয়ম অনুযায়ী, ভোটের আগে পলাতক ও ঘোষিত অপরাধীদের তালিকা তৈরির নির্দেশ ছিল সব থানার ওসিদের ওপর। কিন্তু সেই তালিকায় পাপ্পুর নাম কেন ছিল না, তা নিয়ে কড়া অবস্থান নিল কমিশন। জামিন অযোগ্য পরোয়ানা কার্যকর না করা এবং অপরাধী চিহ্নিতকরণে ব্যর্থতার দায়ে কসবা থানার ওসি-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, দশ দিনের বেশি কোনও পরোয়ানা ঝুলিয়ে রাখা যাবে না এবং অবিলম্বে পলাতক দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারে বিশেষ অভিযান চালাতে হবে। দক্ষিণ কলকাতার দাপুটে এই ব্যবসায়ীর রাজনৈতিক ছায়া ও প্রশাসনিক উদাসীনতা এখন ইডি এবং কমিশন; দুই সংস্থারই নজরে।

ববি'র গড়ে প্রার্থীহীন বিজেপি,
বিষ্ণুপুরে বদলের হ্যাটট্রিক

নয়া জামানা, কলকাতা বিধানসভা যুদ্ধের শেষলগ্নে পৌঁছেও খাস কলকাতায় ফিরহাদ হাকিমের দুর্ভেদ্য গড়ে সেনাপতি খুঁজে পেল না বিজেপি। শনিবার আরও ৫ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল পদ্ম শিবির। তবে উত্তর মেলেনি একটাই প্রশ্নের; কলকাতা বন্দরে 'ববি'-র বিরুদ্ধে লড়বেন কে? এই একটি আসন বাদ দিয়ে রাজ্যের ২৯২টি আসনেই নাম চূড়ান্ত করে ফেলল বিজেপি। টিকিট না মেলায় কোপ পড়ল কল্যাণীর বিদায়ী বিধায়ক অম্বিকা রায়ের ওপর। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে প্রার্থী বদলের হ্যাটট্রিক করে কার্যত নজির গড়ল গেরুয়া শিবির। বিজেপি সূত্রে খবর, কলকাতা বন্দর আসনটি নিয়ে এখ নও দড়িটানাটানি চলছে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, জেলবন্দি রাকেশ সিংয়ের মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে দল। তিনি মুক্তি পেলে তাঁকেই ফিরহাদের বিরুদ্ধে তুরুপের তাস করতে চায় বঙ্গ বিজেপি। ফলে ২৯৪ আসনের মধ্যে ২৯২টিতে নাম ঘোষণা হলেও বন্দর নিয়ে রহস্য জিইয়ে রাখল তারা। বাঁকুড়ার জয়পুর আসনটি আগেই আদিবাসী কুড়মি সমাজকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী হচ্ছেন অজিত মাহাতোর ছেলে বিশ্বজিৎ মাহাতো। এদিন তালিকায়

সবচেয়ে বড় চমক নদিয়ার কল্যাণী। বিদায়ী বিধায়ক অম্বিকা রায়ের বিরুদ্ধে এইমসে দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ভুরি ভুরি অভিযোগ ছিল। এমনকি সল্টলেকের দলীয় দপ্তরে তাঁকে প্রার্থী না করার দাবিতে বিক্ষোভও হয়। শেষ পর্যন্ত জনরোষের কথা মাথায় রেখে অম্বিকাকে ছেঁটে ফেলে অনুপম বিশ্বাসকে টিকিট দিল দল। মুকুল রায়ের প্রয়াণে খালি হওয়া কৃষ্ণনগর উত্তর আসনে এবার পদ্ম চিহ্নে লড়বেন তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়াও দমদম উত্তরে প্রয়াত তপন শিকদারের ভাইপো সৌরভ শিকদার, মধ্যমগ্রামে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উলুবেড়িয়া পূর্বে রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়েছে। তবে বিষ্ণুপুর আসনটি নিয়ে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। এই নিয়ে মোট তিনবার সেখানে প্রার্থী বদল করা হল। প্রথমে নাম ছিল অগ্নিশ্বর নস্করের। পরে তড়িঘড়ি বিশ্বজিৎ খাঁকে প্রার্থী করা হলেও দেখা যায় সংরক্ষিত আসনে লড়াই করার মতো প্রয়োজনীয় শংসাপত্র তাঁর নেই। শেষমেশ তৃতিয়বার সেখানে অভিজিৎ সর্দারকে বেছে নিল দল। এ ছাড়াও প্রার্থী বদল হয়েছে বসিরহাট উত্তর ও বেহালা পূর্বে।

বসিরহাট উত্তরে কৌশিক সিদ্ধার্থ এবং বেহালা পূর্বে শঙ্কর শিকদারকে নতুন মুখ হিসেবে আনা হয়েছে। দফায় দফায় তালিকা ঘোষণা আর বারবার প্রার্থী বদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠলেও, বিজেপি নেতৃত্ব একে রণকৌশলের অংশ হিসেবেই দেখছে।

এখন দেখার, শেষ মুহূর্তে বন্দরের জট কাটিয়ে কাকে ময়দানে নামায় পদ্ম শিবির।

কমিশনে নালিশ
কল্যাণের বেলাগাম' মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বিজেপি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আবারও বেফাঁস মন্তব্য করে আইনি প্যাঁচে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশে কুরুচিকর ও প্ররোচনামূলক শব্দ ব্যবহারের অভিযোগে এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। রবিবার কমিশনের কাছে এই মর্মে কড়া চিঠি দিয়েছেন বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া। পদ্ম শিবিরের দাবি, নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করে কল্যাণবাবু যে ধরনের মন্তব্য করেছেন, তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হোক। সম্প্রতি প্রচারে বেরিয়ে মেজাজ হারান কল্যাণ। অমিত শাহকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, '৪ মে আপনাকে সবুজ আবির মাখাব। ১৫ দিন কেন, ১৫ মাস থাকুন। আপনার দাদাগিরি খতম করে দেব।' এই বক্তব্যের রেশ টেনেই তিনি আরও কিছু শব্দ ব্যবহার করেন, যাকে রাজনৈতিক পরিভাষায় 'অশ্লীল' এবং 'অবমাননাকর' বলে দাবি করেছে বিজেপি। সংশ্লিষ্ট ভিডিওর লিঙ্কসহ চিঠিতে বিজেপি জানিয়েছে, দেশের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি এমন ভাষা তৃণমূলের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকেই তুলে ধরছে। বিজেপির অভিযোগ, এই ধরনের মন্তব্য এলাকায় হিংসা ও উস্কানি ছড়াতে পারে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, অবিলম্বে ওই ভিডিওটি সেন্সর করতে হবে এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতাদের এই ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হবে।

নির্বাচনের আবহে কল্যাণের এই 'বেলাগাম' মন্তব্যকে ঘিরে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। জনসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর এমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গি ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিজেপি। কমিশন এখন এই অভিযোগের ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ভাগাড়ে সুরক্ষাহীন সাফাই-কর্মী,
প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ খোলা আকাশের নিচে বিষাক্ত গ্যাসের কুণ্ডলী। পায়ের নিচে আবর্জনার পাহাড় থেকে চুইয়ে বেরোচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক। এই নরককুণ্ডেই দিনরাত কাজ করছেন একদল মানুষ। অথচ যাঁদের সুরক্ষায় পদক্ষেপ করার কথা, সেই পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর মুখে কুলুপ এঁটেছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকারের এই উদাসীনতায় এবার চরম ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট।

আদালত সূত্রের খবর, ভাগাড়ে কর্মরত 'সাফাই-সাথীদের' জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত একটি মামলা করেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়েছিল, 'ডাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রবেশের ক্ষেত্রে সাফাই,সাথীদের জীবনের ঝুঁকির বিষয়টি কোনও ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।' কিন্তু আদালতের নির্দেশ আর বাস্তবের ছবির মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সম্প্রতি হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানিয়েছে, এসওপি বা নির্দেশিকা চালুর জন্য বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও পুর দপ্তর কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।পর্ষদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্বরূপকুমার মণ্ডলের দাবি, গত ২০ ফেব্রুয়ারি ফের রিমাইন্ডার পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অভিযোগ, ধাপা থেকে বেলঘরিয়া; সর্বত্রই একই ছবি। নেই জুতো, নেই মাস্ক বা গ্লাভস। মহিলারা খালি হাতেই নাড়ছেন বিপজ্জনক বর্জ্য। মিথেন গ্যাসের ধোঁয়ায় নিশ্বাস নেওয়াই দায়। সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয় হলো, অনেক কর্মী নিজেদের শিশুসন্তানদেরও এই বিপজ্জনক এলাকায় নিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে খুদেরাও মা-বাবাকে আবর্জনা সরাতে সাহায্য করছে।পরিস্থিতি সামাল দিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ একটি খ সড়া নির্দেশিকা তৈরি করেছে। সেখানে সাফ জানানো হয়েছে, শিশুদের কোনও ভাবেই ভাগাড়ে ঢোকানো যাবে না। কর্মীদের নাম নথিভুক্ত করা থেকে শুরু করে তাঁদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম, টুপি, পা ঢাকা জুতো ও মাস্ক দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতি ছ'মাস অন্তর অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে ওই খসড়ায়। মামলার পরবর্তী শুনানিতে এই গাফিলতির জন্য আদালত কী কড়া পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল। সুভাষ দত্তর কথায়, প্রশাসনের এই ঢিলেমি সাধারণ মানুষের জীবনের অধিকারকেই লঙ্ঘন করছে।

টিকিট না-পেয়ে 'হাত' ধরলেন মনিরুল

নয়া জামানা, ফরাক্কা ঃ শেষ মুহূর্তে নাটকীয় পটপরিবর্তন মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায়। শাসকদলের টিকিট না-পেয়ে শেষ পর্যন্ত 'হাত' শিবিরের হাত ধরলেন বিদায়ী বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। শনিবার কংগ্রেসের প্রতীকেই নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তিনি। ফলে ভোটের মুখে ফরাক্কা বিধানসভায় সমীকরণ কার্যত ওলটপালট হয়ে গেল। রাজনৈতিক মহলে প্রবল গুঞ্জন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর সবুজ সংকেত মেলাতেই এই ভোলবদল। ফরাক্কায় কংগ্রেসের আদি প্রার্থী মোহতাব শেখকে নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ায় মনিরুলকে সামনে রেখে 'তুরুপের তাস' চালল

কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, মোহতাবের নাম অতিরিক্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। পরিবারের সকলের নাম থাকলেও তাঁর নাম কেন নেই, সেই প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে এই সমস্যার নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি শেষ পর্যন্ত মোহতাবের নাম ভোটার তালিকায় না ফেরে, তবে মনিরুলই হবেন ফরাক্কায় কংগ্রেসের বাজি। শনিবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর মনিরুল ইসলাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ময়দান ছাড়ার পাত্র তিনি নন। তিনি জানান, 'একটা দলের প্রয়াস চলছে। না পেলে নির্দল হিসেবেই লড়ব।' সেই সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, 'জনগণের হয়ে কাজ করব। বাকি থাকা কাজ সম্পূর্ণ করব।'

মনিরুলের দাবি, তিনি নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং সাধারণ মানুষের দাবিতেই এই লড়াইয়ে নেমেছেন। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'এসআইআর-এর প্রতিবাদীমুখ হতে গিয়ে কোনও লোক হয়ত আমাকে ভাল ভাবে নেয়নি।'

সোমবারের আগে ফরাক্কার এই জট কাটার সম্ভাবনা কম। দলবদল আর আইনি লড়াইয়ের মাঝে আপাতত ফরাক্কার দখল কার হাতে থাকে, সেই চর্চায় সরগরম মুর্শিদাবাদ। মনিরুল কংগ্রেসের টিকিট পান নাকি নির্দল হিসেবেই লড়েন, নজর এখন সেদিকেই।

৬ এপ্রিল ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

মোদীর কনভয়ের সামনে শুয়ে পড়ল যুবক!

কোচবিহারে প্রশ্নের মুখে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রদীপ কুন্ডু ।। নয়া জামানা ।। কোচবিহার

রবিবার কোচবিহারে নরেন্দ্র মোদী-র জনসভাকে ঘিরে ঘটে গেল এক চরম উদ্বেগজনক ঘটনা, যা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। কোচবিহার পুলিশ লাইনের সামনে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় সভাস্থলের দিকে এগোনোর সময়, আচমকাই এক যুবক কনভয়ের সামনে শুয়ে পড়ে প্রণাম করেন। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম অসীম সরকার।

তিনি আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা থানার চুয়াখোলা এলাকার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, প্রধানমন্ত্রীকে প্রণাম করার উদ্দেশ্যেই ওই যুবক এমন কাণ্ড ঘটান। তবে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মনেও বড় প্রশ্ন;এত কড়া নিরাপত্তা বলয় থাকা সত্ত্বেও কীভাবে একজন ব্যক্তি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে পৌঁছে যেতে পারলেন? ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তৎপর হয়ে ওঠে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)। মুহূর্তের মধ্যেই যুবককে ডিটেন্ড করা হয় এবং কনভয়কে সুরক্ষিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও নিরাপত্তার দিক থেকে বড় কোনও ক্ষতি না হলেও, কয়েক সেকেন্ডের এই ঘটনা গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে বলে মত অনেকের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার পুলিশ লাইন ক্যান্টিন সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। একাধিক স্তরের ব্যারিকেড, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারা থাকা সত্ত্বেও ওই যুবক কীভাবে এতটা কাছে পৌঁছলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এটি শুধুই এক 'ভক্তের' আবেগঘন আচরণ, নাকি নিরাপত্তায় গুরুতর গাফিলতি;তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ঘটনার পর এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা ছড়ায়। সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক দেখা দেয়। অনেকেই মনে করছেন, যদি এই ঘটনাটি অন্য কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতো, তাহলে বড়সড় বিপদ ঘটে যেতে পারত। অসীম সরকারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাঁর উদ্দেশ্য ও মানসিক অবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, 'কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি', তবে প্রাক্তন এক এনএসজি কমান্ডোর মতে, এই ধরনের ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্পষ্ট গাফিলতির ইঙ্গিত দেয়। সব মিলিয়ে, রবিবারের এই ঘটনা শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদের আশঙ্কার দিকেই ইঙ্গিত করছে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের।

স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে না স্বপ্নার! মিটল আইনি জট, কমিশন দিল সবুজ সংকেত

বাবলু রহমান , নয়া জামানা, রায়গঞ্জ ঃ অবশেষে কাটল জটিলতা! আগামী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিতে পারছেন স্বপ্না বর্মন। নির্বাচন কমিশনের এক গুরুত্বপূর্ণ নথিতে জানানো হয়েছে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা ৯ অনুযায়ী স্বপ্না বর্মন নির্বাচনে লড়ার যোগ্য। জল্পনা সত্যি করে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছেন স্বপ্না বর্মন। রেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর তাঁর প্রার্থীপদ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তা আজ মিটে গেল। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, স্বপ্নার বিরুদ্ধে এমন কোনও অভিযোগ নেই যার জন্য তিনি ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না। দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে নির্বাচনে লড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখন শুধুমাত্র মনোনয়ন জমা দেওয়ার অপেক্ষা, তারপরই পুরোদমে প্রচার শুরু করবেন তিনি বলেই দাবি স্বপ্না অনুগামীদের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশনে স্টাফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত থাকাকালীন, গত ২৭ মার্চ ২০২৬-এ তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, সরকারি নিয়ম ভেঙে তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।রীতিমতন দেখা যায় কলকাতার তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে মন্ত্রী শশী পাজা, ব্রাত্য বসু, গৌতম দেব সহ আরও একাধিক তাবড় তাবড় রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নিয়ে নিজেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থক হিসেবে ঘোষণা করেন স্বপ্না বর্মন। দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরের জলপাইগুড়ি জেলায় স্বপ্না বর্মন কে নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ছিল। অনেকেই দাবি করেছিলেন এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন সপ্না। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেওয়ার পরেই রাজনৈতিক মহল স্পষ্ট বুঝে গিয়েছিল তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন মানে জলপাইগুড়ি জেলার কোন একটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক পদের প্রার্থী হচ্ছেন। অবশেষে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ আসনটিতে তৃণমূল সুপ্রিম তাকেই ভরসা করে প্রার্থী পথ তুলে দেন। তারপর দেখেছিলাম একাধিক ক্ষোভ বিক্ষোভ করেছিলেন রাজগঞ্জ বিধানসভার তিনবারের বিধায়ক খ গেশ্বর রায়। কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে তিনি দাবী করেছিলেন বিপুল ভোটে এই আসনটি হারবে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু দিন দুয়েক পর এই মোহভঙ্গ হয়, মুখ্যমন্ত্রীর এক ফোনেই। তারপর দেখা যায় খগেশ্বর রায় প্রাক্তন বিধায়ক রাজগঞ্জ বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত এই প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের হয়ে প্রচারে নামেন। এরপরই জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে জলপাইগুড়ি বিধানসভার এবারের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা এসসি ওবিসি ছেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে রাজগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের হয়ে নির্বাচনী প্রসারে আসেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রীতি মতন মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ ডাকেন। স্বপ্না বর্মনের নমিনেশন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তবে আইনি জটিলতা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। তবে আইনি লড়াইয়ে স্বপ্নাই পার্টি হবে এমন হুংকার দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরে দীর্ঘ টালবাহানা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা। তারপর আবারো যেন নাটকীয় মোড় দেখা গেল জলপাইগুড়িতে। গতরাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি রেখে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বলেন বলে দাবি করেন তিনবারের বিধায়ক । কেননা আইনি জটিলতায় আজ মনোনয়নপত্র জমা করতে পারেনি স্বপ্না বর্মন। কার্যত

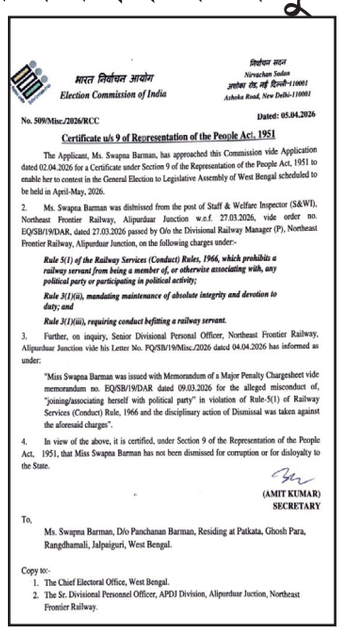

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
Nirvachan Sadan
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 509/Misc./2026/RCC

Dated: 05.04.2026

Certificate u/s 9 of Representation of the People Act, 1951

The Applicant, Ms. Swapna Barman, has approached this Commission vide Application dated 02.04.2026 for a Certificate under Section 9 of the Representation of the People Act, 1951 to enable her to contest in the General Election to Legislative Assembly of West Bengal scheduled to be held in April-May, 2026.

2. Ms. Swapna Barman was dismissed from the post of Staff & Welfare Inspector (S&WI), Northeast Frontier Railway, Alipurduar Junction w.e.f. 27.03.2026, vide order no. EQ/SB/19/DAR, dated 27.03.2026 passed by O/o the Divisional Railway Manager (P), Northeast Frontier Railway, Alipurduar Junction, on the following charges under:-

Rule 5(1) of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, which prohibits a railway servant from being a member of, or otherwise associating with, any political party or participating in political activity;

Rule 3(1)(ii), mandating maintenance of absolute integrity and devotion to duty; and

Rule 3(1)(iii), requiring conduct befitting a railway servant.

3. Further, on inquiry, Senior Divisional Personal Officer, Northeast Frontier Railway, Alipurduar Junction vide his Letter No. FQ/SB/19/Misc./2026 dated 04.04.2026 has informed as under:

"Miss Swapna Barman was issued with Memorandum of a Major Penalty Chargesheet vide memorandum no. EQ/SB/19/DAR dated 09.03.2026 for the alleged misconduct of, "joining/associating herself with political party" in violation of Rule-5(1) of Railway Services (Conduct) Rule, 1966 and the disciplinary action of Dismissal was taken against the aforesaid charges".

4. In view of the above, it is certified, under Section 9 of the Representation of the People Act, 1951, that Miss Swapna Barman has not been dismissed for corruption or for disloyalty to the State.

(AMIT KUMAR)
SECRETARY

To,

Ms. Swapna Barman, D/o Panchanan Barman, Residing at Patkata, Ghosh Para, Rangdhamali, Jalpaiguri, West Bengal.

Copy to:-
1. The Chief Electoral Office, West Bengal.
2. The Sr. Divisional Personnel Officer, APDJ Division, Alipurduar Juction, Northeast Frontier Railway.

সব মিলিয়ে স্বপ্না বর্মনের পরিবর্তে খগেশ্বর রায় প্রার্থী হতে চলেছে এমন গুঞ্জন গোটা দিনভর আজ চলেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে রেলওয়ে দপ্তরের তরফে ক্লিন সিট পত্র পরিষ্কার জানিয়ে দিল প্রার্থী হতে চলেছেন স্বপ্না বর্মন এবং আগামীকাল সোমবার জলপাইগুড়ি সদ র মহকুমা কার্যালয়ে নমিনেশন প্রদান করবেন সপ্না। বলা বাহুল্য, কমিশনের তদন্তে স্পষ্ট হয়েছে যে, স্বপ্না বর্মনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা দুর্নীতির মতো কোনো গুরুতর অভিযোগ নেই। ফলে প্রার্থী হওয়ার পথে আর কোনো আইনি বাধা রইল না তাঁর। এই খবরে খুশির হাওয়া তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। তবে গোটা বিষয় নিয়ে এখনো পর্যন্ত স্বপ্না বর্মন মুখ খুলতে না চাইলেও, জলপাইগুড়ির রাজনৈতিক মহলে এই মুহূর্তে যেন এক তালবাহানা পরিস্থিতি। তবে সমস্তটাই বলবে সময়। আদতে রাজগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে হচ্ছে তা আজ মনোনয়নপত্র জমা করার পরেই জানা যাবে।

ফাঁসিদেওয়ার ফৌজিজোতে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

নয়া জামানা, ফাঁসিদেওয়া ঃ ফাঁসিদেওয়ার ফৌজিজোত গ্রামে চিতাবাঘ আতঙ্কের অবসান ঘটল। টানা কয়েকদিন ধরে একের পর এক গবাদি পশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিল গ্রামবাসীদের। সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছিলেন অনেকেই। গোটা গ্রামজুড়ে তৈরি হয়েছিল আতঙ্কের পরিবেশ। পরিস্থিতি ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠলে স্থানীয় বাসিন্দারা বনদফতরের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। সেই দাবির ভিত্তিতেই বনদফতরের পক্ষ থেকে দুই দিন আগে এলাকার এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত চা বাগানে খাঁচা পাতা হয়। ছাগলকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে খাঁচাটি বসানো হয়েছিল। অবশেষে শনিবার ভোরে সেই খাঁচাতেই ধরা পড়ে একটি চিতাবাঘ।

সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয়রা দ্রুত বনদফতরকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর বনদফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া চিতাবাঘটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে তাকে নিরাপদে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ফৌজিজোত গ্রামের বাসিন্দারা। তবে এলাকায় আরও চিতাবাঘ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা। তাই আতঙ্ক পুরোপুরি কাটেনি, এখনও সতর্ক রয়েছেন গ্রামবাসীরা।

কে এই প্রার্থী ?

নয়া জামানা ।। কোচবিহার

কে এই প্রার্থী?

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ সুকুমার রায়
দল ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি
কেন্দ্র ঃ কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৫৭ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অষ্টম শ্রেণি পাশ
পেশা ঃ ব্যবসায়ী
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত থাকা, সংবাদপত্র পড়া ও খেলাধুলা দেখা

আজকের প্রচার

আজ কোচবিহার উত্তর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও গ্রামাঞ্চলে প্রচার চালান প্রার্থী সুকুমার রায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ, ছোট পথসভা এবং কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি।

জনতার মুড

এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলেও ব্যবসায়ী সমাজ ও মধ্যবিত্ত অংশের মধ্যে তাঁর প্রতি সমর্থন চোখে পড়ছে। স্থানীয় ইস্যু নিয়ে সরাসরি কথা বলায় অনেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

এলাকার প্রধান সমস্যা

বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের অভাব

রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার দুরবস্থা

পানীয় জলের সমস্যা

ছোট ব্যবসায়ীদের আর্থিক সংকট

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসায়ীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা, রাস্তা ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং নাগরিক পরিষেবা আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

প্রার্থীর মন্তব্য

আমি সাধারণ মানুষের সন্তান। এলাকার মানুষের সমস্যা কাছ থেকে জানি। নির্বাচিত হলে কোচবিহার উত্তর বিধানসভাকে আরও উন্নত ও স্বনির্ভর করে তুলতেই আমার লড়াই।

দার্জিলিং না জিতলে রাজনীতি ছাড়ার চ্যালেঞ্জ বিমল গুরুংয়ের

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ দার্জিলিংয়ে জয় না এলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন; এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। শনিবার দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তায় আয়োজিত এক জনসভা থেকে তিনি বলেন, দার্জিলিংয়ে জয় নিশ্চিত। কার্সিয়াং ও কালিম্পংয়েও বিজেপি জিতছে। রাজ্যে এবার বিজেপির সরকার গঠিত হবে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। এদিন বিজেপি ও মোর্চার জোট প্রার্থী হিসেবে দার্জিলিং আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেন যুব নেতা নমন রাই। মনোনয়ন জমার আগে ম্যালের চৌরাস্তায় জনসভা হয়। সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করা হয়। বিমল গুরুং বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, উন্নয়ন ও পর্যটনের স্বার্থেই এই নির্বাচনে দার্জিলিং জেতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এই চ্যালেঞ্জ বুঝেই নমন রাইকে প্রার্থী করেছি। দার্জিলিং দখল করতে না পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। বিমলের এই মন্তব্য নতুন নয় বলেও মনে করিয়ে দিচ্ছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। অতীতে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময়ও তিনি একাধিকবার এমন কড়া ঘোষণা করেছিলেন। এদিকে, কালিম্পংয়ে একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে এসে আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিং বলেন, গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে সংসদে প্রাইভেট মেম্বার বিল পেশ করা হবে। এই মন্তব্যও পাহাড়ে আলোড়ন ফেলেছে। যদিও দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, প্রাইভেট মেম্বার বিল গুরুত্বহীন। নমন রাইয়ের দাবি, পাহাড়ে কিছু ক্ষোভ থাকলেও মানুষ জানেন বিজেপির হাতেই স্থায়ী সমাধান সম্ভব। তাই পাহাড়ের তিনটি আসনেই এবার বিজেপি জিতবে বলেই তিনি আশাবাদী।

কে এই প্রার্থী ?

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। মেখলিগঞ্জ

কে এই প্রার্থী?

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ পরেশ চন্দ্র অধিকারী
দল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৭৩ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ
পেশা ঃ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ সমাজসেবা, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বই পড়া

আজকের প্রচার

আজ মেখলিগঞ্জ শহর ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন প্রার্থী পরেশ চন্দ্র অধিকারী। বাজার, পাড়া ও গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যা ও চাহিদার কথা শোনেন তিনি।

জনতার মুড

অভিজ্ঞ ও পরিচিত মুখ হওয়ায় এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উন্নয়নমূলক কাজের অভিজ্ঞতার কারণে অনেকেই তাঁর প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।

এলাকার প্রধান সমস্যা

সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা ও চোরাচালান সমস্যা

কর্মসংস্থানের অভাব

রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থা

স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পানীয় জলের সংকট

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি

সীমান্ত এলাকার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রাস্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সরকারি প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

প্রার্থীর মন্তব্য

দীর্ঘদিন প্রশাসনিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মেখলিগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাই। মানুষের পাশে থাকাই আমার প্রধান লক্ষ্য।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-04-2026 04:20 Page 6

নেতাদের প্রতিশ্রুতিতেই আটকে রাস্তা ! কাঁচা পথেই যাতায়াত গ্রামবাসীর

নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের অধিকাংশ জায়গায় কাঁচা রাস্তাকে পাকা করা হলেও এখনও চার নম্বর বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের করবোলা আদিবাসী পাড়া এলাকার বাসিন্দাদের মাটির রাস্তার উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে চরম অসুবিধা এবং সমস্যার মধ্য দিয়ে চার নম্বর বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই করবোলা গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াতের ফলে রাজনৈতিক দলের উপর ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপরেই ভরসা রাখতে পারছেন না কেউই।এই এলাকার ভোটার মাইকু মারডি, মাইনু হাসদা, বিশু সরেন সহ এলাকার আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ যে প্রতিবার নির্বাচন এলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই গ্রামের যাতায়াতের রাস্তাটি পাকা করার জন্য শুধুই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এলাকার আদিবাসীদের। তারা বলেন যে হিলি ব্লকের সমস্ত কাঁচা রাস্তা গুলি পাকা করা হলেও শুধুমাত্র এই গ্রামের আদিবাসীদের যাতায়াতে রাস্তাটি এখনো কাঁচা আছে।

গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ যে, ভোট আসে ভোট যায়, আর শুধু এই গ্রামের বাসিন্দাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতির উপরেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেন যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নওপাড়া দিঘির কোন হইতে করবল্লা আদিবাসী পাড়া যাতায়াতের রাস্তাটি নির্মাণের জন্য বহুবার নেতা-মন্ত্রীদের কাছে দাবি জানানো হলেও কোন কাজ হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পালাবদলের পর বিদায় নিতে হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারকে। ২০১১ সালে রাজ্য রাজনীতিতে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। বর্তমানে এই সরকারের সময়কাল প্রায় ১৫ বছর হয়ে গেল, তবুও এই গ্রামের যাতায়াতের রাস্তাটি নির্মাণ করা হলো না। বিশেষ করে করবোলা আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দাদের জল কাঁদার উপর দিয়েই বর্ষাকালে কৃষি কাজে যাতায়াত করতে হয়।

এই রাস্তা দিয়ে সঠিকভাবে কোন ট্রাক্টর বা ভ্যান এবং অন্যান্য যন্ত্র চালিত গাড়ি, গ্রামে আনা যায় না। স্বাভাবিক কারণে গ্রামের কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে চরম সমস্যায় পড়তে হয় এই গ্রামের বাসিন্দাদের।

উৎপাদিত মাঠের জমির ফসল রাস্তা সঠিকভাবে না থাকার কারণে এবং কাঁচা রাস্তা থাকার ফলে চরম অসুবিধার মধ্য দিয়ে কৃষি কাজ করতে হয় গ্রামের বাসিন্দাদের। রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ক্ষমতায় থাকলেও গত দশ বছর ধরে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে আরএসপি এবং বিজেপি দলের বিধায়ক ছিলেন। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। এরপরেও আদিবাসী পাড়ার এই গ্রামের যাতায়াতে রাস্তা পাকা নির্মাণ করা হয়নি। স্বাভাবিক কারণে এখনো এই কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে চরম সমস্যা এবং হয়রানির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হয় এই গ্রামের আদিবাসী পরিবারের সাঁওতাল বাসিন্দাদের।এইবারও বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই গ্রামে ভোট প্রচারে এসে শুধুই মিলছে রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি। আর কতদিন এই গ্রামের বাসিন্দাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিয়ে থাকতে হবে? যদিও হিলি ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে যে নওপাড়া দিঘির কোন হইতে আদিবাসী পাড়ার ওপর দিয়ে করিম গুটিন গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য অনুমোদন মিলেছে। নির্বাচনের পরে আদৌ কি এই গ্রামের রাস্তা সংস্কার এবং নির্মাণ করা হবে সেদিকেই নজর রাখছেন এই গ্রামের আদিবাসীরা। তবে এই

নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে রাস্তা নির্মাণ করা না হলে গ্রামের সাধারণ ভোটাররা কি ভোট বয়কটের পথে হাঁটবেন নাকি নির্বাচনের ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। এই নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি এই গ্রামের বাসিন্দারা।

মোথাবাড়িতে নজরুল ইসলামের প্রচারে স্থানীয়দের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

নয়া জামানা, মালদা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আর পুরোপুরি একমাসও বাকি নেই। জেলা জুড়ে চলছে প্রার্থীদের জোর কদমে জনসংযোগ। মালদা জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র হল মোথাবাড়ি, যা কালিয়াচক-২ ব্লকের অন্তর্গত। ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত অশান্তি ও বিচারকদের উপর হামলার ঘটনায় বর্তমানে এই এলাকাটি রাজ্য রাজনীতিতে চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এই সবকিছুর মধ্যেও থেমে থাকেনি

ভোটের প্রচারকার্য। মোথাবাড়ি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলাম তার ডোর টু ডোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। রবিবার দিনও জনসংযোগে তিনি এলাকার আলিতে-গলিতে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এদিন তিনি দুপুর তিনটা থেকে প্রচার শুরু করেন।কলোনি, দেবীপুর, গঙ্গা প্রসাদ, বটতলা, নামোপাড়া, উপর পাড়া, চড়ক তোলা, রামনাথপুর, দেবীপুর, লক্ষ্মীপুর, ধুলাউড়ি জায়গাগুলিতে তিনি ভোট প্রচার সারলেন।এদিনের প্রচারে স্থানীয়দের কাছ থেকে যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পেলেন তৃণমূল প্রার্থী।

মোথাবাড়িতে তৃণমূল-কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে একাধিক পরিবার !

নয়া জামানা, মালদা ঃ মোথাবাড়িতে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে অশান্তি এবং বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের পর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক পালাবদল। এবার সেই বিধানসভা কেন্দ্রেই কংগ্রেস ও তৃণমূল ছেড়ে একাধিক পরিবার যোগদান করল গেরুয়া শিবিরে।কাঠালবাড়ি ৫২ নম্বর মোথাবাড়ি বিধানসভা থেকে ৩৫ টি পরিবার অর্থাৎ, ১০০-১৫০ জন কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই পরিবারের সদস্যরা। তারা জানান, বিজেপির কাজ দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েই এই পার্টিতে যোগদান।'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই' এই বার্তা-কে সামনে রেখেই এই দলে আশা। নতুন যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান মোথাবাড়ির

বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী নিবারণ ঘোষ। উল্লেখ্য, ওই অঞ্চলে ক্ষমতাসীন তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির তীব্র রাজনৈতিক লড়াই চলছে। ১৯৮ নম্বর বুথ থেকে পদ্ম শিবিরে গেছেন মোহম্মদ তামিজ সেখ, মিস্টার সেখ, জসিমউদ্দিন সেখ, ডালিম সেখ, মনিরুল সেখ, হাজি রেমাজুউদ্দিন সেখসহ অন্যান্যরা। নির্বাচনের কিছুদিন আগে তৃণমূল ও কংগ্রেসের এই ভাঙ্গন সমালোচনার উর্ধ্বে নেই। রাজনৈতিক মহলের দাবি, মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি বিশাল পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকছে। এখন অপেক্ষা শুধু ফলাফল প্রকাশের।

মালদায় কপ্টার- কাণ্ডে গ্রেপ্তার তিন রাজ্যের তিন যুবক

নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টারের সামনে ড্রোন ওড়ানোর ঘটনায় সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। ঘটনায় উঠে এসেছে বিহার যোগের তথ্য। ঘটনায় পুলিশের হাতে ধৃত তিন যুবকই বিহারের বাসীন্দা। উল্লেখ্য, শনিবার মালদার সামসীতে ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী জনসভা।

তিনি দুপুর নাগাদ সভা শেষ করেন। এরপর গাজোলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সামসীর সভাস্থল থেকেই কপ্টারে উঠতে যান। আর ঠিক তখনই মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টারের সামনে আকাশে একটি ড্রোন উড়তে দেখা যায়। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পুরো বিষয়টি পুলিশকে খতিয়ে দেখতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এর ঠিক পরপরই পুলিশ সভাস্থল থেকে ড্রোনসহ প্রথমে তিন যুবককে আটক করে এবং পরে তাদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃতদের নাম অঙ্কিত কুমার পাসোয়ান, শ্রীকান্ত মন্ডল ও নূর আক্তার।তিনজনেরই বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলায়। তারা কেন মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের কাছে ড্রোন ওড়াচ্ছিল, তাদের কী উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্ত নানান দিক খতিয়ে দেখতে চাঁচল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

কে এই প্রার্থী ?

উমার ফারুক ।। হরিশ্চন্দ্রপুর ।। নয়া জামানা

প্রার্থীর পরিচয় ঃ

নাম- মোশারফ হোসেন
দল- এসইউসিআই(সি)
কেন্দ্র- ৪৬,হরিশ্চন্দ্রপুর

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স- ৪১ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা-এম.এ (দর্শন)
পেশা- বেসরকারি স্কুল শিক্ষক
বৈবাহিক অবস্থা- বিবাহিত
শখ- ঘোরাঘুরি

আজকের প্রচার- চাঁচলে দলীয় সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত।

জনতার মুড - সকল কৃষিপণ্য সহ মাখনা চাষীদের ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা চাই। হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা চাই। চাঁচল মহকুমায় অন্তত একটি মহিলা কলেজ চাই।মূল্যবৃদ্ধিরোধ, শিক্ষা - স্বাস্থ্য -বিদ্যুৎ -পানীয়জল, রাস্তা ও জলনিকাশী ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ন চাই।

এলাকার প্রধান সমস্যা- চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাব, হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে বিভিন্ন দিকে যাওয়া সরকারি বাসের অভাব, হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকাগুলিতে বর্ষা জল জমে থাকার জন্য নিকাশী নালার সমস্যা, মাখনা সহ চাষীদের ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া,সরকারিভাবে মদ প্রচারের বার বারান্তের জন্য যুব সমাজ ধ্বংস হওয়া ,পাশ-ফেল তুলে দেওয়ায় শিক্ষা ধ্বংসের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষায় উদাসীন মনোভাব তৈরি হয়েছে। এলাকায় কর্মসংস্থান না থাকার জন্য বিভিন্ন গ্রামের পরিযায় শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। নারী নির্যাতন ও শিশু শ্রমিক বৃদ্ধি পাওয়া

মূল ইস্যু ও প্রতিশ্রুতি- হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করা।মাখনা সহ চাষীদের ফসলের ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করা, সমস্ত এলাকা জুড়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা । জনবস্তি এলাকায় বর্ষায় জমে যাওয়া জল নিকাশি নালার মাধ্যমে বের করার ব্যবস্থা করা। পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে কর্মসংস্থানের জন্য জেলায় কল কারখানা স্থাপনের গুরুত্ব দেওয়া হবে।সরকারি বাসগুলো যাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে ছাড়ে তার ব্যবস্থা করা। ড্রাগ ও নেশা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করা মদের প্রসার বন্ধ করা। নারী নির্যাতন থেকে রক্ষা করা।

প্রার্থীর মন্তব্য- নির্বাচন হোক অবাধ সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সরকার গঠিত হোক । এস আই আর এর নামে বৈধ নাগরিকদের হয়রানি করা বন্ধ কর।

ইসলামপুরের নন্দলাড়ুখোয়ায় গুলিকাণ্ডে নাবালিকার মৃত্যু, চাঞ্চল্য এলাকায়

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দলাড়ুখোয়া গ্রামে গুলিকাণ্ডে এক নাবালিকার মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত নাবালিকার নাম সাজনুর বেগম ওরফে গুলাবি (১৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা আব্দুল আজিজ ওরফে লাল মিয়ার মেয়ে সম্প্রতি এক যুবকের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর থেকেই লাল মিয়ার সন্দেহ পড়ে গ্রামের বাসিন্দা রমজান আলীর মেয়ে গুলাবি বেগমের উপর। জানা গেছে, লাল মিয়ার মেয়ে এবং গুলাবি বেগম একে অপরের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন। অভিযোগ, রবিবার সন্ধ্যায় গুলাবি বাড়ি থেকে দোকানে যাওয়ার সময় রাস্তার মধ্যেই অভিযুক্ত লাল মিয়া তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিটি সরাসরি তার গায়ে লাগলে ঘটনাস্থলেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্মরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ইসলামপুরে বিজেপির ঘর ভাঙল তৃণমূল, কাউন্সিলর মানিক দত্তের ঘাসফুলে যোগদান

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের মুখে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড় দেখা দিল। বিজেপির ঘর ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন ইসলামপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর মানিক দত্ত। রবিবার ইসলামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে এসে ইসলামপুর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি।

এসময় তাঁর সঙ্গে ওই ওয়ার্ডের একাধিক দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।দলে যোগ দেওয়ার পর মানিক দত্ত জানান, তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি বলেন, মানুষের স্বার্থে ও এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতে চান।অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ রায় বলেন, মানিক দত্ত কোন কারণে দল ছেড়েছেন তা তাঁর জানা আছে। তবে এটি তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলেই মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, এই দলবদলে বিজেপি দলের কোনও ক্ষতি হবে না।নির্বাচনের ঠিক আগে এই দলবদলকে কেন্দ্র করে ইসলামপুরের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-04-2026 04:20 Page 7

মনোনয়ন না তুললে বহিষ্কার ! মনিরুলকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতার

নয়া জামানা ।। মুর্শিদাবাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ করলে কোনোভাবেই রেয়াত করা হবে না, ফরাক্কার 'বিক্ষুব্ধ' বিদায়ী বিধায়ক মনিরুল ইসলামকে ঠিক এই ভাষাতেই কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসের হয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়ায় মনিরুলকে দল থেকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। রবিবার সামশেরগঞ্জের জনসভা থেকে নেত্রী সাফ জানান, মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে কড়া পদক্ষেপ নেবে দল। অন্য দিকে, দলনেত্রীর এই হুমকিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন মনিরুল। তাঁর পাল্টা চ্যালেঞ্জ, 'কারও হুমকির কাছে মাথানত করব না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি করবই।' নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে মুর্শিদাবাদের মাটি থেকে এদিন সুর চড়ান মমতা। ফরাক্কার প্রার্থী আমিরুল ইসলাম ও সামশেরগঞ্জের নূর আলমের সমর্থনে আয়োজিত সভায় তিনি মনিরুলের উদ্দেশে বলেন, ফরাক্কার বিধায়ককে বলছি, শুনেছি তিনি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। টিকিট না পেয়ে আমি তাঁকে বলছি প্রত্যাহার করে নিতে। না করলে আমি জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও সাংসদ খলিলুর রহমানকে বলছি, দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করতে। নেত্রীর প্রশ্ন, যে কর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করেন, তাঁরা কি সকলে টিকিট পান? মমতার কথায়, যে কাজ করবে, সে টিকিট পাবে। যে মানুষের সঙ্গে থাকবে সে টিকিট পাবে। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বয়স যে একটি বড় কারণ, তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। নেত্রীর এই মেজাজি বার্তার পরেও নিজের অবস্থানে অনড় মনিরুল ইসলাম। শনিবারই তিনি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক দপ্তরে কংগ্রেসের হয়ে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'আমি তো চুরি, তোলাবাজি কিছুই তো করিনি। তাহলে কেন আমাকে দল টিকিট দিল না?' তিনি সাফ জানিয়েছেন, প্রয়োজনে পদত্যাগ করবেন কিন্তু লড়াই থেকে সরবেন না। সূত্রের খবর, অতীতে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণেই এবার ঘাসফুল শিবির তাঁকে টিকিট দেয়নি। যদিও ফরাক্কায় কংগ্রেসের প্রার্থী নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। অধীর চৌধুরীর দাবি, তাঁদের প্রার্থী মেহতাব সেখ-ই। কিন্তু মেহতাবের নাম ভোটার তালিকায় না থাকায় সেখানে মনিরুলের অন্তর্ভুক্তি রাজনৈতিক সমীকরণ জটিল করে তুলেছে। এদিনের সভা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশনকেও নিশানা করেন মমতা। মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আইটিবিপি-র ডিজি এসে বলে গিয়েছেন সব মেয়েদের চেক করবে। মেয়েদের গায়ে হাত দিলে, মেয়েরা মেয়েদেরটা বুঝে নেবেন।' নাম না করে জনৈক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'তুমি কাকে কাকে ভয় দেখাচ্ছ, কাকে ফোন করছ, সব জানি।' ভোটারদের আবেগ ছুঁতে মমতার বার্তা, '২৯৪টি কেন্দ্রে আমি কিন্তু প্রার্থী। ভুলে যান কার কী নাম, কার কী ধর্ম। শুধু মনে রাখুন জোড়াফুল।' ভোটের রাতে ইভিএম মেশিন পাহারা দেওয়ার জন্য কর্মীদের ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ৯ এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। তার আগে মনিরুল পিছু হঠেন কি না, এখন সেটাই দেখার। ফরাক্কায় এই অন্তর্কোন্দল তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে থাবা বসাতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রঘুনাথগঞ্জে দেবের রোড শো-এ জনজোয়ার

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রঘুনাথগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করলেন বাংলার সুপারস্টার তথা সাংসদ দেব। রবিবার ৫৯ নম্বর রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী আখরুজ্জামানের সমর্থনে তাঁর রোড শো ঘিরে দেখা গেল নজিরবিহীন জনসমাগম।জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার বড়শিমুল ময়দান সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হওয়া এই রোড শোতে সকাল থেকেই মানুষের ঢল নামে। বিভিন্ন গ্রাম ও পঞ্চায়েত এলাকা থেকে দলে দলে মানুষ এসে জড়ো হন। দেব এলাকায় পৌঁছাতেই উচ্ছ্বাস চরমে ওঠে।

খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি হাত নেড়ে সাধারণ মানুষকে অভিবাদন জানান।

আর তার জবাবে স্লোগান ও করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।রোড শোর পুরো রুট জুড়ে দলীয় পতাকা, ব্যানার ও পোস্টারে ছেয়ে যায় রাস্তা। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক শোভাযাত্রায় অংশ নেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তারকা প্রচারক হিসেবে দেবের উপস্থিতি এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রচারে বাড়তি গতি এনে দিয়েছে।নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল চোখে পড়ার মতো।সমভাব্য ভিড়ের কথা মাথায় রেখে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও ভিড় সামাল দিতে নেওয়া হয় বিশেষ ব্যবস্থা। তবে জনসমাগম এতটাই বেশি ছিল যে, অনেক জায়গায় ধীরগতিতে এগোতে হয়েছে রোড শোকে।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি,

এ ধরনের ভিড় ও উন্মাদনা বহুদিন পর দেখা গেল এলাকায়। তাদের মতে, এই রোড শো শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, একপ্রকার জনউৎসবে পরিণত হয়েছে।

এদিকে, ভোটের আগে এই শক্তিপ্রদর্শন রঘুনাথগঞ্জে রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

ফরাক্কা প্রার্থী জট ঘিরে নাটকীয়তা,
কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মনোনয়ন মনিরুলের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে তৈরি হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী বিধায়ক মনিরুল ইসলাম এ বার দলীয় টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন এবং শনিবার ওই দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। ফলে কেন্দ্রটির লড়াই ঘিরে জটিল সমীকরণ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস প্রথমে প্রার্থী হিসেবে মোহতাব শেখ-এর নাম ঘোষণা করলেও অতিরিক্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় সমস্যা তৈরি হয়।

পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম থাকলেও তাঁর নাম বাদ পড়ায় বিষয়টি নিয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন।শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে,৬ এপ্রিলের মধ্যে ট্রাইবুনালের মাধ্যমে এই সংক্রান্ত প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি করতে হবে, যা মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন।এই পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি মোহতাবের নাম ভোটার তালিকায় না ওঠে, তা হলে কংগ্রেসের বিকল্প মুখ হয়ে উঠতে পারেন মনিরুল ইসলাম। রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী-র আশ্বাসেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। যদিও এ বিষয়ে কংগ্রেসের তরফে আনুষ্ঠানিক কিছু জানানো হয়নি।মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর মনিরুল ইসলাম জানিয়েছেন, প্রার্থী না হতে পারলেও তিনি লড়াই থেকে সরে দাঁড়াবেন না। প্রয়োজনে নির্দল হিসেবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে স্পষ্ট করেন তিনি। তাঁর দাবি, ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয়, জনগণের চাহিদাতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এলাকার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করাই তাঁর লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, সোমবারের আগে ফরাক্কার প্রার্থী সংক্রান্ত জট কাটার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জট কাটল ! ট্রাইব্যুনালের রায়ে ভোটের লড়াইয়ে ফিরলেন কংগ্রেস প্রার্থী মহতাব

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ শেষ পর্যন্ত আইনি জটে জয়ের মুখ দেখলেন ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী মহতাব শেখ। নাম সংশোধনী আর ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নিয়ে যে টানাপড়েন চলছিল, তার অবসান ঘটল এসআইআর ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়ে।

কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিল, মহতাব শেখের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করতে হবে। এই নির্দেশের ফলে আসন্ন নির্বাচনে তাঁর মনোনয়ন জমা দেওয়ার পথে আর কোনও বাধা রইল না।ঘটনার সূত্রপাত কমিশনের ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা ঘিরে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কমিশন যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে দেখা যায় মহতাবের নাম নেই। সেখানে তাঁর নাম ছিল 'শেখ মহতাফেরুল'। অথচ তাঁর আধার কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স এমনকি সন্তানের জন্ম শংসাপত্রেও নাম রয়েছে 'মহতাব শেখ'। নামের এই বিভ্রাটে মনোনয়ন পেশ করতে পারছিলেন না তিনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু করলেও ট্রাইব্যুনাল কার্যকর না হওয়ায় বিপাকে পড়েন কংগ্রেস প্রার্থী।

শেষমেশ শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে সল্টলেকের বিজন ভবনে ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন তিনি।আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস সওয়াল করেন। কমিশনের তরফে উপস্থিত ছিলেন দিব্যা মুরুগেসান। দু'পক্ষের সওয়াল শোনার পর প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মহতাবের পক্ষে রায় দেয়। ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়ার পর এটিই ছিল প্রথম মামলার নিষ্পত্তি। ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোটার এখন এই বিশেষ প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছেন।

এই রায়ের ফলে অন্য ভোটারদের ক্ষেত্রেও আশার আলো দেখা দিল। প্রার্থী হয়েও নিজের ভোটাধিকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তায় মহতাব ভুগছিলেন,

আদালতের এই নির্দেশে তাতে ইতি পড়ল। মনোনয়ন জমা দেওয়ার চূড়ান্ত লগ্নে এই জয়কে বড় সাফল্য হিসেবেই দেখছে মুর্শিদাবাদের জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিজেপি প্রার্থীর ওপর বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ, আহত ২

নয়া জামানা,কান্দি ঃ রবিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম বিধানসভা এলাকায় বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটে খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত বালিয়া অঞ্চলের ডেঙা পাড়া, শেখ পাড়া এলাকায়।

অভিযোগ, খড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী মিতালি মাল নিজের এলাকায় ভোট প্রচার চালাচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎই কিছু তৃণমূল সমর্থক সেখানে এসে তাদের ওপর চড়াও হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং অভিযোগ অনুযায়ী, প্রার্থীকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়।এই ঘটনায় বিজেপি প্রার্থীর স্বামী ও এক আত্মীয় জখম হন বলে জানা গেছে।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়গ্রাম থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে,

তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে পাশাপাশি ২জনকে আটক করেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ফের অধীরের প্রচারে উত্তেজনা, একধিক জায়গায় গো ব্যাক স্লোগান

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ শনিবার পর রবিবারও বহরমপুরে নির্বাচনী প্রচারে উত্তেজনা বিরাজ করল। কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরীর মিছিলে তিনটি স্থানে গো ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়েন তিনি। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা এ স্লোগান দেন। অশান্তি এড়াতে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন ছিল।রবিবার সকালে বহরমপুর পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মোহন রায় পাড়া মোড় থেকে পায়ে হেঁটে মিছিল শুরু করেন অধীর। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। শনিবারের উত্তপ্ত পরিস্থিতির পর প্রশাসন সকাল থেকেই নিরাপত্তা জোরদার করে।তবে তিনটি এলাকায়;৩ নম্বর ওয়ার্ডের দয়াময়ী কালী বাড়ি, দয়ানগর মোড় ও কান্ডনগর রোড; তৃণমূল সমর্থকদের গো ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়েন অধীর। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেন।উল্লেখ্য,

শনিবারও বহরমপুরে অধীরের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটপ্রচারে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। কংগ্রেস দাবি করে, তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বে একদল যুবক মিছিলের পথে জড়ো হয়েছিলেন। কংগ্রেস কর্মীরা পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে গো ব্যাক স্লোগান ওঠে, পাল্টা কংগ্রেস কর্মীরাও স্লোগান দিতে থাকেন। এর ফলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী অধীরকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়।এই ঘটনার জেরে অধীর চৌধুরী তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের কুকুরের বাচ্চা বলে তোপ দাগেন। হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আমি মানুষের কাছে প্রচারে এসেছি। ওরা ভয় পাচ্ছে। মারলে পিষে দেব।

মুস্তাফিজুরের প্রচারে জনস্রোত

আইয়ুব আলী ,নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ নির্বাচনী ময়দানে বিরোধীদের এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ ৬৯ ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান। গত শনিবার কান্দি এসডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই, রবিবার সকাল থেকে ভরতপুর-১ নম্বর ব্লকের তালগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঝোড়ো প্রচারে নামলেন তিনি। এদিন মনোহরপুর, তালগ্রাম, বনমালীপুর, শেরপুর, শাহবাজপুর, গীতগ্রাম, আটকুলা দেচাপড়া, স্বর্ণহিটি ও খড়িন্দা সহ একাধিক গ্রামে প্রার্থীর আগমনে এলাকা যেন এক উৎসবের আঙিনায় পরিণত হয়। ঢোলের আওয়াজ আর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের গগনভেদী স্লোগানে মুখরিত চারপাশ প্রমাণ করে দিচ্ছিল মুস্তাফিজুর রহমানের জনপ্রিয়তার পারদ কতটা তুঙ্গে। গ্রামের অলিগলিতে প্রার্থীকে হাতের নাগালে পেয়ে আপ্লুত সাধারণ মানুষ। কোথাও বয়োজ্যেষ্ঠরা দুহাত ভরে আশীর্বাদ করছেন, আবার কোথাও মহিলারা পুষ্পবৃষ্টি ও ফুলের মালা পরিয়ে প্রার্থীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। এদিন প্রার্থীর ছায়াসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভরতপুর-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নজরুল ইসলাম, তৃণমূলের তালগ্রাম অঞ্চল সভাপতি ফুলবাবু সেখ সহ ব্লকের একঝাঁক নেতৃত্ব। জনসমর্থনের এই স্বতঃস্ফূর্ত ঢেউ দেখে রাজনৈতিক মহলের দাবি, ভরতপুরে তৃণমূলের এই জনজোয়ার বিরোধীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে যথেষ্ট।

কর্তব্যরত অবস্থায় বিএসএফ ক্যাম্পে জওয়ানের মৃত্যু

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ মুরুটিয়া থানার অন্তর্গত রানীনগর বিএসএফ ক্যাম্পে কর্তব্যরত অবস্থায় এক জওয়ানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত জওয়ানের নাম বৈভব আন্না মণ্ডল (৩৪)। তিনি মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার বাসিন্দা এবং বিএসএফ-এর ১১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কর্মরত সদস্য ছিলেন। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ক্যাম্পে সেন্ট্রির দায়িত্বে ছিলেন ওই জওয়ান। সেই সময় আচমকাই নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালান তিনি। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও কী কারণে তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। এই ঘটনায় বিএসএফ ক্যাম্পে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মীদের মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শোক ও স্তব্ধতা।

সিপিআইএম প্রার্থী জামির মোল্লার সমর্থনে সেলিমের প্রচার

নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে হরিহরপাড়ায় জোট প্রার্থী জামির মোল্লার সমর্থনে প্রচারে নামলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

রবিবার বিকেলে হরিহরপাড়ায় প্রথমে একটি কর্মী সভা করেন তিনি। সেই সভায় জোটের পক্ষে সংগঠনকে আরও মজবুত করা, ভোটের আগে বুথভিত্তিক প্রস্তুতি এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।কর্মী সভার পর জোট প্রার্থী জামির মোল্লার সমর্থনে একটি বিশাল মিছিল বের করা হয়।হরিহরপাড়া বাজার থেকে শুরু হওয়া সেই মিছিল হরিহরপাড়া হাসপাতাল হয়ে স্বরূপপুর মোড় পর্যন্ত পরিক্রমা করে।

মিছিলে অংশ নেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, হরিহরপাড়া বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী জামির মোল্লা, হরিহরপাড়ার প্রাক্তন বাম বিধায়ক ইনশার আলী বিশ্বাস-সহ বামফ্রন্টের বিভিন্ন নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।মিছিলজুড়ে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।সভা থেকে মহম্মদ সেলিম সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে জোট প্রার্থী জামির মোল্লার সমর্থনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-04-2026 04:20 Page 8

বোলপুরে বহিরাগত বনাম ভূমিপুত্র ইস্যুতে সরব কংগ্রেস প্রার্থী রথীন সেন

নয়া জামানা ।। বীরভূম

বহিরাগত প্রার্থী ঘিরে শুরু হওয়া বিতর্ক এখন অনেকটাই থিতিয়েছে, এমনটাই দাবি কংগ্রেস প্রার্থী রথীন সেনের। দলীয় বৈঠক হয়েছে, নেতৃত্বও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে বাস্তব ছবি অন্য কথা বলছে। অস্বস্তি পুরোপুরি কাটেনি এখনও। প্রচারে নামলেও কর্মীদের একাংশের মধ্যে অনীহা স্পষ্ট। সেই জায়গায় অন্য দলগুলি যখন জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছে, তখন বোলপুর বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রচার ততটা চোখে পড়ছে না।

ফলে নির্বাচনের ময়দানে লড়াই জমে উঠলেও কংগ্রেস কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। বেশিরভাগ কর্মী তাঁদের অবস্থানে এখনো অনড়। প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই বীরভূমের কয়েকটি কেন্দ্রে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়। বিশেষ করে বোলপুর, দুবরাজপুর এবং রামপুরহাটে তভূমিপুত্রদ না দেওয়ার প্রশ্নে কর্মীদের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। জেলার অধিকাংশ আসনে স্থানীয় মুখকে প্রার্থী করা হলেও এই তিন কেন্দ্রে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অসন্তোষ বাড়ে। বোলপুরে প্রার্থী করা হয় সাঁইথিয়ার বাসিন্দা রথীন সেনকে। তিনি দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মী হলেও অতীতে কিছু সময়ের জন্য দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এই বিষয়টিও দলীয় অন্দরে আলোচনার কেন্দ্রে আসে। স্থানীয় নেতাকর্মীদের একাংশের প্রশ্ন ছিল, বোলপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে কেন স্থানীয় কাউকে প্রার্থী করা হল না। এই ক্ষোভ একসময় প্রকাশ্য রূপও নেয়। সদ্য সিউড়িতে জেলা কংগ্রেসের ডাকা জরুরি বৈঠক বয়কট করেন বোলপুর শহর, ব্লক এবং ইলামবাজার ব্লকের বহু নেতা-কর্মী।

তাঁদের দাবি ছিল একটাই, বর্তমান প্রার্থী বদল করে স্থানীয় কাউকে সুযোগ দিতে হবে। সেই সময় পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তবে পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে বলে দাবি প্রার্থী রথীন সেনের। শনিবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন তিনি বলেন, যাঁরা গন্ডগোল করছেন, তাঁদের অনেকেই দলের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত নন। আবার যাঁরা যুক্ত, তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে। আমি সাঁইথিয়ার ভোটার হয়েও বোলপুর থেকে প্রার্থী হয়েছি, তাই এই নিয়ে আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক। তিনি আরও জানান, বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক হয়েছে। সেখানে অধিকাংশ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। এখন আর কোনও সমস্যা নেই। সবাই একসঙ্গে কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবে চিত্রটা পুরোপুরি মিলছে না। বোলপুর কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি কাজী নুরুল হুদা বলেন, আমরা ব্লক স্তর থেকে শুরু করে নিচু স্তর অবধি বেশিরভাগ কর্মী এই প্রার্থীর প্রচারে নামব না। এই প্রার্থী আমাদের মনোমত হয়নি। তাই তাঁর হয়ে ভোট বয়কট করছি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর এক পুরনো দিনের কর্মী বলেন, সারা বছর আমরা দলের হয়ে কাজ করছি, আর ভোটের সময় বাইরে থেকে লোক এনে প্রার্থী করা হয়েছে। এটা আমরা কোনমতেই মানতে নারাজ। যদিও এই বিষয়টি অস্বীকার করে জেলার কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় অধিকারী বলেন, সবার সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রথমে সমস্যা হলেও যাকে প্রার্থী করা হয়েছে তিনি জেলার গুরুত্বপূর্ণ নেতা। অন্যান্য দলের প্রার্থীদেরও আলাদা জায়গায় নিয়ে গিয়ে নির্বাচনে লড়ানো হয়। তাঁদের মতো তিনিও বোলপুরে লড়ছেন।

এত দিনের পুরোনো দল, সব মিটিয়ে নেওয়া হবে। সবাই ভোট করবে একসঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের ভিতরের অস্বস্তি তাদের প্রচারে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছে দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। যেখানে অন্য দলগুলি সংগঠিতভাবে মাঠে নেমে পড়েছে, সেখানে কংগ্রেসের এই শিথিলতা নির্বাচনের লড়াইকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে।

তালিকা থেকে নাম বাদ, আতঙ্কে প্রান গেল ৯৫ বছরের বৃদ্ধের !

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ গত কয়েক মাস ধরে এসআইআর এর জাতাকলে পড়ে নিজের দেশ থেকেই পরবাসী হওয়ার আতঙ্কে ভুগছেন বাংলার কয়েক লক্ষ জনগণ। আরমান আলীর মৃত্যু তারই পরিণতি বলে দাবি করছেন এলাকাবাসী। যে ব্যক্তিকে তার বার্ধক্য কাবু করতে পারল না, তার প্রাণই কেড়ে নিল এসআইআর। ভোটার তালিকা থেকে তার নাম বাদ পড়েছে, এই কথাটা শোনার পর থেকেই রীতিমত নিথর হয়ে পড়েছিলেন দুবরাজপুর ব্লকের পারুলিয়া অঞ্চলের হাজরাপুর গ্রামের এই প্রবীণ। পরিবার সূত্রে খ বর, আরমান সাহেবের বিভিন্ন নথিতে কোথাও নামের আগে শেখ ছিল আবার কোথাও ছিল মহম্মদ। এই অসংগতির জেরে তিনি এসআইআর এর শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন। শুক্রবার রাতে বাড়ি ফিরে ছেলে বাবাকে জানান তার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। কথাটি সোনা মাত্রই অসুস্থ হয়ে পড়েন আরমান সাহেব। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ। শুক্রবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছে বীরভূম জেলায়। এই বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখে াপাধ্যায় বলেন, এটি কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বরং কমিশনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফল। অন্যদিকে বিজেপি সমর্থকদের দাবি সাধারণ মানুষকে এসআইআর নিয়ে ভয় দেখাচ্ছে শাসকদল। কারোর মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করাটা ঠিক নয়।

বুথের 'বিবেচনাধীন' সকল ভোটারের নাম বাদ, কৃষ্ণনগরে শোরগোল

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সংশ্লিষ্ট একটা বুথের ১১৩ জন ভোটারকে বিবেচনাধীনের আওতায় রাখা হয়েছিল।কিন্তু,সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পরই চক্ষু চড়কগাছ সকলের। সকল বিচারাধীন ভোটারের নামই বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে। কৃষ্ণনগর-২ ব্লকের দিগনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ২৩০ নম্বর বুথে ১০০ শতাংশ বিবেচনাধীন ভোটারের নামই বাদ পড়েছে। ফলে গ্রামবাসীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন কিভাবে সব বিবেচনাধীন ভোটারই তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে? এটা কি আকস্মিক নাকি কোনো ষড়যন্ত্র! এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছে উদ্বেগ। উল্লেখ্য, গত ২১ এর বিধানসভা এবং ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে এই বুথে বিজেপি এগিয়েছিল। ফলে সেই কেন্দ্রেই ১০০ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ পড়াটা একেবারে বেনজির বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রসঙ্গত, নাম বাদ যাওয়া ১১৩ জনের মধ্যে ৬০ জন পুরুষ এবং ৫৩ জন মহিলা রয়েছেন। এছাড়াও ওই বুথে ওপার বাংলা থেকে আসা বহু মানুষের বাস রয়েছে বলেও জানা যায়। এই ঘটনাটিকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

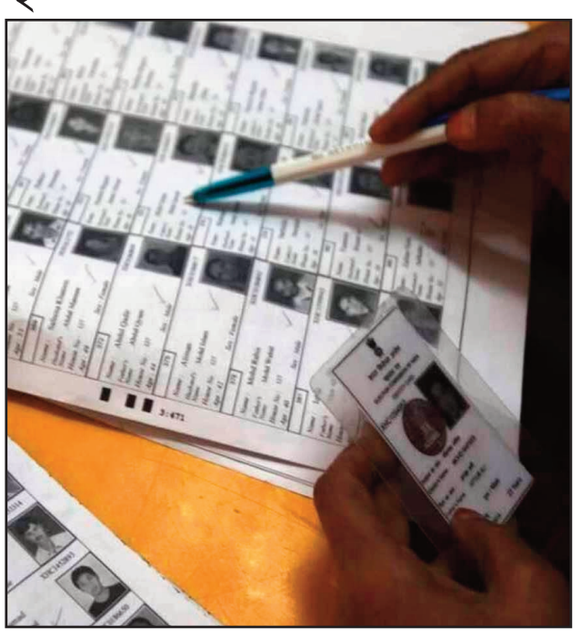

কুমুড্ডা গ্রামে বড়সড় ভাঙন, বামঘাঁটি ছেড়ে তৃণমূলে দেড়শো পরিবার !

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বীরভূমের রাজনৈতিক ময়দান। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ছে দলবদলের প্রবণতা, আর তারই জেরে নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। এই আবহেই রামপুরহাট বিধানসভার কুমুড্ডা গ্রামে বড়সড় ধাক্কা খেল সিপিআইএম। দল ছেড়ে প্রায় দেড়শো পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় এলাকায় নতুন করে জোরদার হল শাসকদলের সংগঠন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল। সেই অসন্তোষের জেরেই অবশেষে দলবদলের সিদ্ধান্ত নেন বহু পরিবার। রবিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মনোনীত প্রার্থী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তাঁরা শাসকদলের পতাকা তুলে নেন। উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতা-কর্মীও।যোগদানকারী পরিবারগুলির দাবি, উন্নয়নের স্বার্থেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের কথায়, এলাকার সার্বিক উন্নয়ন এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই যোগদান তাদের সংগঠনকে আরও মজবুত করবে এবং আসন্ন নির্বাচনে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।যদিও এই বিষয়ে সিপিআইএম এর তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের দলবদল আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে, যা গোটা জেলার নির্বাচনী সমীকরণে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

সিউড়িতে মোদী, প্রচার সভা ঘিরে পদ্ম শিবিরের প্রস্তুতি তুঙ্গে

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ আগামী ৯ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সিউড়ির জনসভাকে ঘিরে বীরভূম জেলাজুড়ে চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়েছে, পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কড়াকড়ি করা হয়েছে। রবিবার এসপিজি টিমের উপস্থিতিতে সভাস্থল খতিয়ে দেখা হয় খুঁটিয়ে। এই প্রস্তুতির মাঝেই সভাস্থল পরিদর্শনে আসেন সিউড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীরা। কোথায় মঞ্চ তৈরি হবে, দর্শকদের প্রবেশ ও বেরোনোর পথ, নিরাপত্তা বলয়;প্রতিটি বিষয়ই খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়েও আলোচনা হয়।পরিদর্শন শেষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র এই সভা সিউড়ির মানুষের কাছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে চলেছে। আমরা আশা করছি, বিপুল সংখ্যক মানুষ এই সভায় যোগ দেবেন। এই জনসভা থেকেই পরিবর্তনের বার্তা স্পষ্ট হবে।বিজেপির দাবি, কেন্দ্রের প্রকল্প ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে সামনে রেখে মানুষের সমর্থন বাড়ছে। ইতিমধ্যেই গ্রামেগঞ্জে জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন কর্মীরা। অন্যদিকে এই সভাকে ভোটের আগে রাজনৈতিক প্রচার' বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উন্নয়নমূলক কাজ ও সামাজিক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে পাল্টা প্রচার চালাচ্ছে তৃণমূল। সম্প্রতি পাপুড়ি গ্রামে দলীয় সভা করেছেন তিনি। পাশাপাশি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারাপীঠে সভা করে সংগঠনকে চাঙ্গা করেছেন।সব মিলিয়ে সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্র এখ ন শাসক ও বিরোধী;দুই শিবিরের শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চে পরিণত হয়েছে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সভাকে ঘিরে বিজেপির আত্মবিশ্বাস, অন্যদিকে তৃণমূলের সংগঠনের শক্তি;এই দ্বন্দ্বেই ক্রমশ চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। ভোটের আগে এই জনসভা যে জেলার নির্বাচনী সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে একপ্রকার নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল।

কলাবাগানে মজুদ তাজা বোমা, তল্লাশিতে পুলিশ ও বোম স্কোয়াড

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবারও কলাবাগানের ভেতরে বিস্ফোরক মজুদ করে রাখার ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। খবর পৌঁছাতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার করে। নদীয়ার করিমপুর থানার কাঠালিয়া এলাকার ঘটনা। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে ওই এলাকার একটি কলাবাগানের ভেতরে প্রায় ৬ টি তাজা বোমা জড়ো করে রেখে চলে যায় কে বা কারা। পরে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ, শুরু করে তদন্ত। একই সাথে একাধিক বিস্ফোরক পড়ে থাকতে দেখে খবর দেওয়া হয় বোম স্কয়াডকে। রবিবার খোলা মাঠের একটি পরিত্যক্ত জায়গায় তাজা বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়। ঘটনাস্থলে ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচনের আগে এই বিস্ফোরক কারা মজুদ করে রাখল। তাহলে কি পরিকল্পনা মাফিক মজুদ করা হয়েছিল? এই নিয়ে বিশেষ টিম তৈরি করে তদন্ত শুরু করেছে করিমপুর থানার পুলিশ।

সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার ক্ষতবিক্ষত দেহ, তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা গেদে দক্ষিণপাড়ায় এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রতিবেশী বাসুদেব মন্ডল বলেন, শনিবার রাত্রিবেলায় স্থানীয় মেলায় কৌশল্যা বিশ্বাস (৭০) কে বাড়িতে রেখে তার ছেলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও বৌমা স্থানীয় সতীমায়ের মেলায় গিয়েছিলেন। রবিবার সকালে কৌশল্যা দেবী ঘর থেকে না বেরোনোয় ছেলে মায়ের ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখেন মেঝের ওপরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন কৌশল্যা দেবী। এরপর তিনি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। রক্তাক্ত এবং ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের পক্ষ থেকে কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ কৌশল্যা দেবীকে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক কৌশল্যা দেবীকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে।পাশাপাশি কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে কৌশল্যা দেবীর বাড়িতে তদন্ত শুরু হয়েছে।পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। কিভাবে এই ঘটনা, তা জানার চেষ্টা করছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গেছে ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসলেই বোঝা যাবে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে এই বৃদ্ধার। তবে যত সময় গড়াচ্ছে ততই মৃত্যুর কারণ নিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা।

কাঁটাতারহীন সীমান্তে ভোটের নজরদারি, অনুপ্রবেশ রুখতে নাকা চেকিং ও তল্লাশি

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সীমান্তে যেখ ানে তারকাটা নেই সেখানে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটআবহে নাকা চেকিংয়ের পাশাপাশি চলছে ভোটারদের উৎসাহদান। নদীয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিজয়পুর এলাকায় এখনো তারকাটা দেয়া সম্ভব হয়নি। তারকাটা দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় যে কোনো মুহূর্তে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে প্রবেশ করে নির্বাচনকালে নাশকতার ছক করতে পারে। বিষয়টিকে মাথায় রেখে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণরূপে সীমান্তে নজরদারির করছে। সেই জন্য নির্বাচন ঘোষণা হতেই সমস্ত রাস্তার পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের গেদের মোড়সহ সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তায় চলছে পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর নাকা চেকিং। নাকা চেকিংয়ের পাশাপাশি সীমান্তর লাগোয়া বানপুর, বিজয়পুর,গেদেসহ সীমান্ত সংলগ্ন অন্যান্য গ্রামে কৃষ্ণগঞ্জ পুলিশ প্রশাসন ও যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে স্থানীয় ভোটারদের ভোট দান করবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে, যাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ভোট নিয়ে কোনো ভয়-ভীতি না থাকে। সেই লক্ষ্যেই পুলিশ ও যৌথ বাহিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের উৎসাহিত করছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে নির্বাচন নিয়ে তারা ভীত কিনা? গ্রামে এসে ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে কেউ কোনো ভয় দেখাচ্ছে কিনা ? তাদের ভোট দেয়ার জন্য কেউ চাপ দিচ্ছে কিনা ? পাশাপাশি গ্রামবাসীদের বলা হচ্ছে আপনারা নির্ভয়ে ভোট দেবেন।আপনারা আপনাদের যে প্রার্থীকে পছন্দ তাকেই ভোট দেবেন। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যদি কেউ গ্রামে এসে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করে বা অপরিচিত কোন ব্যক্তি গ্রামে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ যেন পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়।নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সেইগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে পুলিশ প্রশাসন ও যৌথ বাহিনী।

স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর এই পদক্ষেপে খুবই সন্তুষ্ট । এই ব্যাপারে সীমান্তের বাসিন্দা কৌশিক বিশ্বাস বলেন, আমাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে নাকা চেকিং করলেও আমরা পুলিশের কাজে সন্তুষ্ট । সীমান্তের অপর বাসিন্দা কৌশিক বিশ্বাস নাকা চেকিং প্রসঙ্গে বলেন আমরা সীমান্তের মানুষ, আমরা আমাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে পুলিশ যে নাকা চেকিং করছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট।আমরা চাই সারা বছর এইরকম নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করুক পুলিশ প্রশাসন । এই ব্যাপারে নাকা চেকিংয়ের আধিকারিক শান্তনু সরকার বলেন আমরা সীমান্তে প্রত্যেকটা গাড়িতে নাকা চেকিং করছি।

যাতে কোনরকম অবৈধভাবে টাকা, বোমা ,গুলি সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে। সেইগুলো ধরার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন যে এই কাজ করতে গিয়ে তারা কোনো অসুবিধার মুখে পড়ছে না, কারণ পুলিশ এবং সেনাবাহিনী যৌথভাবে তাদেরকে এই কাজে সাহায্য করছেন। মূলত নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ২৬ এর বিধানসভার নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুস্থভাবে করবার লক্ষ্যেই কমিশনের এই পদক্ষেপ।

দলীয় কোন্দল ও বিশ্বাসঘাতকতা ইস্যুতে কড়া বার্তা অভিষেকের

সুজিত দত্ত ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

রায়না বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দক্ষিণ দামোদরের শ্যামসুন্দর কলেজ মাঠে তৃণমূল প্রার্থী মন্দিরা দলুই-এর সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে তিনি একদিকে দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করেন, অন্যদিকে দলের ভেতরে 'অর্থের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগ তুলে কড়া সতর্কবার্তা দেন।সভা থেকে অভিষেক অভিযোগ করেন, রায়নার বিভিন্ন এলাকায় নিচুতলার কিছু নেতা-কর্মী বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূলকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন।

তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দল সবকিছু নজরে রাখছে এবং ভোটের ফলাফলের দিনই তার জবাব মিলবে। একই সঙ্গে কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, রায়নায় এবার অন্তত ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিততে হবে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী শম্পা ধাড়া প্রায় ১৮ হাজার ভোটে জয়ী হন। তার আগে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও এই কেন্দ্রে তৃণমূল উল্লেখ যোগ্য ব্যবধানে এগিয়ে ি

এবারের নির্বাচনে প্রার্থী পরিবর্তন করে জেলা পরিষদের সদস্য মন্দিরা দলুইকে প্রার্থী করেছে দল।

তাঁর উপর আস্থা প্রকাশ করে অভিষেক বলেন, তিনি মাটির মানুষ এবং জনসেবায় তার অভিজ্ঞতা রয়েছে।জনসভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, কেন্দ্রের একাধিক নীতির ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে গোবিন্দভোগ চাল রপ্তানি বন্ধের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, এতে এই কৃষিপ্রধান অঞ্চলের মানুষ সমস্যায় পড়েছেন।

পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির ইস্যু তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন তিনি। রায়না বিধানসভায় গত কয়েক বছরে হওয়া উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ানও তুলে ধরেন অভিষেক। তাঁর দাবি, এই এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, কিষাণ মান্ডি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পানীয় জল প্রকল্প ও কমিউনিটি হল তৈরির মতো একাধিক কাজ হয়েছে। তিনি বলেন, উন্নয়নের নিরিখেই ভোট হওয়া উচিত, ধর্মের ভিত্তিতে নয়।রায়না কেন্দ্রটি তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হলেও এখানে ১৫,২০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন। গত কয়েক বছরে বিজেপি এই কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছে এবং ২০১৯ সালের পর থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। তবে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাঝে মাঝেই দলের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়েছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস সবকটি আসন জিতেছিল।

সেই '১৬,০' ফলাফল ধরে রাখাই এবার শাসকদলের বড় চ্যালেঞ্জ। রায়না থেকে প্রচার শুরু করে সেই লক্ষ্যেই দলকে সংগঠিত করার বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নকড়ি রামকৃষ্ণ বিশ্রামাগারের উদ্বোধন

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা , আসানসোল ঃ আসানসোলের শিল্পপতি ও সমাজকর্মী শচীন রায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত আছেন। শচীন রায় রবিবার এক অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে আসানসোলের কালী পাহাড়ি এলাকায় ১৯ নং জাতীয় সড়কে মা ঘাঘর বুড়ি মন্দির চত্বরে শ্রী শ্রী নীলকণ্ঠেশ্বর জিউ দেবত্তর ট্রাস্টের সৌজন্যে নির্মিত নাকড়ি রামকৃষ্ণ বিশ্রামগড়ের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শচীন রায় বলেন যে, আসানসোলের প্রতিষ্ঠাতা নকড়ি রামকৃষ্ণ রায়ের নামে নির্মিত এই বিশ্রামাগারটি এদিন উদ্বোধন করা হয়েছে।মা ঘাঘর বুড়ি মন্দির আসানসোলে অত্যন্ত বিখ্যাত। শুধু আসানসোল থেকেই নয়, অন্যান্য জেলা এবং এমনকি অন্যান্য রাজ্য থেকেও মানুষ এখানে পুজো করতে এবং মায়ের আশীর্বাদ পেতে আসেন। মানুষের হৃদয়ে মায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, এখানে আসা ভক্তদের জন্য একটি বিশ্রামাগারের খুব প্রয়োজন ছিল। শ্রী শ্রী নীলকণ্ঠেশ্বর জিউ দেবত্তর ট্রাস্টের সৌজন্যে এটি নির্মাণ করা সম্ভব হওয়ায় আমরা আনন্দিত। তিনি আরও বলেন, এদিন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি।

গ্যাসের লাইনে হয়রানি, বাড়ছে ক্ষোভ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ যত দিন যাচ্ছে রান্নার গ্যাস পেতে হয়রানি বাড়ছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারে। এই ঘটনায় প্রতিদিন লাইনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে গ্রাহকদের ক্ষোভ বাড়ছে। টানা প্রায় এক মাস ধরে রান্নার গ্যাসের আকাল দেখা দিয়েছে ভাতার বাজারে । ভাতারের বর্ধমান- কাটোয়া রাস্তা একাধিক বার অবরোধ করেছে গ্রাহকরা ।শনিবার মধ্যরাত থেকে গ্যাসের অফিসে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় কয়েকশো গ্রাহককে। পরে জানানো হয় রবিবার থেকে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। ভাতারের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে বিতরণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

ট্রেডার্স বোর্ডের প্রথম সভা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্য ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের পূর্ব বর্ধমান জেলার সাব কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান শহরে।রবিবার আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সদস্য বিশ্বজিত মল্লিক ও সাব কমিটির সদস্য মাহিন্দর সিং সালুজা, সুকান্ত পাঁজা, অপর্ণা চৌধুরি ও সুশান্ত ঘোষ। পাঁচজন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হল। সকলে প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এই কমিটি গঠনের জন্য ও শুভেচ্ছা জানান প্রথম চেয়ারম্যান সুশীল পোদ্দারকে। এর আগে গত বছরের ১২ জুন রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই কমিটি গঠিত হয়েছে ৪৪ জন সদস্য নিয়ে।প্রত্যেক জেলার সাব কমিটিতে পাঁচজন অন্তর্ভুক্ত হলেন।কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য রাজ্যের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা যথাযথ ভাবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরা। ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করা।

বিরোধী শিবিরে ধস , বামেদের দুই সংগঠন ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নয়া জামানা, কুলটি ঃ নিয়ামতপুর ৬০নম্বর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে রবিবার প্রায় ১৫ জন ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন।

এদিন দলীয় ঝান্ডা তুলে দিয়ে দলে তাদেরকে স্বাগত জানান কুলটির প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক।তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া অনিকেত মণ্ডল বলেন , আমি সংগঠনে উচ্চ পদে থাকলেও আমাকে কোন কাজ করতে দেওয়া হতো না। তিনি এসএফআই নেতৃত্বর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলে বলেন, যে কারণে আমি দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলাম।তবে অনিকেত ব্যাখ্যা করেন যে, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি বেশিদিন সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারছিলাম না। তাই এদিন আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম। শাসক দলে যোগদানকারীরা বলেন , মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলার উন্নয়ন করেছেন, তা দেখে আমরা এই উন্নয়ন কাজের অংশ হতে চান। তাই এদিন আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে এলাম। এই প্রসঙ্গে অভিজিৎ ঘটক বলেন , যে কোন আন্দোলনের ভবিষ্যৎ হলো তরুণরা। আমি খুব খুশি এদিন এতজন তরুণ একসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন , এর ফলে কুলটিতে দলের সংগঠন খুবই শক্তিশালী হবে।

দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচার,শাসক-বিরোধীর ভোটযুদ্ধ দেওয়াল লিখনেই

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ একদিকে পায়ে হেঁটে, অন্যদিকে মিছিল , জনসভার মাধ্যমে ভোটের প্রচারে সরগরম পূর্ব বর্ধমান। গ্রামে গ্রামে চলছে সব দলেরই প্রচার তুঙ্গে। জনসংযোগের পাশাপাশি অবশ্য দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা চলেছে। সে ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ধমান জেলায় অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। তবুও যেটুকু জায়গা পাওয়া যাচ্ছে সেখানেই শাসকের বিরুদ্ধে দেওয়াল লিখন চালিয়েছে বিরোধীরা।

আর এসব দেওয়াল লিখনে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই এর ডাক দিলেও কিছু দেওয়ালে পাশাপাশি একাধিক দলের লিখন চোখে পড়ছে।এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে। প্রচারে এই দুটি দল অনেক এগিয়ে। যদিও বাদ যাচ্ছে না বাম এবং কংগ্রেস। কিন্তু সেই অর্থে অবশ্য বাম, কংগ্রেস দলের দেওয়াল লিখন খুব একটা চোখে পড়ছে না এ জেলায়। বাম তথা সিপিএমের দেওয়াল লিখন চোখে পড়লেও দেওয়াল লিখন একেবারে নেই কংগ্রেসের। সর্বশেষ তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হবার পর পূর্ব বর্ধমানে কংগ্রেসের প্রচার শুরু হলেও দেওয়াল লিখনে তাদের কোন ভূমিকা খুব একটা নেই বলে জানা গেছে। এর পাশাপাশি হুমায়ুন কবীরের দলের দেওয়াল লিখন নেই, হবে না বলেই জানা গিয়েছে। তারা ছোট বড়ো সভা, বাড়ি বাড়ি প্রচার চালানোর চেষ্টা করবেন বলে নেতৃত্ব জানিয়েছে। অন্যদিকে সব দলই এবার বিভিন্ন দেওয়ালে প্রার্থীর হয়ে স্টিকার সাঁটানো হচ্ছে। এছাড়াও দেওয়াল জুড়ে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বড়ো বড়ো ব্যানার। তবে সেই সব ব্যানারে দলীয় প্রার্থীর ছবি এবং চিহ্ন দিয়ে ভোট দেবার আবেদন জানানো হয়েছে। জেলার বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় এবার বেশিরভাগ দেওয়াল জুড়ে একই সঙ্গে দুই দলের প্রচার লিখন চোখে পড়বে। শহর ও গ্রামে একাধিক দেওয়াল লিখন এভাবেই হয়েছে। তুলনামূলকভাবে বামেরা এ ব্যাপারে অনেকটাই পিছিয়ে। ভাগাভাগির দেওয়ালে অবশ্য একে অপরের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিশেষ করে বিজেপি এবং তৃনমূল কংগ্রেস। একেবারে শুরুতে অবশ্য বিজেপি এবং তৃনমূল কংগ্রেসের মধ্যে দেওয়াল লিখন নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে ছোটখাটো বিবাদের ঘটনা সামনে আসে। কিন্তু এখন আর সেই বিবাদ নেই, দেওয়াল লিখনও শেষ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক আছে । তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিভিন্ন দেওয়ালে লেখা হয়েছে কুমোর পাড়ার গুরুর গাড়ি, বোঝাই করা লক্ষ্মীর হাঁড়ি, জেনে গিয়েছে জনতা, আসছে আবার মমতা। আবার বিজেপি তুলে ধরেছে এরাজ্যে নারী নির্যাতন, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে বিরোধীকে বিঁধেছে। কিন্তু বামেরা আবার আরও একধাপ এগিয়ে কিছু দেওয়ালে লিখে ছে-জেনে গিয়েছে জনতা, মোদীর লোক মমতা। মোদী মমতার সেটিং আছে, ১০০ দিনের কাজ গিয়েছে।

ভিন রাজ্যের বাস থেকে উদ্ধার গাঁজা

নয়া জামানা , আসানসোল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কমিশনের নির্দেশে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুরে আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃজেলা চেকপোস্টে নাকা চেকিং চলছে। রবিবার সকালে তেমনই এক বিশেষ অভিযানে চলাকালীন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আসানসোল উত্তর থানার ১৯ নং জাতীয় সড়কের জুবিলি মোড় নাকা পোস্টে ধানবাদ থেকে আসানসোলগামী (জিএইচ ১০সিডব্লু/ ২৬৮৯) একটি বাস থেকে ব্যাগে থাকা ২২ কেজি ৩০০ গ্রাম গাঁজা করা হয়েছে। এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।গাঁজা পাচারকারীর হদিশ পেতে পুলিশ ও নাকা চেকিংয়ের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা বাসের চালক, খালাসি, কনডাক্টর ও যাত্রীদের জেরা করেন। এই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় আসানসোল উত্তর থানার মামলা নং -১৪৩/২৬, তারিখ , ০৫/০৪/২০২৬, ধারা , ২০(বি) এনডিপিএস আইনে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।বাসের খালাসি বলেন, ধানবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে দুই যুবক দুটি ব্যাগ নিয়ে বাসে উঠেছিলেন। তার মধ্যে একটি ব্যাগ থেকে এই গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু যুবকেরা এই ব্যাগটি তাদের নয় বলে জানায়।এই প্রসঙ্গে, নাকা চেকিংয়ে থাকা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রবি কুমার গুপ্তা বলেন, বাসটি বোকারো , আসানসোল রুটের। এদিন বাসটি ধানবাদ থেকে আসানসোলে আসছিল। জুবিলি মোড়ে তল্লাশির সময় একটি ব্যাগ থেকে ২২ কেজি ৩০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

পূর্বস্থলীতে মমতার সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে পরিদর্শনে প্রার্থী স্বপন দেবনাথ

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ-এর সমর্থনে সোমবার এক নম্বর ব্লকের নিমতলা ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তৃণমুল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জনসভা। তার আগে রবিবার সকাল থেকেই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে ওঠে। এদিন আনুমানিক সকাল দশটা নাগাদ সভাস্থলে পৌঁছে প্রস্তুতির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখেন স্বপন দেবনাথ। ময়দান চত্বর ঘুরে তিনি সার্বিক প্রস্তুতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখে মুখি হয়ে তিনি জানান, প্রায় ৯০ শতাংশ প্রস্তুতির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলেও নির্ধারিত সময়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসাহ ও উদ্দীপনা। প্রার্থীর কথায়, প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। হেলিপ্যাডের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, প্যান্ডেল তৈরির কাজও শেষের দিকে।দুর্যোগের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, নেত্রী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছেন। তিনি যখ ন আসবেন বলে কথা দিয়েছেন, তখ ন আবহাওয়া কোনও বাধা নয়। আমাদের কাছে আবেগটাই সবচেয়ে বড় বিষয়।

সাহিত্য অঙ্গনের পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান সাহিত্য অঙ্গনের পঞ্চম বর্ষ পূর্তি উদযাপিত হল।বর্ধমানের জাগরী সভাগৃহে রমাপতি হাজরা মঞ্চে এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনার সঞ্চার হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট গুণীজনদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল নজর কাড়া। আক্ষরিক অর্থে এদিনের অনুষ্ঠানটি এক নান্দনিক মুখ রতায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি সুধাংশু রঞ্জন সাহা। অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সম্পাদক ও বিশিষ্ট সংগঠক বিকাশ বিশ্বাস।উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ শূর, বিশিষ্ট শিল্প উদ্যোগী ও কবি শেখ আলহাজউদ্দিন। অনুষ্ঠানে কবি পূর্ণিমা রায় প্রদত্ত অধ্যাপক মহিত রায় স্মৃতি সম্মাননায় ভূষিত হন কবি, সম্পাদক ও সংগঠক সুধাংশু রঞ্জন সাহা। কবিতা ও অনুগল্প পাঠ, সংগীত এবং সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বর্ধমান সাহিত্য অঙ্গনের সদস্যবৃন্দ সহ বহু বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী বৃন্দ। অনুষ্ঠানে স্পন্দন পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি কবি লক্ষণ দাস ঠাকুরা, দুই সহ-সভাপতি কবি কমলেন্দু পাল ও অভিষেক সাদরে আলম এবং দুই মুখ্য সঞ্চালক কবি বিপদতারণ মিশ্র ও কবি শেখ জাহির আব্বাস।

রবিবাসরীয় প্রচারে জোর বাম-বিজেপি-তৃণমূলের

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ ভোট বড় বালাই। তাই রবিবার চৈত্রের চড়া রোদেও সকাল থেকে সন্ধ্যা প্রচারে ব্যস্ত রইলেন সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা । বাড়ি বাড়ি প্রচার করে কেউ বললেন উন্নয়নের কথা, কেউ শুনলেন অভিযোগ, কেউ খোঁজ খ বর নিলেন পরিবার ও স্বাস্থ্যের।রবিবার সকাল থেকে জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সাব্বির হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামলা অঞ্চলজুড়ে জোরদার নির্বাচনী প্রচার করেন দলের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। অন্য দিকে ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডঃ বিজন মুখ র্জীও দলের কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে পৌঁছে যান চিচুড়িয়া এলাকায়।সেখানে সাত সকালে মা দলদলি মন্দিরে পূজো দিয়ে শুরু করেন চিচুড়িয়া অঞ্চলের চিচুড়িয়া গ্রাম, ডাহুকা গ্রাম, সুকান্তপল্লী, হাঁসডিহা ইত্যাদি এলাকায় নির্বাচনী প্রচার। একই দিনে বিকেলে ফের চিচুড়িয়া অঞ্চলেরই বাগডিহা, সিদ্ধপুর, চকতুলসী ভাড্ডা ও বেলডাঙ্গা গ্রামগুলিতে জনসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচার চালান বিজেপি প্রার্থী। তবে রাজনৈতিক ময়দানে কেউই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নাড়াজ। তাইতো এদিন রবিবারসরীয় প্রচারে জামুরিয়ার বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং কেউ দেখা গেল জামুরিয়া বিধানসভার বাহাদুরপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে দিনভর নির্বাচনী প্রচার চালাতে।

আর এদিনের রবিবাসরীয় প্রচারে কেউ দীর্ঘ ১৫ বছরের উন্নয়নের ডালি এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিষয়টিকে সামনে রেখে প্রচার চালান কেউবা জামুরিয়া বিধানসভা এলাকায় জল সংকট ও কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে সামনে রেখে জোরদার প্রচারে নামেন। দিনের শেষে জমজমাট এই রবিবাসরীয় প্রচারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মুখ থেকে উঠে আসে জনতা আমাদের পাশে আছে তাই আমরাই জয়ী হব। কিন্তু জনগণের রায়ে শেষ হাসি কে হাসবে জামুড়িয়ায় ? সেটি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-04-2026 04:20 Page 10

মোদীর সভা ঘিরে চাপে রাজ্য রাজনীতি, পরিবর্তনের বার্তা দিলীপ ঘোষের

বংশীধর সিংহ ।। নয়া জামানা ।। পুরুলিয়া

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ খারাপ আবহাওয়ার কারণে মেদিনীপুরে নির্ধারিত কর্মসূচি কিছুটা বদলালেও রাজনৈতিক বক্তব্যে কোনও খামতি রাখলেন না বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। বাংলোতেই বসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আসন্ন নির্বাচন, হিংসা এবং দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেন।

তাঁর কথায়, আসন্ন নির্বাচনে বাংলার মানুষ বড় পরিবর্তনের সাক্ষী হতে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন রাজ্য সফর নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন দিলীপ ঘোষ। তিনি জানান, আগামী ৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী আসানসোল, সিউড়ি এবং হলদিয়ায় একাধিক জনসভা করবেন। পাশাপাশি ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রায় ৮০ হাজার বুথ কর্মীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি। দিলীপ ঘোষের দাবি, এই যোগাযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে বুথ স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং ভোটের লড়াইয়ে কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তাঁর কথায়, এবার বাংলার মানুষ দেখবে গণতান্ত্রিকভাবে ভোট কীভাবে হয়। এদিন রাজ্যের শাসক দল ও মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করতেও ছাড়েননি বিজেপি নেতা। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে ভয় দেখিয়ে ভোট করানোর চেষ্টা চলছে এবং নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থাকে বারবার চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। মালদার মোথাবাড়ি এলাকায় সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনাকে তুলে ধরে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় অসামাজিক ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি সক্রিয় রয়েছে। তাঁর দাবি, প্রশাসন সময়মতো কঠোর ব্যবস্থা নিলে পরিস্থিতি এতটা উত্তপ্ত হতো না। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর ঘটনাকেও খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে প্রোডাকশন হাউসসহ সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব খতিয়ে দেখা দরকার। একই সঙ্গে শিল্পী ও বিনোদন জগতের কর্মীদের নিরাপত্তা ও আর্থিক সুরক্ষার বিষয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নির্বাচনী প্রস্তুতি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ জানান, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জয়ের সম্ভাবনাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বড় বড় সভার বদলে এবার পাড়া-পাড়া ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হবে। তাঁর মতে, বিজেপি কর্মীরাই বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দলের বার্তা দিচ্ছেন এবং মানুষের মধ্যেও পরিবর্তনের ইচ্ছা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মানবাজারে চোলাই মদের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান, নষ্ট ২২০ লিটার উপকরণ ও ৩০ লিটার মদ

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃপুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভা এলাকায় অবৈধ চোলাই মদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালাল মানবাজার সার্কেল আবগারি দপ্তর। শনিবার একাধিক এলাকায় এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করা হয়েছে এবং বেশ কিছু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, কেন্দা থানার অন্তর্গত বামনগোড়া, পিঁড়রা এবং কুড়ুকতুপা এলাকায় প্রথমে অভিযান চালানো হয়। পরে মানবাজার থানার জিতুজুড়ি, গোপালনগর ও রায়ডুংরী এলাকাতেও তল্লাশি চালানো হয়। একইসঙ্গে পুঞ্চা থানার পড়াডি, বিঁদুকোচা, বদড়া ও পুঞ্চা এলাকায়ও চোলাই মদের বিরুদ্ধে নজরদারি ও পেট্রোলিং করা হয়। অভিযান চলাকালীন আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা বেশ কয়েকটি সন্দেহজনক জায়গায় তল্লাশি চালান। সেখানে চোলাই মদ তৈরির

জন্য মজুত রাখা বিপুল পরিমাণ উপকরণ উদ্ধার হয়। পরে সেগুলি ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। আবগারি দপ্তর জানিয়েছে, এই অভিযানে মোট প্রায় ২২০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ এবং প্রায় ৩০ লিটার তৈরি চোলাই মদ নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অধিকারিকদের মতে, এলাকায় অবৈধ মদ তৈরির প্রবণতা রুখতেই এই ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালানো হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের তল্লাশি ও নজরদারি আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে আবগারি দপ্তর। এই অভিযানে এলাকায় চোলাই মদের কারবারে জড়িতদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুজো দিয়ে প্রচারের শুরু, ভগ্ন সেতু সংস্কারের প্রতিশ্রুতি-পিংলায় তৃণমূলকে নিশানা স্বাগতা মান্নার

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে জোর কদমে নেমে পড়েছেন বিজেপি প্রার্থী স্বাগতা মান্না । মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরের দিনই রবিবার সকাল থেকে তিনি এলাকায় জনসংযোগ শুরু করেন। প্রচারের সূচনায় গোপীনাথপুর এলাকার শীতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নেন তিনি। সকালে মন্দিরে শীতলা মায়ের পুজো দেওয়ার পর স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন স্বাগতা মান্না।

এরপর গোপীনাথপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যা ও দাবি-দাওয়ার কথা শোনেন।

পরে হাসিমনগর, আস্তি, বেলাড় এবং দুজিপুর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দোকানদার ও বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমর্থন চান। এদিন বেলাড়ের মংলামাড়ো বাজার এলাকায় দাঁড়িয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পিংলা এলাকায় রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়নি এবং অনেক জায়গায় এখনও পানীয় জলের সমস্যা রয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও তিনি দাবি করেন।

বিশেষ করে মঙ্গলা মায়ের মন্দির সংলগ্ন শঙ্খবাহিনী খালের উপর একটি ভগ্নপ্রায় সেতুর বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি।

সেই সেতুর উপর দাঁড়িয়েই স্বাগতা মান্না বলেন, প্রায় ১৫ বছর ধরে এই সেতুর কোনও সংস্কার হয়নি এবং প্রতিদিন বহু মানুষ ঝুঁকি নিয়ে এই সেতু পারাপার করছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, নির্বাচনে জয়ী হলে এই সেতুর দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, পিংলা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করা এবং নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করাও তাঁর

অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকবে। এরপর দুজিপুর বাজার এলাকাতেও জনসংযোগ কর্মসূচি চালিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমর্থন কামনা করেন বিজেপি ।

বৃষ্টির মাঝেই কেশপুরে ঘরে ঘরে শিউলি সাহা, রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে শুরু প্রচার

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ আবহাওয়া অনুকূলে না থাকলেও থেমে থাকেনি নির্বাচনী প্রচার। রবিবার সকাল থেকেই টানা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কেশপুর বিধানসভা এলাকায় জোরকদমে জনসংযোগে নামলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শিউলি সাহা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরের ৫ নম্বর অঞ্চলের অন্তর্গত উপরকোয়াই, মাকুলচক এবং কোকাবনি বুথ এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দিনের শুরুতেই স্থানীয় রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজের প্রচার কর্মসূচির সূচনা করেন শিউলি সাহা।

মন্দিরে প্রার্থনা সেরে এলাকার মানুষের কল্যাণ ও শান্তি কামনা করেন তিনি। এরপর বৃষ্টির মধ্যেই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন। মানুষের সমস্যার কথা শোনার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কাজের কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রচারের ফাঁকে শিউলি সাহা বলেন, রাম কোনও একটি দলের নন, তিনি সকলের ভক্তির প্রতীক।

যারা রামকে নিয়ে শুধুমাত্র রাজনীতি করে, তারা প্রকৃত অর্থে রামভক্ত হতে পারে না। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। বৃষ্টির মধ্যেও প্রার্থীর সক্রিয় উপস্থিতি এবং কর্মীদের উৎসাহ এলাকায় ভোটের আবহকে আরও উষ্ণ করে তুলেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের মতামত ও সমস্যার কথা জানার চেষ্টা করেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করতে চাইছেন তৃণমূল প্রার্থী। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এমন প্রচার কর্মসূচি এলাকায় ভোটের লড়াইকে আরও জমিয়ে তুলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

নীরব মনোনয়ন ঘিরে জল্পনা ! পুরুলিয়ায় সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদক্ষেপে সরগরম রাজনীতি

বংশীধর সিংহ, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে আবারও লড়াইয়ে নেমেছেন Sujay Banerjee। তবে এবার তাঁর মনোনয়ন দাখিলের ধরন ঘিরেই জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক আলোচনা। কারণ সাধারণত যেভাবে বড় মিছিল, ব্যান্ড-বাজনা এবং কর্মী-সমর্থকদের বিশাল জমায়েতের মধ্যে দিয়ে প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেন, এবার সেই ছবির একেবারেই উল্টো দৃশ্য দেখা গেল। জানা গেছে, কোনও বড় মিছিল বা প্রচার ছাড়াই জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে শান্তভাবে নিজের মনোনয়ন দাখিল করেন সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনাড়ম্বর মনোনয়নকে ঘিরেই এখন প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। অনেকেই মনে করছেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে পরাজয়ের পর এবার তিনি হয়তো কৌশলগতভাবেই এই পথ বেছে নিয়েছেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মত, এই সিদ্ধান্তের পেছনে দলীয় অন্দরের সমীকরণও থাকতে পারে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর কিছু নেতার অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছিল বলেও জানা যায়। সেই পরিস্থিতিতে বড় জমায়েত এড়িয়ে মনোনয়ন দাখিল করাই হয়তো নিরাপদ মনে করেছেন তিনি;এমন জল্পনাও শোনা যাচ্ছে। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি শিবিরও। বিজেপি নেতা গৌতম রায় দাবি করেছেন, পুরুলিয়ার মানুষ আগেই তৃণমূল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলেই তিনি বড় জনসমাবেশের পথে যাননি। সব মিলিয়ে, সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নীরব মনোনয়ন পুরুলিয়ার রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এখন দেখার, নির্বাচনের ময়দানে এই কৌশল কতটা কার্যকর হয় এবং ভোটের ফলাফলে তার প্রতিফলন কতটা দেখা যায়।

ঝাড়গ্রামে ধর্মেন্দ্র প্রধানের বার্তা-এন ই পি নিয়ে বিভ্রান্তি, বাংলায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত

শংকর বারিকনয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ রবিবার ঝাড়গ্রাম সফরে এসে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান । ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা এলাকার কর্মীদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে একটি বেসরকারি গেস্ট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষা নীতি থেকে শুরু করে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন নির্বাচনের আগে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে তিনি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০ বা এন ই পি-এর পক্ষে সাফাই দেন। তাঁর বক্তব্য, যারা এন ই পি-এর বিরোধিতা করছে, তারা আসলে নিজেদের মাতৃভাষার বিরোধিতা করছে। তিনি জানান, এই শিক্ষানীতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাতেই পড়াশোনা করা হবে। অর্থাৎ বাংলায় বাংলা ভাষায়, তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই নীতি নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্যের রাজনৈতিক

পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর দাবি, গত এক দশকে বিজেপি বাংলায় শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। লোকসভা নির্বাচনে দলের সাফল্য এবং বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবার বাংলার মানুষ পরিবর্তনের দিকেই এগোচ্ছে। তাঁর কথায়, মানুষ উন্নয়নের জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পক্ষে মত দেবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রাজ্য চালানো হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। নারী নিরাপত্তা ইস্যুতেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন, বাংলার নারীশক্তি এবার এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এদিনের কর্মী বৈঠকের মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্ব মূলত কর্মীদের মনোবল বাড়ানো এবং নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার বার্তাই দিতে চেয়েছে।

ভোটার তালিকায় নাম নেই! সরডিহায় বিক্ষোভে ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী

নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই ঝাড়গ্রাম জেলার গ্রামীণ এলাকার সরডিহায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে হঠাৎ করেই বাদ পড়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ ব্লকের সরডিহা অঞ্চলের বহু গ্রামবাসীর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রকাশিত নতুন ভোটার তালিকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম নেই। অথচ তাঁদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। ফলে হঠাৎ করে নাম বাদ পড়ায় ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এলাকায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তাঁরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত সমাধানের দাবি জানান। বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, কোনও পূর্ব নোটিস বা স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়াই কীভাবে এত মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ল? স্থানীয়দের বক্তব্য, অনেকের নাম ২০০২ সাল থেকেই ভোটার তালিকায় রয়েছে এবং তাঁরা প্রতিটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-04-2026 04:20 Page 11

গোঁসাবার সভা থেকে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ

অভিষেকের, বিধানসভায় পঞ্চাশের নিচেই থামবে বিজেপি

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রাজ্যজুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে উঠতেই রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সেই উত্তাপের আঁচ এবার স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গোঁসাবা বিধানসভা কেন্দ্রেও। গোঁসাবা বিধানসভার কাছারী বাজারে আয়োজিত এক জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন নজর কাড়ে। সভায় উপস্থিত হয়ে দলীয় প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলের সমর্থনে প্রচারে নামেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভা মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, এই বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পঞ্চাশের নিচে আসনে থেমে যাবে। তাঁর দাবি, মানুষের আস্থা এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের উপরেই রয়েছে এবং রাজ্যে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতেই মানুষ আবারও তৃণমূলকেই সমর্থন করবেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, গোঁসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। সুন্দরবনের মতো দুর্গম অঞ্চলে মানুষের পাশে থেকে কাজ করা এবং উন্নয়নের সুযোগ বাড়ানোই তৃণমূল সরকারের অগ্রাধিকার। তিনি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন করেন। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলও মানুষের সমর্থনের উপর ভরসা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই মানুষের সমর্থন আরও স্পষ্ট হচ্ছে। গোঁসাবা বিধানসভায় মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদই আমার শক্তি। আমি গোঁসাবাকে বুক দিয়ে আগলে রাখব;এটাই আমার অঙ্গীকার। গোঁসাবা বিধানসভা কেন্দ্র মূলত গোঁসাবা ও বাসন্তী;এই দুই ব্লক নিয়ে গঠিত। সুন্দরবনের নদীঘেরা এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও অনেকটাই সীমিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো সমস্যার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয় এখানকার মানুষকে। তাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। সভা থেকে সুব্রত মণ্ডল স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান।

তিনি বলেন, গোঁসাবা গ্রামীণ হাসপাতালের ভবন সংস্কার ও জরুরি বিভাগের পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো বাড়ানো এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে কাছারী বাজারের এই জনসভা গোঁসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারে নতুন গতি এনে দিয়েছে। এখন দেখার, ভোটের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত গোঁসাবার মানুষ কাকে সমর্থন করেন এবং কার হাতেই তুলে দেন এই কেন্দ্রের দায়িত্ব।

ভোটার তালিকা থেকে ৪৮৯ জনের নাম উধাও ! বিক্ষোভে ফুঁসছে বসিরহাটের গয়ড়া গ্রাম

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায়। বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকের বেগমপুর বিবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গয়ড়া গ্রামে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, তালিকা থেকে হঠাৎ করেই বাদ পড়েছে প্রায় ৪৮৯ জন ভোটারের নাম। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে এবং বহু মানুষ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গয়ড়া গ্রামের ৯ নম্বর ও ৯এ বুথে মোট ৫৮৭ জন ভোটারের নাম আগে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-এ ছিল। কিন্তু পরে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা যায়, তাদের মধ্যে ৪৮৯ জনের নাম তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছেন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) নাইটিঙ্গেল চৌধুরী নিজেও। তিনি জানান, ২০০২ সাল থেকেই তিনি ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সব নথিও তাঁর কাছে রয়েছে। তবুও তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ায় তিনি বিস্মিত। শুধু তাই নয়, ৯ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য গিয়াস উদ্দিন সেখের পরিবার থেকেও প্রায় ২০ জনের নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। একইভাবে ৯এ বুথের পঞ্চায়েত সদস্য এন্তাজ সেখ ও তাঁর পরিবারের পাঁচ সদস্যের নামও তালিকা থেকে মুছে যাওয়ার দাবি উঠেছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। ফলে বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিক্ষোভকারীরা হাতে ভোটার পরিচয়পত্র নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন;এত মানুষের নাম বাদ দিয়ে কীভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব? বর্তমানে এলাকায় ভোট প্রচারের থেকে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম ফিরিয়ে আনার লড়াই। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

হাড়োয়ায় তৃণমূলের জোরদার সংগঠন, প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিনের সমর্থনে কর্মীসভা ব্লক সভাপতির

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ১২১ নম্বর হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও মজবুত করতে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে দলীয় নেতৃত্ব। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে হাড়োয়া এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মীসভাটি অনুষ্ঠিত হয় হাড়োয়া অঞ্চলের জ্যাঙ্গাল আটী গ্রামে। সভায় প্রধান উপস্থিতি ছিলেন হাড়োয়া ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিক আহমেদ মাদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ১২১ হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিন, এলাকার অঞ্চল নেতৃত্ব ও ব্লক স্তরের একাধিক নেতা-কর্মী। সভায় বক্তারা আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। কর্মীদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে এবং প্রত্যেকটি বুথে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপরও জোর দেন নেতৃত্ব। ব্লক সভাপতি শফিক আহমেদ মাদার সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিনকে জয়ী করতেই হবে। তিনি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরার আহ্বান জানান। সভা শেষে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আসন্ন নির্বাচনের আগে এই ধরনের কর্মীসভা তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করছেন দলীয় নেতৃত্ব।

ভোটের আগে সীমান্তে কড়া নজরদারি, সুন্দরবন লাগোয়া এলাকায় টহলে পুলিশ-প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ২৯ তারিখে এই মহকুমার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সেই ভোটকে শান্তিপূর্ণ ও অবাধভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সীমান্তবর্তী ও সুন্দরবন লাগোয়া এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন শুরু করেছে। জানা গেছে, জেলা পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় টহল দিচ্ছেন। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং নদীবেষ্টিত সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামগুলোতে স্থলপথের পাশাপাশি জলপথেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নদীপথে নৌকা ও স্পিডবোটের মাধ্যমে টহল চালিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় প্রশাসনিক আধিকারিকরা স্থানীয় সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন। ভোটারদের আশ্বস্ত করে তারা জানান, ভয়মুক্ত পরিবেশে যাতে সবাই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই বিষয়েই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোনো সমস্যা বা ভয়ভীতি থাকলে তা প্রশাসনকে জানাতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনকে ঘিরে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য আগাম সতর্কতা হিসেবে এই টহল ও পরিদর্শন চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চও করা হচ্ছে, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে যায়। সব মিলিয়ে ভোটের আগে বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত ও সুন্দরবন লাগোয়া এলাকায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন। তাদের মূল লক্ষ্য একটাই;শান্তিপূর্ণ, অবাধ এবং স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

বসিরহাট উত্তরে বিজেপির প্রার্থী বদল ! নারায়ণ মণ্ডলের জায়গায় কৌশিক সিদ্ধান্ত

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বড়সড় পরিবর্তন আনল বিজেপি। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগের ঘোষিত প্রার্থী নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডলের পরিবর্তে এবার নতুন প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে কৌশিক সিদ্ধান্তের নাম। এই প্রার্থী বদলকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই বসিরহাট উত্তর বিধানসভা এলাকায় বিজেপির অন্দরে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডলকে প্রার্থী হিসেবে মানতে রাজি ছিলেন না দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা। সেই অসন্তোষ ধীরে ধীরে প্রকাশ্য বিক্ষোভে রূপ নেয়। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা আগে বসিরহাটে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলীয় নেতা, কর্মী ও সমর্থকেরা বিক্ষোভ দেখান এবং প্রার্থী বদলের দাবি তোলেন। এরই মধ্যে এলাকায় প্রচারও শুরু করে দিয়েছিলেন আগের ঘোষিত প্রার্থী। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় দেয়াল লিখনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এখন নতুন করে প্রচার ও দেয়াল লিখনের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে বিজেপিকে। দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, স্থানীয় কর্মীদের মতামত এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করছে বিজেপি নেতৃত্ব। তবে প্রার্থী বদলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বসিরহাটের রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, নতুন প্রার্থীকে সামনে রেখে বিজেপি কতটা সংগঠনকে একজোট করে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে পারে।

মিনাখাঁয় তৃণমূলের সভা মঞ্চে চমক, বিজেপি ছেড়ে ২০ কর্মীর যোগদান

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই বড় রাজনৈতিক চমক দেখা গেল। তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার সভা থেকেই প্রায় ২০ জন সক্রিয় বিজেপি কর্মী দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। রবিবার মিনাখাঁ ব্লকের ধুতুরদহ অঞ্চলের দেবীতলা বাজারে একটি বড় নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা ঘিরে এলাকায় ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঊষা রানী মন্ডল । তাঁর সমর্থনে আয়োজিত এই কর্মীসভায় বহু কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। সভাটি মূলত মিনাখাঁ ব্লক ১-এর সভাপতি সাইফুদ্দিন মোল্লার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতারা দাবি করেন, রাজ্যে মমতা ব্যানার্জী ,এর উন্নয়নমূলক কাজেই অনুপ্রাণিত হয়ে বিজেপির একাধিক কর্মী তৃণমূলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করছেন। এদিন বিজেপি থেকে আসা ২০ জন কর্মী স্বেচ্ছায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। যোগদানকারী কর্মীরা জানান, উন্নয়নের স্বার্থে এবং এলাকার মানুষের পাশে থাকার লক্ষ্যে তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ঊষা রানী মন্ডল, ব্লক সভাপতি সাইফুদ্দিন মোল্লা সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা ও কর্মীরা। সভা শেষে নেতারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই যোগদানের ফলে মিনাখাঁ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে।

বন্যশ্যামনগরে ৯৬ লক্ষ টাকার রাস্তা নিয়ে বিতর্ক, উন্নয়ন না নিম্নমানের কাজ, মুখোমুখি শাসক ও বিরোধী

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথর প্রতিমা ব্লকের বন্যশ্যামনগর এলাকায় প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ একটি কংক্রিট রাস্তা ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। রাস্তার কাজ বারবার বন্ধ হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে শাসক দল ও বিরোধী দলের মধ্যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পালা শুরু হয়েছে, যার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই বন্যশ্যামনগর এলাকায় একটি পাকা রাস্তার দাবি ছিল। বর্ষাকালে কাদা ও জল জমে যাওয়ার কারণে এলাকার মানুষকে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হতো। সেই সমস্যার সমাধান করতে সম্প্রতি প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কংক্রিট ঢালাইয়ের মাধ্যমে একটি নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু কাজ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই একাধিকবার সেই কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকার কিছু ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে উন্নয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। তাদের দাবি, সব সরকারি নিয়ম মেনেই রাস্তার কাজ করা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যই এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। শাসক দলের বক্তব্য, রাজনৈতিক স্বার্থে কিছু মানুষ এই উন্নয়নের কাজকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের দাবি, রাস্তার কাজ নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করে করা হচ্ছে এবং নির্মাণে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত মান বজায় রাখা হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় সাধারণ মানুষ কিছুটা দ্বিধায় পড়েছেন।

হাড়োয়ায় ৯ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা, প্রস্তুতিতে তৃণমূল নেতৃত্বের মাঠ পরিদর্শন

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় আগামী ৯ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মমতা ব্যানার্জী ,এর একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসভা। বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া ব্রিজ সংলগ্ন সার্কাস ময়দানেই এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হাড়োয়া ও মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী;ঊষা রানী মন্ডল এবং মুফতি আব্দুল মাতিন সাহেবের সমর্থনে এই জনসভা করবেন তৃণমূল নেত্রী। সভাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি।

সার্কাস ময়দানের পাশেই তৈরি করা হচ্ছে একটি অস্থায়ী হেলিপ্যাড। সেখানেই অবতরণ করবে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার।

এরপর সেখান থেকে মাত্র এক মিনিট হেঁটে তিনি মূল মঞ্চে পৌঁছবেন বলে জানা গেছে। সভা ঘিরে এলাকার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। রবিবার সভাস্থল পরিদর্শনে যান বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম। তিনি মাঠের বিভিন্ন প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

সভা সফল করতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আর কী কী উন্নতি দরকার, সেই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

স্বরূপনগর সীমান্তে বিএসএফের জালে বাংলাদেশি, দুই মহিলা দালালসহ তিনজন গ্রেপ্তার

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল বিএসএফ।

এই ঘটনায় দুই মহিলা দালালকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের তৎপরতায় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে আসে। পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ ১৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা স্বরূপনগর সীমান্তের তারালি বিএওপি এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। সেই সময় সন্দেহজনকভাবে কয়েকজনকে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে তাদের আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা দালালের সাহায্যে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি মহিলা রয়েছেন, তাঁর নাম শারমিন খাতুন ওরফে শান্তা।

১২
৬ এপ্রিল ২০২৬

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

মিছিল করে শুভেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে নমিনেশন জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। নয়া জামানা। খড়গপুর

প্রচারের ফাঁকে সৌজন্যের ছবি;রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে বিজেপি জেলা সভাপতি শ্যামল রায়-এর বাড়িতে আশীর্বাদ নিতে গেলেন তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়। ছবি ঃ সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা

রবিবার সামসেরগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী সমর্থনে প্রচার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নয়া জামানা ।। মুর্শিদাবাদ

জাহান্নগরে কর্মী বৈঠক দিয়ে প্রচার শুরু, বড়মা মন্দিরে পুজো বসুন্ধরা গোস্বামীর। ছবি-অত্রি চক্রবর্তী। নয়া জামানা ।পূর্বস্থলী।

রবিবার ছুটির দিন রতুয়া-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে ৪৮ রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সমর মুখার্জি কর্মী বৈঠক করেন। ছবি ঃ উমার ফারুক, নয়া জামানা

বেলেঘাটা ওয়ার্ড ৩৩-এ প্রচারে কুণাল ঘোষ, সুভাষ সরোবরে প্রাতঃভ্রমণ ও লেক ডিস্ট্রিক্টে চা-বৈঠক। পবিত্র ও চিনু বিশ্বাসের আয়োজনে মানুষের আন্তরিকতায় আপ্লুত প্রার্থী। নয়া জামানা । বেলেঘাটা

আউসগ্রাম বিধানসভা আসনে এসইউসিআই প্রার্থী মনসা মেটের ভোট প্রচার। ছবি ঃ আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান

ভরতপুর বিধানসভার তালগ্রাম অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন ভোট প্রচার। নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ

শ্যামপুকুর বিধানসভার ২১নং ওয়ার্ড জুড়ে প্রচার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ শশী পাঁজার।নয়া জামানা। শ্যামপুকুর

ভোটের প্রচারে মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৈকত পাঁজা। নয়া জামানা । বর্ধমান

রবিবার কোচবিহারের ঐতিহাসিক রাসমেলা ময়দানের বিজয় সংকল্প সভা থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি নয়া জামানা।। কোচবিহার

রবিবার সকালে খড়্গপুরের ১৬ নং ওয়ার্ডের প্রচার করলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। নয়া জামানা । খড়্গপুর

হরিহরপাড়ায় সিপিআইএম প্রার্থী জামির মোল্লার সমর্থনে প্রচার করলেন মহম্মদ সেলিম। নয়া জামানা। মুর্শিদাবাদ

ফালাকাটা শহরের ৯ ও ১০ নং ওয়ার্ডে প্রচারে ফালাকাটা বিধান সভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায় । ছবি ঃ সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা

সাতগাছিয়ায় তৃণমূল প্রার্থী সমর্থনে ভোট প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়া জামানা ।। সাতগাছিয়া

রঘুনাথগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী আখরুজ্জামানের সমর্থনে রোড শো করলেন সাংসদ দেব। নয়া জামানা। মুর্শিদাবাদ

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-04-2026 04:20 Page 13

‘পিকচার আভি বাকি হ্যায়’, সংঘাতের মাঝেই আপকে নিশানায় নিয়ে ‘ট্রেলার’ দেখালেন রাঘব

আম আদমি পার্টির সঙ্গে সংঘাতের মাঝেই এবার সোশাল মিডিয়ায় নয়া পোস্ট সাংসদ রাঘব চাড্ডার । সংসদে নিজের কাজের ঝলক সামনে এনে নিজের দল তথা সমালোচকদের জবাব দিলেন আপ সাংসদ। পাঞ্জাবের পক্ষে সংসদ কাঁপানো ভাষণের ট্রেলার তুলে ধরে রাঘবের বার্তা, ‘এটা ট্রেলার পিকচার আভি বাকি হ্যায়।’ সাংসদ রাঘবের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলেছে আপ। দাবি করা হয়, পাঞ্জাব থেকে সাংসদ হয়ে গিয়েছেন তিনি অথচ পাঞ্জাবের মানুষের সমস্যা নিয়ে সংসদে মুখ খোলেন না তিনি।

আম আদমি পার্টির সঙ্গে সংঘাতের মাঝেই এবার সোশাল মিডিয়ায় নয়া পোস্ট সাংসদ রাঘব চাড্ডার । সংসদে নিজের কাজের ঝলক সামনে এনে নিজের দল তথা সমালোচকদের জবাব দিলেন আপ সাংসদ। পাঞ্জাবের পক্ষে সংসদ কাঁপানো ভাষণের ট্রেলার তুলে ধরে রাঘবের বার্তা, ‘এটা ট্রেলার পিকচার আভি বাকি হ্যায়।’ সাংসদ রাঘবের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলেছে আপ। দাবি করা হয়, পাঞ্জাব থেকে সাংসদ হয়ে গিয়েছেন তিনি অথচ পাঞ্জাবের মানুষের সমস্যা নিয়ে সংসদে মুখ খোলেন না তিনি। আপের এই অভিযোগের পালটা রবিবার সোশাল মিডিয়ায় ২.৫৯ মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন রাঘব। যেখানে পাঞ্জাবের একাধিক সমস্যা নিয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এর মধ্যে রয়েছে, শ্রী নানকানা সাহিব করিডর, পাঞ্জাবের কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, ক্যানসার ট্রেন, বায়ু দূষণ, জল সমস্যা-সহ আরও নানা ইস্যু। একইসঙ্গে রাঘব লেখেন, ‘পাঞ্জাব আমার জন্য কোনও ভাষণের বিষয় নয়। এটা আমার বাড়ি, আমার কর্তব্য, আমার মাটি এবং সর্বোপরি আমার আত্মা। এদিকে রাঘবের বিরুদ্ধে নতুন করে বিস্ফোরক অভিযোগে তুলেছেন আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ। তিনি অভিযোগ করেন, রাঘব তাঁর সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে মোদির সমালোচনামূলক সমস্ত ভিডিও ডিলিট করেছেন। সোশাল মিডিয়ায় সৌরভ লেখেন, ‘কিছু লোকজনের পরামর্শে আমি রাঘবের টাইমলাইনে বিজেপি ও মোদি লিখে সার্চ করি। তবে সেখানে কোনও সমালোচনামূলক ভিডিও আমি দেখি নি। যার অর্থ উনি সোশাল মিডিয়া থেকে সমস্ত সমস্ত সমালোচনামূলক ভিডিও মুছে দিয়েছেন। এখন সেখানে মাত্র ২টি পোস্ট। সেটাও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসাসূচক।’ উল্লেখ্য, দলের সঙ্গে সংঘাতের জেরে রাঘবকে রাজ্যসভার ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে আম আদমি পার্টি। শুধু তাই নয়, রাজ্যসভায় একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাঘবের বদলে ডেপুটি লিডার করা হবে অশোক মিত্তলকে। শুধু তাই নয়, আপের বরাদ্দ সময় থেকে বলার জন্য সময়ও দেওয়া

১০৫ বছরে চিরবিদায়, প্রয়াত পদ্মশ্রী চিকিৎসক মণি ছেত্রী

প্রয়াত কিংবদন্তি চিকিৎসক মণি ছেত্রী। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। রবিবার রাত ১০টা বেজে ১৫ মিনিটে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পদ্মশ্রী চিকিৎসক। বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন পনেরো আগে মাথায় আঘাত পান তিনি। এর পরেই বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা ছিলেন মণি ছেত্রী। তাঁর চেষ্টায় এই হাসপাতালে তৈরি হয়েছিল ইনটেনসিভ থেরাপি ইউনিট তথা আইটিইউ সেটআপ। এছাড়াও এনডোক্রিনোলজি, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, ডায়াবিটিস, রিউম্যাটোলজির মতো আলাদা আলাদা বিভাগ চালু হয় তাঁর উদ্যোগে। যা রাজ্যের যে কোনও হাসপাতালে প্রথম। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসককে শ্রদ্ধা জানাতে সোমবার রাজ্যের সমস্ত চিকিৎসকরা কর্মস্থলে কালো ব্যাজ পরে আসবেন।

১৯২০ সালের ২৩ মে দার্জিলিঙে জন্মগ্রহণ করেন মণি কুমার ছেত্রী। প্রাথমিক শিক্ষা দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি প্রাইমারি স্কুলে। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৪ সালে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক। ১৯৪৯-এ চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতকোত্তর করেন তিনি। এরপর চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে আরও পড়াশোনার জন্য যান বিদেশে। ১৯৫৫ সালে লন্ডনের রয়্যাল কলেজ ফিজিসিয়ানস থেকে এমআরসিপি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯-এ আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজির ফেলোশিপ অর্জন। ১৯৭২ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস থেকে ফেলোশিপ। ১৯৭৩ সালে রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানসের ফেলোশিপ। লন্ডন থেকে ফিরে কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে শুরু মণি ছেত্রীর কর্মজীবন। যোগ দেন রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে। পরবর্তীকালে বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কনসালট্যান্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে তাঁকে নিয়ে আসা হয় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে। বর্তমানে যাকে সবাই এসএসকেএম বলে চেনে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৪ সালে ডা. মণি কুমার ছেত্রীকে পদ্মশ্রীতে সম্মানিত করে ভারত সরকার।

অব্যাহত ইরান যুদ্ধ, ৩১ মে পর্যন্ত ইজরায়েলে উড়ান বন্ধ করল এয়ার ইন্ডিয়া, বিপাকে ৪০ হাজার ভারতীয়!

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে ভারত-ইজরায়েল উড়ান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল এয়ার ইন্ডিয়া। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, আগামী ৩১ মে পর্যন্ত নিউ দিল্লি-তেল আভিভ উড়ান বন্ধ করেছে বিমানসংস্থা। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই যা বিঘ্নিত হচ্ছিল। যুদ্ধের কারণে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ। একে অপরের বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল-আমেরিকা ও ইরান। এই অবস্থায় অধিকাংশ প্রধান বিমান সংস্থাগুলি তেল আভিভ রুটে তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেছে। শুধুমাত্র এল আল, ইজরাএয়ার, আরকিয়া ও এয়ার হাইফার-এর মতো ইজরায়েলি বিমান সংস্থাগুলি কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এয়ার ইন্ডিয়া উড়ান চলাচল সাময়িক ভাবে স্থগিত করায় উদ্বিগ্ন ইজরায়েলে বসবাসকারী ৪০ হাজারের বেশি ভারতীয়। যাঁরা ব্যক্তিগত বা পেশাগত কারণে কিংবা এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা থেকে বাঁচতে ভারতে ফিরতে ইচ্ছুক। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে আসতে হলে প্রথমে স্থলপথে জর্ডন কিংবা মিশরে যেতে হবে, সেখানে থেকে দিল্লিগামী বিমান মিলবে। এই বিষয়ে প্রবাসীদের সাহায্য করছে ইজরায়েলে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রে ধ্বংস ইজরায়েলের ড্রোনের আঁতুড়ঘর, ‘সব শেষ’ দাবি সিইও-র

‘ছোট্ট লড়াই’ বলে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে একমাস পেরিয়ে গেলেও যুদ্ধ থামার নাম নেই, বরং উত্তরোত্তর তা আরও গুরুতর আকার নিয়েছে। এবার ইজরায়েলের ড্রোনের আঁতুড়ঘরে মারণ হামলা চালাল ইরান। ড্রোন কারখানায় হামলার কথা ইজরায়েল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার না করলেও। ড্রোন নির্মাণ সংস্থার তরফে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

সংস্থার সিইও জানিয়েছেন, ইরানের হামলা কারখানা পুরোপুরি ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভ থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার দূরে পেতাহ টিকভা শহরে ছিল এই ড্রোন কারখানা। যা পরিচালনার দায়িত্বে ছিল ‘এরো সোল এভিয়েশন সলিউশন’। জানা যাচ্ছে, ড্রোন নির্মাণের পাশাপাশি এই কারখানায় তৈরি করা হত যুদ্ধবিমানের পাইলটদের হেলমেট, বোমা তৈরির সরঞ্জাম-সহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম।

ইজরায়েল সেনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পণ্য প্রস্তুতকারী এই সংস্থায় ইরানের হামলা দেশটির জন্য বিরাট ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। সংস্থাটির সিইও ইজরায়েল ভ্যাসেরলফ বলেন, অত্যন্ত গোপনে এই কারখানায় তৈরি হত সামরিক যন্ত্রপাতি ও ড্রোন। সেভাবে কেউই এর অস্তিত্বের কথা জানত না। ফলে সুপরিকল্পিতভাবে এই কারখানার উপর ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। তবে কীভাবে তারা কারখানার সন্ধান পেল তা ভেবে পাচ্ছে না নিয়ে সংশয়ে ইজরায়েলের গোয়েন্দারা। সংস্থার সিইও আরও জানান, তক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গোটা কারখানা কার্যত ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। সব শেষ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এতটাই যে নতুন করে সেখানে কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

‘ছোট্ট লড়াই’ বলে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে একমাস পেরিয়ে গেলেও যুদ্ধ থামার নাম নেই, বরং উত্তরোত্তর তা আরও গুরুতর আকার নিয়েছে। এবার ইজরায়েলের ড্রোনের আঁতুড়ঘরে মারণ হামলা চালাল ইরান। ড্রোন কারখানায় হামলার কথা ইজরায়েল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার না করলেও। ড্রোন নির্মাণ সংস্থার তরফে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

এবার ইরানের হামলার মুখে মার্কিন গোয়েন্দারা, জোড়া ড্রোনের ‘ছোবলে’ জতুগৃহ রিয়াধের সিআইএ দপ্তর

রবিবার ৩৭ দিনে পড়ল ইরান যুদ্ধ। আমেরিকা-ইজরায়েলের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের লাগাতার হামলার পরেও পালটা হামলায় তেহরান বুঝিয়ে দিচ্ছে; তারা ভাঙলেও মচকাতে রাজি নয়। নতুন করে মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরে হামলা চালাল তারা। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমের দাবি, শনিবার গভীর রাতের হামলায় সৌদি আরবের মার্কিন দূতাবাসে সিআইএ-র দপ্তরটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মধ্যরাতে পর পর দু'টি ড্রোন আছড়ে পড়ে সেখানে। যদিও নামানো হয়। শুধু তাই নয়, আইআরজিসির তরফে জানানো হয়েছে, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী দুটি ব্ল্যাক হোক হেলিকপ্টারকে ধ্বংস করেছে। এছাড়া ইজরায়েলের দুটি ড্রোনও ধ্বংস হয়েছে এই অভিযানে। অর্থাৎ ইরানের দাবি যদি সত্যি হয়, তবে পাইলট উদ্ধারে নেমে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে আমেরিকা। অন্যদিকে ইরানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, মার্কিন সেনার অভিযানে এবং তাদের এলোপাথাড়ি বোমাবর্ষণে ইরানের ৫ নাগরিকের

এই বিষয়ে পেন্টাগন সরাসরি কোনও বিবৃতি দেয়নি। ইরানে ঢুকে এফ-১৫ই স্ট্রাইক ঈগলের পাইলটকে উদ্ধার নিয়ে দাবি, পালটা দাবির মধ্যেই রবিবার জানা গিয়েছে, রিয়াধে সিআইএ-র দপ্তরে হামলা চালিয়েছে তেহরান। ‘দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ড্রোন হামলায় মার্কিন দূতাবাসের একাংশ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও সৌদির প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে দাবি করা হয়েছে, সিআইএ-র দপ্তরের খুব একটা ক্ষতি হয়নি। যদিও নির্দিষ্ট ভবনটিতে আগুন ধরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, পেন্টাগন এবং স্থানীয় প্রশাসন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেয় মার্কিন দূতাবাসের যে সিআইএ-র দপ্তরকে, সেখানে ড্রোন হামলা হল কীভাবে? তবে কি মার্কিন প্রযুক্তিকেও পিছনে ফেলে দিচ্ছে ইরান? এদিকে ইরানের একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মার্কিন যুদ্ধবিমানের পাইলটকে উদ্ধার করতে গিয়ে ইরানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে পড়তে হয় মার্কিন যোদ্ধাদের। এই অভিযানে আসা একাধিক মার্কিন বিমানকে নিশানা করা হয়। ইরানি সেনার হামলায় দক্ষিণ ইসফাহানে মার্কিন সেনার একটি সি-১৩০ বিমানকে গুলি করে মৃত্যু হয়েছে। গত রাতে আমেরিকা কোহ-ই-সিয়াহ এলাকায় তাদের পাইলটের সন্ধানে নেমেছিল। সেখানেই গোলাগুলি চলাকালীন মৃত্যু হয় ৫ জনের। নিহত সকলেই কোহগিলুয়ে এবং বোয়ের আহমদ প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ইরানে অপারেশনে গিয়ে ভেঙে পড়ে আমেরিকার দুই যুদ্ধবিমান। সেদিনই একজন পাইলটকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, আমেরিকার এফ-১৫ই স্ট্রাইক ঈগলের পাইলটকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ইরানের তরফেও ওই পাইলটকে হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। নিখোঁজের দুই দিন পর রবিবার সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, দুঃসাধ্য সেই অভিযান সফল হয়েছে। ২ দিন নিখোঁজ থাকার পর উদ্ধার করা হয়েছে পাইলটকে। পাইলটকে উদ্ধার করতে এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল, এইচএইচ-৬০ডব্লিউ ‘জলি গ্রিন টু’ উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার, এ-১০ ওয়ারথগ অ্যাটাক জেট, একটি এইচসি-১৩০ উদ্ধারকারী মিড-এয়ার ট্যাংকার, এফ-৩৫ স্টেলথ জেট, স্পেশাল ফোর্সেস এবং অনুসন্ধানকারী দলের বিশেষ ইউনিট।

পছন্দের যুবককে বিয়ের ‘অপরাধ’, বাবার হাতে ‘খুন’ তরুণী, হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দিল পুলিশ!

নিজের পছন্দের যুবককে বিয়ে করেছিলেন, এই ‘অপরাধে’ ২২ বছরের তরুণীকে শ্বাসরোধ করে হত্য করল পরিবারের লোকেরা! মূল অভিযুক্ত জন্মদাতা পিতা। এই হত্যাকাণ্ডকে আত্মহত্যা বলে চালাতে স্থানীয় থানার এক পুলিশ আধিকারিকের সাহায্য নেয় পরিবার। অভিযোগ, এর জন্য মোটা অঙ্কের ঘুষ দেয় তারা। যদিও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছে পরিবারে লোকেরা। অন্যদিকে সাসপেন্ড করে তদন্ত শুরু হয়েছে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারের বিরুদ্ধে।

অন্ধ্রপ্রদেশের মার্চেলা শহরের ঘটনা। খুন হয়েছেন চৌদেশ্বরী। এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর। এর বিরুদ্ধে ছিল পরিবার।

এই অবস্থায় গত ৪ মার্চ পালিয়ে পছন্দের যুবকের সঙ্গে বিয়ে করেন তরুণী। এর পর স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডাইরি করে পরিবার। ১৫ মার্চ যুগলকে চিহ্নিত করে পুলিশ। অভিযোগ, মার্চেলার সার্কেল ইন্সপেক্টর জোর করে সাবালক তরুণীকে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এমনকী পুলিশ আধিকারিক তরুণীকে হুমকি দিয়ে গৃহবন্দি থাকতে বলেন। এর তিন দিন পর

বাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয় তরুণীর। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ আধিকারিক ঘুষ দিয়ে খুনের ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করেন। যদিও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট প্রকাশ্যে চলে আসে। সেখানে জানানো হয়; ঘুমন্ত অবস্থায় বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে চৌদেশ্বরীকে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তরুণীর বাবা চন্দ্রশ্রীনু এবং অন্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে আরও উঠে এসেছে; সম্প্রতি ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা তুলেছে পরিবারটি। মনে করা হচ্ছে, খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে ওই টাকা দেওয়া হয়েছিল অভিযুক্ত সার্কেল ইন্সপেক্টরকে। ঘুষ নিয়ে খুনের প্রমাণ লোপাট-সহ একাধিক অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে ওই পুলিশ আধিকারিককে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 06-04-2026 04:20 Page 14

প্রথম পেসার হিসেবে ২০০ উইকেট, আরসিবি'কে জিতিয়ে আইপিএলে নয়া নজির ভুবনেশ্বরের

আইপিএলে আরও একটা সহজ জয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। সেই সঙ্গে নয়া নজির গড়লেন ভুবনেশ্বর কুমার। আইপিএলে ২০০ উইকেট হয়ে গেল ভারতীয় পেসারের। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ২০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়ার নজির গড়লেন তিনি। আর একমাত্র পেসার হিসেবে এই নজির গড়লেন ভুবি। ২০০৯ সালে আইপিএলে আরসিবি'র জার্সিতে অভিষেক হয় উত্তরপ্রদেশের বোলারের। মাঝে দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদে। গতবছর বেঙ্গালুরুতে ফিরে আসেন। আরসিবি'কে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নেন। এবারও দারুণ ফর্মে আছেন। প্রথম ম্যাচে একটি উইকেট পান। আর চেন্নাইয়ের ম্যাচে ৪১ রান দিয়ে পকেটে ঢোকে ৩ উইকেট। তার মধ্যে আয়ুষ মাত্রের ক্যাচ রজত পাতিদার ধরতেই ২০০ উইকেটের ক্লাবে ঢুকে পড়েন ভুবনেশ্বর। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উইকেট রয়েছে যুজবেন্দ্র চাহালের (২২৪) নামে। তিনিই প্রথম ২০০ উইকেট শিকার করেন। এরপর ভুবনেশ্বর (২০০), সুনীল নারিন (১৯৩) পীযুষ চাওলা (১৯২), রবিচন্দ্রন অশ্বিন (১৮৭)। জশপ্রীত বুমরাহর উইকেট সংখ্যা ১৮৩। অর্থাৎ প্রথম পেসার হিসেবে ২০০ উইকেটের নজির গড়লেন ভুবনেশ্বর। এর মধ্যে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ১৪৫ ম্যাচে তুলেছেন ১৫৭ উইকেট। এছাড়া পুনে ওয়ারিয়ার্সের হয়েও খেলেছিলেন তিনি। গত মরশুমে আরসিবি'র হয়ে পেয়েছিলেন ১৭টি উইকেট। ডেথ ওভারে এখনও ভুবনেশ্বর সুনিপুণ। সুইংয়ে বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে পারদর্শী। তবে ২০২২ সালের পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে ভুবনেশ্বর।

লখনউ জিততেই চোখে জল গোয়েঙ্কার, মাঠে নেমে পন্থকে দেখে কী করলেন?

লখনউ সুপার জায়ান্টস আর অধিনায়কের সঙ্গে বিতর্ক, এ যেন প্রতিটা আইপিএলের 'স্বাভাবিক' ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে একটা জয়েই ছবিটা বদলে গেল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে মরশুমের প্রথম জয় পেল লখনউ। তারপরই চোখে জল এলএসজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার। কদিন আগে ভাইরাল হয়েছিল দলের অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সঙ্গে 'ঝামেলা'র ভিডিও।

এদিন পন্থের সঙ্গে কী করলেন? ঘরের মাঠে সানরাইজার্সকে শুরুতেই চাপে ফেলে দিয়েছিলেন লখনউদের মহম্মদ শামি। প্রথম দু'ওভারে দিলেন মাত্র ৩ রান। সঙ্গে দু'উইকেট।

পরের দু'ওভারে দিলেন মাত্র ৬ রান। সব মিলিয়ে চার ওভারে ৯ রান দিয়ে ২ উইকেট। ১৫৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তিন নম্বরে ব্যাট করে রান পেয়েছেন অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলেছেন ঋষভ পন্থ। ৫০ বলে ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। যেভাবে ম্যাচ শেষ করে এলেন, তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ম্যাচের পর দেখা যায় গোয়েঙ্কার চোখে জল। প্রথা মেনেই পকেট থেকে আরাধ্য দেবতার ছবি বের করে প্রণাম করেন।

মরশুমে প্রথম জয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। তারপর মাঠে নেমে আসেন।

জড়িয়ে ধরেন পন্থকে। বেশ খানিকক্ষণ হালকা মেজাজে গল্পও করেন দু'জনে। এলএসজি ও তাঁর নিজের জন্য পন্থের ফর্মে ফেরা দরকার ছিল।

সেই সঙ্গে গোয়েঙ্কা যেন বুঝিয়ে দিলেন, দলের অন্দরে সব ঠিক আছে।

আসলে দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারের পর একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যায়, এলএসজি অধিনায়ক পন্থ এবং হেড কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সঙ্গে কথা বলছেন গোয়েঙ্কা। নেটিজেনদের বক্তব্য, বেশ অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতেই কথা বলছিলেন এলএসজি কর্ণধার। পন্থও পালটা কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। এই দৃশ্য দেখে অনেকেরই মনে পড়েছে ২০২৪ আইপিএলের কথা। পরে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে উত্তর দেয় এলএসজি। তবে সেই ভিডিও নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অনেকে।

৭ গোলের লজ্জার ম্যাচে একমাত্র সান্ত্বনা! অসময়েই অবসর ব্রাজিলের অস্কারের, কেন এমন সিদ্ধান্ত?

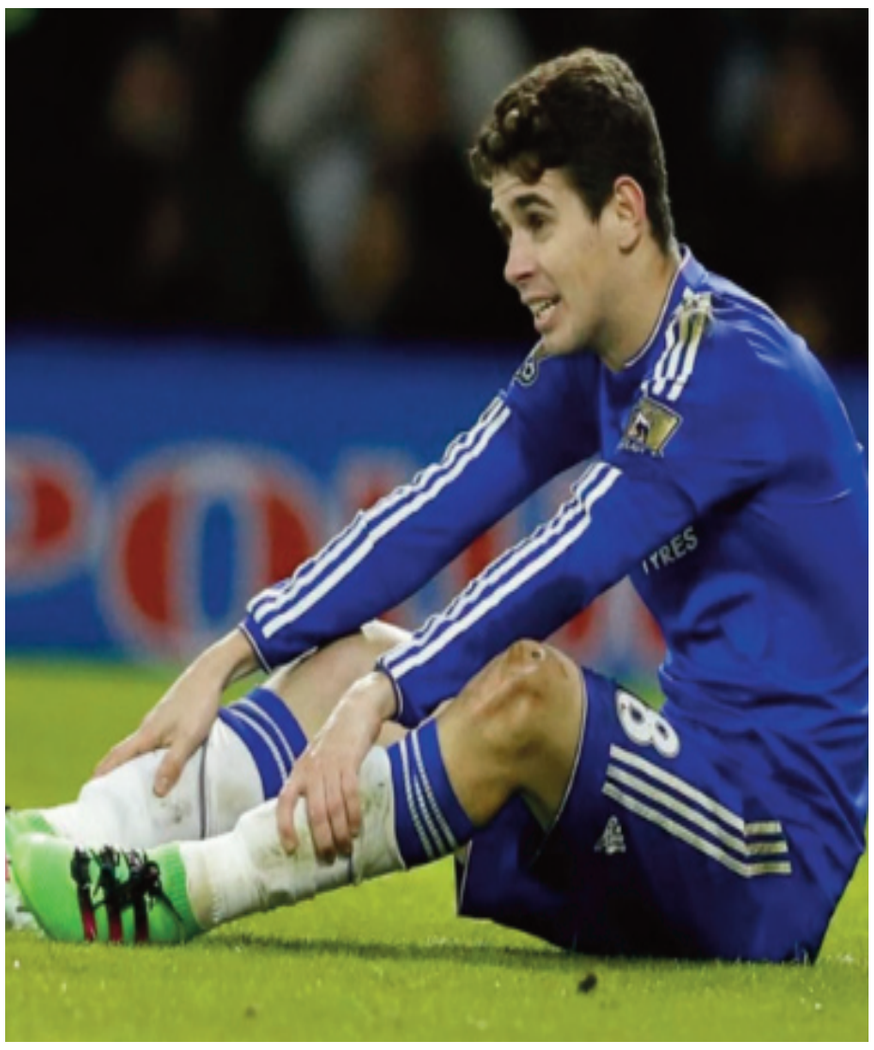

বয়স মাত্র ৩৪। এই বয়সেই জুতো জোড়া তুলে রাখলেন ব্রাজিল ফুটবলার অস্কার। তাঁর পুরো নাম অস্কার দোস সান্তোস এম্বোয়াবা জুনিয়র। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল হার্টের সমস্যা। সেই কারণেই এত কম বয়সে ফুটবল কেরিয়ারে ইতি টানলেন এই তারকা মিডফিল্ডার। ২০১৪ বিশ্বকাপে ব্রাজিল বনাম জার্মানি ম্যাচ মনে আছে? যদি প্রশ্ন করা হয়, ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে লজ্জার দিন কোনটা? প্রশ্নের উত্তরটা খুব সহজ। বেলো হোরাইজন্তের সেই অভিশপ্ত রাত। জার্মানদের গতি আর ক্ষিপ্রতার সামনে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল সাম্বা ফুটবলের আভিজাত্য। দাভিদ সিলভা, কুটিনহোদের সাত-সাতটি গোল হজম করার সেদিনের সাক্ষী ছিলেন হাজার হাজার ব্রাজিলীয় সমর্থক। লজ্জার সেই হারের ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছিলেন ২৩ বছরের এক তরুণ, অস্কার। একটা সময় ভবিষ্যতের তারকা ভাবা হত অস্কারকে। তাঁর সাম্বার ছন্দ চেলসির মাঝমাঠেও জাদু ছড়িয়েছিল। তবে মাত্র ২৮ বছর বয়সেই ইউরোপ ছেড়েছিলেন। সেই তিনি এবার পাকাপাকিভাবে অবসর নিলেন। বর্তমান ক্লাব সাও পাওলোর সোশাল মিডিয়ায় এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিনি লেখেন, 'আমি সাও পাওলোর হয়ে আরও অবদান রাখতে চেয়েছিলাম। আরও বেশি খেলতে চেয়েছিলাম। আমার মধ্যে এখনও খেলার মতো যোগ্যতা ও বয়স দু'টোই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল।

আমি অবসর নিচ্ছি। এখন থেকে আমি শুধুই একজন সমর্থক হিসাবে গ্যালারিতে থাকব। ঠিক কী হয়েছিল? ঘটনার সূত্রপাত গত নভেম্বরে। সাও পাওলোর ট্রেনিং সেন্টারে ফিজিক্যাল টেস্ট দিতে গিয়েছিলেন অস্কার। সেই সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, অস্কার 'ভ্যাসোভেগাল সিনকোপ' নামক সমস্যায় ভুগছেন। এই রোগের ফলে রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন হঠাৎ কমে যাওয়ায় মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। হার্টের এই সমস্যার কারণেই অস্কারের ফুটবল কেরিয়ার দীর্ঘস্থায়ী হল না। গত বছরের জানুয়ারিতে তিন বছরের চুক্তিতে সাও পাওলোতে ফিরেছিলেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর চুক্তির আরও দু'বছর বাকি ছিল। তবে ঝুঁকি নিতে চাননি। চুক্তি বাতিল করে বুট জোড়া তুলে রাখলেন তিনি। সাও পাওলোর হয়ে ২০০৯ সালে পেশাদার ফুটবলে পা রাখেন অস্কার। ২০১২ সালে চেলসিতে। সেখানে কাটিয়েছেন পাঁচ বছর। জিতেছেন ইউরোপা লিগ, প্রিমিয়ার লিগ এবং লিগ কাপ। সাংহাই পোর্টে যোগ দেওয়ার আগে তিনি চেলসির হয়ে ২০৩ ম্যাচে ৩৮টি গোল করেছিলেন। চিনের ক্লাবেও তাঁর সাফল্য কম নয়। সেখানে তিনি তিনটি চাইনিজ সুপার লিগ শিরোপা জিতেছিলেন। ব্রাজিলের হয়ে ৪৮টি ম্যাচে ১২টি গোল করেছেন অস্কার।

একদা চেন্নাই সমর্থক, এখন গলা ফাটাচ্ছেন শুভমানদের হয়ে, কেন দলবদল হেডেনকন্যার?

গ্রেস হেডেন। তাঁর অনেকগুলি পরিচয়। তিনি প্রাক্তন অজি তারকা ম্যাথু হেডেনের মেয়ে। আইপিএলের সঞ্চালিকা। একটা সময় চেন্নাই সুপার কিংসের ভক্ত। আর এখন গুজরাট টাইটান্সের সমর্থক। প্রশ্ন হল, এককালে চেন্নাইকে সমর্থন করা গ্রেস 'দলবদল' করলেন কেন? এর নেপথ্যে রয়েছেন তাঁর কিংবদন্তি বাবা ম্যাথু হেডেন। যিনি একসময় চেন্নাই সুপার কিংসে দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। বাবার টানেই এতদিন সিএসকে'র হয়ে গলা ফাটিয়েছেন। এবার তাঁকে দেখা গেল গুজরাট টাইটান্সকে সমর্থন করতে। শনিবার আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স মুখোমুখি হয়েছিল রাজস্থান রয়্যালসের। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের এই ম্যাচে গ্যালারির অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন হেডেনকন্যা। তিনি প্রথম থেকে গলা ফাটান শুভমান গিলদের হয়ে। চলতি আইপিএল মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু হেডেনকে গুজরাট টাইটান্সের ব্যাটিং কোচ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি হেডকোচ আশিস নেহরা এবং ক্রিকেট ডিরেক্টর বিক্রম সোলাঙ্কির সঙ্গে কাজ করছেন। সেই কারণেই তাঁর লাস্যময়ী কন্যা এখন গুজরাটের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। বাবার দলের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল চোখে পড়ার মতো। ক্রীড়া সঞ্চালক ও ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসাবে পরিচিতি গড়ে তুলছেন গ্রেস। ২০২৩-র বিশ্বকাপে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন। ভারতকে নিজের 'দ্বিতীয় বাড়ি' বলে মনে করেন তিনি। এছাড়া ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও সঞ্চালনা করেছেন। আর এবারের আইপিএলেও তিনি উপস্থিত গুজরাটের হয়ে গলা ফাটাতে। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের আবহে বড় হওয়া গ্রেসের কাছে এই খেলা কেবল পেশা নয়, আবেগের বিষয়। প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার সিএসকে'র হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন। ২০১০ সালে চেন্নাইয়ের শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ছিলেন। তাছাড়াও ২০০৯ সালে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও ছিলেন তিনি। এবার সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়ে গুজরাট টাইটান্সের ব্যাটিং কোচ হিসাবে নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন হেডেন। আর সেই যাত্রায় পাশে রয়েছেন তাঁর মেয়ে গ্রেস। অর্থাৎ গ্রেসের আহমেদাবাদ সফর সেই দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনেরই প্রতিফলন। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের নীল জার্সিতে সেজে উচ্ছ্বাসভরে দলকে সমর্থন করতে দেখা যায় গ্রেসকে। তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি দর্শকদেরও আকৃষ্ট করে। ম্যাচের শুরু থেকেই স্টেডিয়ামের পরিবেশ ছিল উত্তেজনায় ভরপুর। প্রতিটি বল, প্রতিটি রান, সবকিছুতেই ছিল নাটকীয়তা। গুজরাট টাইটান্স ভালো লড়াই করলেও শেষ মুহূর্তে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রাখতে পারেনি। শেষ ওভারে ম্যাচ গড়ায় চরম উত্তেজনায়। মাথা ঠান্ডা রাখেন তুষার দেশপাণ্ডে। চাপের মধ্যেও নিখুঁত বল করে রাজস্থান রয়্যালসকে জয়ের দিকে এগিয়ে দেন তিনি। ম্যাচের পর নিরাশ হয়ে ফেরেন হেডেনকন্যা। গত আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বে ভারতে এসেছিলেন গ্রেস। যন্ত্র কুকুর 'চম্পক'-এর সঙ্গে অজি সুন্দরী খেলার ভিডিও ভাইরাল হয়। আর এবার গুজরাটের নীল জার্সিতে নেটদুনিয়ার মন জিতলেন তিনি।

ইডেনে বাদশার উপস্থিতি, ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে নাইটরা - পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে আজ বড় পরীক্ষা

মরশুমের শুরুটা একেবারেই স্বপ্নের মতো নয়। পরপর দু'ম্যাচে মুম্বই ও হায়দরাবাদের কাছে হার, ছন্দহীন ব্যাটিং, দুর্বল বোলিং;সব মিলিয়ে চাপে কলকাতার দল। এই অবস্থায় সোমবার ইডেনে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচকে ঘিরে নতুন আশার সঞ্চার। কারণ, গ্যালারিতে থাকছেন দলের কর্ণধার শাহরুখ খান। দলের অন্দরমহল সূত্রে খবর, সোমবারের ম্যাচে ইডেনেই উপস্থিত থাকবেন শাহরুখ। তাঁর উপস্থিতি মানেই বাড়তি আবেগ, বাড়তি শক্তি। বিশেষ করে যখন দল টানা ব্যর্থতার পর ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া লড়াইয়ে নামছে, তখন এই মানসিক জোর বড় ভূমিকা নিতে পারে। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিন্তু একেবারেই অন্য মেজাজে। গুজরাত ও চেন্নাইকে হারিয়ে তারা আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর। ফলে এই ম্যাচে কলকাতার সামনে চ্যালেঞ্জ দ্বিগুণ;একদিকে নিজেদের দুর্বলতা কাটানো, অন্যদিকে ছন্দে থাকা প্রতিপক্ষকে থামানো। অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে অবশ্য ইডেনের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত। ব্যাট হাতে তিনিও ছন্দে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবু দলের বড় চিন্তা বোলিং বিভাগ। সেখানেই কিছুটা স্বস্তির খবর;অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন অনুশীলনে প্রায় তিন ওভার বল করেছেন। এতে মনে করা হচ্ছে, খুব শিগগিরই তিনি পূর্ণ শক্তিতে দলে ফিরতে পারেন। একইসঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রভম্যান পাওয়েল ব্যাট হাতে অনুশীলনে আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছেন, যা দলের ব্যাটিং লাইনআপে বাড়তি ভরসা জোগাতে পারে। গ্যালারিতে শাহরুখ, প্রতিপক্ষে আত্মবিশ্বাসী পাঞ্জাব;সব মিলিয়ে সোমবারের ইডেন শুধু একটি ম্যাচ নয়, বরং কলকাতার জন্য মরশুম বাঁচানোর লড়াই। এখন দেখার, বাদশার সামনে নাইটরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে, নাকি চাপ আরও বাড়ে।

বুট্‌ঢা হোগা তেরা বাপ..., ভয়ংকর বোলিংয়ে দলকে জিতিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের বার্তা শামির!

বয়স যে কেবলই সংখ্যা মাত্র, তা বোঝা যায় মহম্মদ শামিকে দেখে। জাতীয় দলে ব্রাত্য, বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে ব্রাত্য বঙ্গ পেসারকে ১০ কোটি টাকায় কিনে নিয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। এবার তাঁর ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। রোববার দুপুরে রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি ছিল শামির কাছে বিশেষ। কারণ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাঁর পুরনো দল। সেই দলের বিরুদ্ধে আগুন ঝরালেন তিনি। বিশেষ এই ম্যাচে তাঁর 'স্পেশাল' স্পেলই দু'দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিল। দিল্লি ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামার আগে জাতীয় নির্বাচকদের কাঠগড়ায় তুলেছিলেন 'ব্রাত্য' পেসার। ১২ বছর ধরে ভারতীয় বোলিংয়ের মূল ভরসা ঘরোয়া ক্রিকেটে একইভাবে ভরসা জুগিয়ে চলেছেন। প্রতি ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এই মরশুমে বাংলা যে রনজির সেমিফাইনাল খেলল, সেটার অন্যতম কারিগর মহম্মদ শামি। তা সত্ত্বেও ভারতীয় দলে ডাক পাননি। এই পরিস্থিতিতে তাঁর প্রশ্ন, কেন তাঁকে টি-টোয়েন্টি বোলার হিসাবে ধরা হবে না? নাহ, সেই কেনর উত্তর হয়তো জাতীয় নির্বাচকদের কাছে নেই। এত উপেক্ষা সত্ত্বেও পারফরম্যান্সই যেন তাঁর একমাত্র তূণীর। যার প্রয়োগে প্রতিপক্ষ ঝাঁজরা হয়ে যায়। পুরনো দলের বিরুদ্ধে যেভাবে বোলিং করলেন, তাতে কে বলবে তাঁর বয়স ৩৫ পেরিয়েছে! প্রথম ওভারেই তুলে নিলেন অভিষেক শর্মাকে। এরপর শামির বিষধর স্লোয়ারে

ঠকলেন ট্রাভিস হেড। মনে রাখতে হবে, অভিষেক এবং হেড টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমন দুই ব্যাটার, যাঁদের ব্যাট একবার চলতে শুরু করলে থামানো প্রায় দুঃসাধ্য পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু সানরাইজার্স ব্যাটিংয়ের সেই 'মুড়ো' ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন শামি। প্রথম দু'ওভারে দিলেন মাত্র ৩ রান। সঙ্গে দু'উইকেট। পরের দু'ওভারে দিলেন মাত্র ৬ রান। সব মিলিয়ে চার ওভারে ৯ রান দিয়ে ২ উইকেট। অর্থাৎ ওভারপিছু মাত্র ২.২৫। টি-টোয়েন্টিতে এত কৃপণ বোলিং দেখা হালফিলে প্রায় দুঃসাধ্য। আর সেই কঠিন কাজটাই সম্ভব করে দেখিয়েছেন তিনি। শামির ওভার শেষ হতেই লখনউ বোলাররা বেদম মার খেলেন। শামি যখন চার ওভারের স্পেল শেষ করলেন, তখন হায়দরাবাদের রান ৮ ওভারে ২৯/৪। সেখান থেকে তারা ১৫৬ করে গেল। হেনরিখ ক্লাসেন (৬২) এবং নীতীশ কুমার রেড্ডি (৫৬) ১১৬ রানের জুটি গড়লেন। জবাবে ১৯.৫ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় লখনউ সুপার জায়ান্টস। এদিন তিন নম্বরে ব্যাট করে রান পেয়েছেন অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলেছেন ঋষভ পন্থ। ৫০ বলে ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ৯ চার হাঁকালেও তাঁর ইনিংসে কোনও ছক্কা ছিল না।

কিন্তু যেভাবে ম্যাচ শেষ করে এলেন, তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ২৭ বলে ৪৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন আইডেন মার্করাম। তবে সবার মুখে শামির নাম। ভয়ংকর বোলিংয়ে দলকে জিতিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের বার্তা দিয়ে রাখলেন তিনি। এরপরেও কি উপেক্ষিত থাকতে হবে তাঁকে?

কিশোর পায়ে বিশ্বমঞ্চে ঝড়- সতেরোতেই ইতিহাস, এখনও অটুট পেলের বিস্ময়

বিশ্বকাপের দিন গোনা যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে ইতিহাসের বিস্ময়কর অধ্যায়। ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর বরাবরই তরুণ প্রতিভার উত্থানের মঞ্চ। কিন্তু কিশোর বয়সে গোল করে ইতিহাস গড়ার তালিকায় এক নাম এখনও সবার উপরে;পেলে। ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে মাত্র সতেরো বছর দুইশো উনচল্লিশ দিন বয়সে ব্রাজিলের হয়ে প্রথম গোল করেন পেলে। ওয়েলসের বিরুদ্ধে সেই গোলই ছিল ম্যাচের নিষ্পত্তি। এরপর ফাইনালে জোড়া গোল করে স্বাগতিক সুইডেনকে হারিয়ে ব্রাজিলকে প্রথমবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেন তিনি। এত কম বয়সে গোল করার সেই নজির আজও অটুট। পেলের পরেই তালিকায় রয়েছেন মেক্সিকোর মানুয়েল রোসাস। ১৯৩০ সালে আঠারো বছর তিরানব্বই দিন বয়সে তিনি বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম পেনাল্টি গোল করেন। আধুনিক সময়ে এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন স্পেনের তরুণ ফুটবলার গাভি, যিনি ২০২২ সালে আঠারো বছর একশো দশ দিন বয়সে কোস্টা রিকার বিরুদ্ধে গোল করেন। এই তালিকায় রয়েছে আর্জেন্টিনার তারকা লিওনেল মেসিও। ২০০৬ সালে বিশ্বকাপে অভিষেকের পরপরই সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রোর বিরুদ্ধে গোল করে তিনি নিজের প্রতিভার ছাপ রাখেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর তিনশো সাতান্ন দিন।

ইংল্যান্ডের মাইকেল ওয়েন, আমেরিকার জুলিয়ান গ্রিন, বেলজিয়ামের ডিভক অরিগি; অনেকেই কম বয়সে গোল করে এই তালিকায় নাম তুলেছেন।

টেনশন বা দুঃশ্চিন্তায় বেশি খাওয়া কি একটি রোগ ? কী প্রভাব পড়ে শরীরে ?

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ স্ট্রেস কিংবা মানসিক চাপ মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। স্ট্রেসের কারণে মাথাব্যথা, পেটে যন্ত্রণা, ঘুম না হওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। শুধু তাই নয়, মানসিক চাপ কিন্তু আপনার খাদ্যাভ্যাসের উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে।এর কারণে খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন দেখা দেয়।লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা যখন কোনো কারণে মানসিক চাপের সঙ্গে লড়াই করি, তখন কখনো কখনো চকোলেট বা পিৎজার মতো খাবার খেতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে আবার কিছুই খেতে মন চায় না।এখন প্রশ্ন হলো, স্ট্রেস কেন আমাদের ক্ষুধার ওপর প্রভাব ফেলে এবং এ সমস্যা কীভাবেই বা কাটিয়ে উঠতে পারি আমরা?

স্ট্রেস বা মানসিক চাপ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট রাজিতা সিন্‌হা যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্ট্রেস সেন্টার'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক।তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কোনো কঠিন এবং বিহ্বল হয়ে পড়ার মতো পরিস্থিতিতে যখন আপনার মনে হতে থাকে এখন আর কিছু করার নেই- তখন শরীর এবং মন যে প্রতিক্রিয়া দেয় সেটাই হলো স্ট্রেস।আমাদের চারপাশের পরিস্থিতি, উদ্বেগ এবং শরীরের পরিবর্তন, যেমন তীব্রতর খিদে বা তেষ্টা পাওয়ার মতো ঘটনা মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসকে সক্রিয় করে তোলে।

হাইপোথ্যালামাস আমাদের মস্তিষ্কের মটরের মতো আকারের একটা ক্ষুদ্র অংশ।

রাজিতা সিন্‌হা জানিয়েছেন, এই 'অ্যালার্ম সিস্টেম' আমাদের শরীরের প্রতি কোষের ওপর কাজ করে ও অ্যাড্রেনালিন এবং কর্টিসলের মতো হরমোনকে সক্রিয় করে তোলে।এর ফলে আমাদের হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।প্রসঙ্গত, স্বল্পমেয়াদে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ কিছু ক্ষেত্রে সহায়কও হতে পারে। আপনাকে বিপদ থেকে বাঁচতে বা একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে দীর্ঘমেয়াদে মানসিক চাপ ক্ষতিকারক হতে পারে।ক্রনিক স্ট্রেস রয়েছে অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ডিপ্রেশন, ঘুমের সমস্যা এবং ওজন বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।ক্রনিক স্ট্রেসের জন্য দায়ী হতে পারে বিভিন্ন বিষয়, যেমন ব্যক্তিগত জীবনে সম্পর্কে সমস্যা, কাজের চাপ বা অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে লড়াই করা ইত্যাদি।

স্ট্রেস কখনো কখনো ক্ষুধা বা খিদে বাড়িয়ে তুলতে পারে আবার কখোনো বা তা একেবারে দমিয়েও ফেলতে পারে।মিঠু স্টোরোনি একজন নিউরো-অপথালমোলজিস্ট। 'স্ট্রেস-প্রুফ' এবং 'হাইপার এফিশিয়েন্ট' এর মতো বইও লিখেছেন তিনি।এই বিশেষজ্ঞের কথায়, আমার মনে আছে, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় মনে হয়েছিল আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।এখন অবশ্য আমরা জানি যে এমনটা ঘটার কারণ আমাদের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সিস্টেম, পেট এবং অন্ত্র, এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সরাসরি যোগ রয়েছে।তিনি ব্যাখ্যা করেন যে মানসিক চাপ ভেগাস নার্ভের কার্যকলাপকে দমিয়ে দিতে পারে। এই স্নায়ু ব্রেনস্টেম (মস্তিষ্কের কান্ড) থেকে পেট পর্যন্ত গিয়েছে। এর কাজ পাকস্থলী থেকে ব্রেনে সিগনাল পাঠিয়ে জানানো পেট কতটা ভরা আছে এবং শরীরের কতটা এনার্জি প্রয়োজন রয়েছে।ডা. স্টোরোনি ব্যাখ্যা করেছেন, কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই স্নায়ুর ক্রিয়াকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে খিদে কমে যায়।আবার অন্যদিকে, আমরা এটাও জানি যে মানসিক চাপের সময় মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ চিনির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে।এই কারণে অনেকে নিজের অজান্তেই এমন কিছু খাওয়া শুরু করেন যা তাদের দেহে এনার্জি বা শক্তি যোগায়। অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য মানব শরীর নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে।

মানসিক চাপের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে লড়তে থাকলে তার প্রভাব বমি বমি ভাব বা মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না।অধ্যাপক রাজিতা সিন্‌হা ব্যাখ্যা করেছেন, আপনার শরীর যখন মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়, যা ইনসুলিনকে (গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে যে হরমোন) স্বল্প সময়ের জন্য কম মাত্রায় কার্যকর করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে, গ্লুকোজ ব্যবহার হওয়ার পরিবর্তে রক্তে থেকে যায়, যা রক্তে শর্করার মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে।এটা দীর্ঘমেয়াদে স্ট্রেসের সঙ্গে লড়তে থাকা ব্যক্তিদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। ধীরে ধীরে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে থাকে যা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং ইনসুলিন প্রতিরোধ দেখা যেতে পারে যা ওজন বৃদ্ধি বা ডায়াবেটিসের কারণ হয়ে উঠতে পারে।অন্যদিকে, ওজন বেড়ে গেলে তা শরীরকে আপেটাইট চেঞ্জ বা রুচির পরিবর্তনের প্রতি আরো সংবেদনশীল করে তোলে।সাধারণত, যাদের শরীরে বেশি ফ্যাট থাকে তাদের ইনসুলিন প্রতিরোধের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এর অর্থ, যখন তারা মানসিক চাপে থাকেন তখন তাদের মস্তিষ্ক আরও বেশি পরিমাণে সুগার দাবি করে।রাজিতা সিন্‌হা বলেছেন, আমরা একে ফিড-ফরোয়ার্ড চক্র বলি, যেখানে একটা জিনিস অন্যকে উৎসাহ দেয়। এটা এক ধরনের দুষ্টচক্র এবং এখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। ডা. স্টোরোনির মতে মানসিক চাপে থাকাকালীন স্ট্রেস ইটিং বা উদ্বেগজনিত খাওয়া কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আগাম পরিকল্পনা করা যাতে ব্যস্ত সময়ে আমরা অতিরিক্ত না খেয়ে ফেলি।এক্ষেত্রে মূল বিষয়গুলোও ভুলে গেলে চলবে না। যেমন ঘুম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেই জানিয়েছেন তিনি। ডা. স্টোরোনি বলেছেন, এক্ষেত্রে আমি পরামর্শ দেব ঘুমের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে। এর কারণ, ঘুম কিন্তু মানসিক চাপের প্রতি প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত তিনটি অঙ্গকে আবার রিসেট করে দেয়। ঘুম মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামে সেই ক্ষুদ্র অংশ, পিটুইটারি এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিগুলোকে ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনে যার ফলে স্ট্রেস হরমোন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়। ডা. স্টোরোনি বলেন, ঘুমের ঘাটতি হলে সব ধরনের খাওয়ার ইচ্ছা, মিষ্টির প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। এর কারণ ঘুমের অভাব হলে মস্তিষ্কের আরও শক্তির প্রয়োজন পড়ে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এক্সারসাইজ করলে স্ট্রেস থেকে রিল্যাক্সড অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতাও বেড়ে যায়। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও বাড়ে।মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে এমন সময় যদি আসন্ন হয় তাহলে এই সাধারণ বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ দিলে স্ট্রেসে থাকাকালীন অতিরিক্ত খাওয়া এড়ানো যেতে পারে বা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।প্রফেসর সিন্‌হা জানিয়েছেন, মানসিক চাপে থাকলে খুব বেশি শর্করাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো জাংক ফুড কেনা বন্ধ করা।তার কথায়, এটা একটা প্র্যাক্টিক্যাল (ব্যবহারিক) বিষয়। এই সব জিনিস যেন আপনার নাগালের বাইরে থাকে। কারণ এগুলো আপনার আশেপাশে থাকলেই আপনি খেতে চাইবেন।দ্বিতীয় বিষয় হলো সারাদিনে নিয়ম মেনে অথচ অল্প পরিমাণে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এতে খিদে এবং খাবারের আকাঙ্ক্ষা দু'টোই নিয়ন্ত্রণে থাকে।পাশাপাশি, রক্তে গ্লুকোজ-এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এমন খাবার এড়ানোও দরকার।

যেমন পিৎজা, মিষ্টি স্ন্যাকস এবং সাধারণ কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার এই সময় এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এই জাতীয় খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।এর বদলে, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার যেমন মাংস, মটরশুটি, মাছ বা স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার খাওয়া যেতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন। স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের তালিকায় মসুর ডাল, ওটস ইত্যাদি রয়েছে।

এক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সীমিত অ্যালকোহল সেবন। অনেকে স্ট্রেসের কমানোর জন্য অ্যালকোহল সেবন শুরু করেন।ডা. স্টোরোনি বলেন, ক্ষুব্ধযদি আপনি সেই সমস্ত মানুষের মধ্যে পড়েন যারা মানসিক চাপে পড়লে অ্যালকোহল পান করে, তাহলে বলব ওই সময় (স্ট্রেসে থাকাকালীন) মদ্যপান থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখা সবচেয়ে ভালো।

এই সময় সামাজিক সম্পর্কগুলোর ওপর মননিবেশ করা দরকার বলেই জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।এতে একদিকে যেমন খাওয়ার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকে তেমনই স্ট্রেসের সময় অনিয়ন্ত্রিত খাওয়াও এড়ানো যেতে পারে।স্ট্রেস এবং খাওয়ার মধ্যে যে যোগ রয়েছে, সেখানে ভারসাম্য বজায় রাখার নিজস্ব উপায় তৈরি করেছে আমাদের সমাজ।তা সে সবার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া হোক বা একসঙ্গে রান্না করা হোক,ক্ষুব্ধ বলেছেন রাজিতা সিন্‌হা।এই প্রসঙ্গে তিনি কিছু বেসিক প্র্যাকটিসের দিকে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।তার কথায়, কিছু বেসিকের বিষয়ে আবার জোর দেওয়ার সময় এসেছে বলে আমি মনে করি।যাতে খাবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে পুনর্নির্মাণ করার পাশাপাশি স্ট্রেস ও খাওয়ার মধ্যেকার এই সম্পর্ক আরো ভালোভাবে বুঝতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমরা। সৌ ঃ বিবিসি বাংলা।

প্রকৃতপক্ষে, গ্লুকোজ ব্যবহার হওয়ার পরিবর্তে রক্তে থেকে যায়, যা রক্তে শর্করার মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে।এটা দীর্ঘমেয়াদে স্ট্রেসের সঙ্গে লড়তে থাকা ব্যক্তিদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। ধীরে ধীরে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে থাকে যা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং ইনসুলিন প্রতিরোধ দেখা যেতে পারে যা ওজন বৃদ্ধি বা ডায়াবেটিসের কারণ হয়ে উঠতে পারে।অন্যদিকে, ওজন বেড়ে গেলে তা শরীরকে আপেটাইট চেঞ্জ বা রুচির পরিবর্তনের প্রতি আরো সংবেদনশীল করে তোলে।সাধারণত, যাদের শরীরে বেশি ফ্যাট থাকে তাদের ইনসুলিন প্রতিরোধের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এর অর্থ, যখন তারা মানসিক চাপে থাকেন তখন তাদের মস্তিষ্ক আরও বেশি পরিমাণে সুগার দাবি করে।রাজিতা সিন্‌হা বলেছেন, আমরা একে ফিড-ফরোয়ার্ড চক্র বলি, যেখানে একটা জিনিস অন্যকে উৎসাহ দেয়। এটা এক ধরনের দুষ্টচক্র এবং এখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। ডা. স্টোরোনির মতে মানসিক চাপে থাকাকালীন স্ট্রেস ইটিং বা উদ্বেগজনিত খাওয়া কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আগাম পরিকল্পনা করা যাতে ব্যস্ত সময়ে আমরা অতিরিক্ত না খেয়ে ফেলি।এক্ষেত্রে মূল বিষয়গুলোও ভুলে গেলে চলবে না। যেমন ঘুম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেই জানিয়েছেন তিনি। ডা. স্টোরোনি বলেছেন, এক্ষেত্রে আমি পরামর্শ দেব ঘুমের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে। এর কারণ, ঘুম কিন্তু মানসিক চাপের প্রতি প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত তিনটি অঙ্গকে আবার রিসেট করে দেয়। ঘুম মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামে সেই ক্ষুদ্র অংশ, পিটুইটারি এবং অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিগুলোকে ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনে যার ফলে স্ট্রেস হরমোন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।